•

গৌরাঙ্গ

•

গৌরাঙ্গ

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী
প্রণীত

সন ১৩০১

কুন্তলীন প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩৫।২ বিডনষ্ট্রীট
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য দেড় টাকা
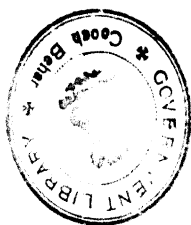
উৎসর্গ

কৃতী সাহিত্যিক, সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ

দত্ত মহাশয়ের

করকমলে

ভূমিকা

মৎপ্রণীত 'আরতি'তে 'গৌরাঙ্গ'কাব্যের কত-কাংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল ; এখন উহা স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

বরেণ্যভক্ত-রচিত জীবনচরিতে গৌরাঙ্গে অতি-প্রাকৃত গুণগ্রামের আরোপণা ও ঈশ্বরত্ব স্থাপনা হইয়াছে। এ নগণ্য ভক্তের সামান্য জ্ঞানে চৈতন্য-চন্দ্র অসামান্য মানুষী মহিমায় সমুজ্জ্বল। জগৎপূজ্য ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরত্বের গুরুভার আরোপ করিলে, উহাকে ক্ষুন্ন ও খর্ব্বই করা হয়। তাই, আমার গৌরাঙ্গ আমার ভাবেই চিত্রিত হইয়াছেন। কোন সম্প্রদায়বিশেষ যেন বিশ্বাসকে বিদ্বেষ এবং প্রকাশকে প্রতিবাদ বলিয়া ভ্রম না করেন। পাঠক-সাধারণের নিকট স্বীকার করিতেছি, যাবতীয় চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনাগঠনেও আমি চরিতকারগণের আদর্শকে একান্ত-অবলম্বনীয় করি নাই। তাই বলিয়া, সেই এক বৃহৎ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, মনে করি না। কল্পনা ও জনশ্রুতি দ্বারা বিকৃতি ও অতিরঞ্জনের আপত্তি না হয় না-ই তুলিলাম ;

সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা, তাৎপর্য্য ধরিয়া বৃহৎভাবে অনুধাবনে; খুঁটিনাটির অন্ধ অনুসরণে নহে। বর্ণনীয় চরিত্রনিচয়ের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি-সংসাধন এবং ঘটনাবলীর যথাবিন্যাস ও সুসঙ্গতি-সম্পাদনে দৃষ্টিদান, সর্ব্বপ্রধান কবিকর্ত্তব্য। তাই, আদর্শের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রসাধন, এবং সৌন্দর্য্যের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সমন্বয় জন্য, মূল সত্য ও স্থূল তথ্যকে অব্যাহত রাখিয়া, স্বীয় বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ও সুন্দর বেশে উপস্থিত করিতে, নিরঙ্কুশ কল্পনার রাজপথে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন বিচরণের অধিকার কাব্য বা কাব্যকারের আছে।

গ্রন্থকার

গৌরাঙ্গ

প্রথম সর্গ

সেবক

ভক্তি যার ভর-ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ!—
সেই তত্ত্ব কোথাকার? কেমনে প্রথম,
নামিয়া মরতে কারে করেছিল কৃপা?
লভি' সেই স্বর্গবিত্ত কে সে চিত্তহারা,
আত্মমদবাসে অন্ধ গন্ধমৃগপ্রায়
আপনি মাতাল হয়ে, মাতাইল সবে!

নবদ্বীপ, নিয়ে তব ন্যায় স্মৃতি, 'পাতি',
রুক্ষ তর্ক, সূক্ষ্ম জ্ঞান, বিচারাভিমান,

গৌরাঙ্গ

আজি কি হইতে ধন্য অবনীমণ্ডলে,
যদি না তোমার বক্ষে,—ভাগ্যবান্ তুমি !—
তব ধূলিধূসরিত পাণ্ডিত্যের' পরে
কারো পূত পদচিহ্ন না আঁকিত রেখা !
পেয়েছিলে তব গৃহে কোন দেবোপম
আদর্শ-মানবে ! যুগে যুগে এইরূপে
উত্থানের ক্রমগতি রাখিতে সচল,
বিশ্বপতি নির্ব্বাচিত ভৃত্যগণে তাঁর,
অলৌকিক প্রতিভায়, অপার্থিব প্রেমে,
বিচিত্র চরিত্রে আর অপূর্ব্ব গৌরবে
মণ্ডিয়া, রঞ্জিয়া ভাল, দেন পাঠাইয়া
ধরার দুষ্কৃতিভার করিতে লাঘব ;
পতিতেরে পঙ্ক হ'তে করিতে উদ্ধার !
বিস্মিত স্তম্ভিত বিশ্ব, অবতার ভাবি'
লুটাইয়া পড়ে সেই মহত্ত্বের পা'য় ,
পূজা দেয় সেই সব পুরুষপ্রধানে !
কে জানিত, নবদ্বীপে আসিবে এমনি
ভক্তচূড়ামণি কেহ ;—সেই দেবদূত,
সঙ্গে ল'য়ে ত্রিদিবের শুভ সমাচার,
ল'য়ে গদগদ ভাষ, অশ্রুজল-বল

নিখিল করিবে বশ আপনার প্রেমে ;
হরিনামে মাতাইবে সমস্ত ভারত !

সেই দিন স্মরণীয় সমগ্র বিশ্বের,
যেদিন নদীয়া মাঝে মিশ্রের ভবনে,
পিতা জগন্নাথে আর জননী শচীরে
ভাসায়ে আনন্দনীরে, শুভ লগ্ন জানি'
দীনের সুতিকাগৃহে সমারোহ বহি'
জন্মিল সে মহাপ্রাণ বিধির বিধানে।

অঙ্গনের কোণে এক ক্ষুদ্র চালা-ঘর,
অনাদরে বিরচিত, আলো-বায়ুত্যক্ত,
দুষ্টবাষ্পসমাকুল, অপদেবতার
কুদৃষ্টিনাশক নানা উপচারে ঘেরা,—
সুরক্ষিত সে কারায় সুখ-বন্দী হ'য়ে
রহিল অদ্ভুত শিশু একাদশ দিন।
'ছয়ষষ্ঠি'-দিনে সতর্ক সশঙ্ক, সবে
বসিয়া রহিল স্থির, শিশুর শিয়রে,
করিল রজনী ভোর রূপকথা ল'য়ে !
উদ্দেশ্য,—চতুর বিধি কোন ছিদ্র পেয়ে

ছল করি' শিশুভালে মন্দ কিছু লিখি'
যান যদি স্বজনের দৃষ্টি এড়াইয়া !

বাড়িতে লাগিল শিশু স্নেহের ফুৎকারে।
ছোট চারা রোপি' মালী আপন উদ্যানে,
যেমন সতর্কে ত্রাসে আবেগে উল্লাসে
সংশয়ে চাহিয়া থাকে, যোগায় তাহারে
নিত্য নব নব সেবা নূতন যতনে,
শচীদেবী শিশুপুত্রে তেমনি আগ্রহে
করিতে লাগিলা সিক্ত লালনের রসে !
সেই নবদ্বীপ-শশী লাগিল বাড়িতে
ধীরে ধীরে সুবিমল স্নেহের আকাশে,
মেঘাচ্ছন্ন জগতের পূর্ণিমার লাগি' !

তার হাসি, তার কান্না, আধ-আধ কথা,
হামাগুড়ি, উঠি'-পড়ি' টলি'-টলি' চলা,
অঙ্গভঙ্গি নানারূপ,—তার বিশ্লেষণে
কাল্পনিক বিজ্ঞতার কত পরিচয়
পাইতেন সে শিশুর, বাৎসল্যবিমূঢ়া !
এ সব কাহিনী শেষে পড়সীমহলে

নানা অলঙ্কার সনে করিতা রচনা ;
সে কল্পনা-জল্পনায় ভুলিতা সংসার।
সংসারে কাহারো যেন হয় নি সন্তান ;
তা'রা যেন হাসে নাই, কাঁদে নাই কেহ ;
কহে নাই আধ-কথা এমন ভঙ্গীতে !
—শচীমার ভঙ্গী-ভাবে হ'ত তা প্রকাশ।

শুভ অন্নপ্রাশনের দিন এল যবে,
যথাবিধি শিশুমুখে করি' অন্নদান,
কহিলেন জগন্নাথ,—অগ্রজ ইহার,
নাম তার রাখিয়াছি বিশ্বরূপ যবে,
কনিষ্ঠের নাম তবে হোক্ বিশ্বম্ভর।
শচী কহিলেন,—ও কি সৃষ্টিছাড়া নাম !
অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী ছিলা একজন
অদূরে দাঁড়ায়ে ; উৎসাহে কহিলা ডাকি',—
আমি ত বাছার নাম রাখিনু নিমাই।
'নিমাই' রটিল নাম সারা নবদ্বীপে ;
'নিমাই' রটিল নাম দেশ দেশান্তরে !

বাড়িছে ক্রমশ শিশু সুকৃতির প্রায়
আনন্দ বর্দ্ধন করি' মিশ্রদম্পতির।

পাঁচটি বৎসর যবে একে একে আসি'
দিয়ে গেল অপোগণ্ডে আপন প্রসাদ,
অপরূপ রূপ তার ধরা পড়ে' গেল।
উজ্জ্বল প্রশস্ত ভাল, আয়ত লোচন,
দীর্ঘ বাহু, তীক্ষ্ণ নাসা, সুগঠিত তনু,
কাঞ্চনে চম্পকে মেশা অঙ্গের বরণ,
কাড়িল সবার মন! শুনিতেন মাতা
পুত্রের রূপের খ্যাতি লুব্ধ কর্ণ পাতি'।
—নেত্রে উছলিত ধারা; অমঙ্গল-ত্রাসে
কখনো উঠিত কাঁপি' মায়ের হৃদয়।

এর মাঝে, একদিন সবার অজ্ঞাতে
উদাসীন বিশ্বরূপ নবীন বয়সে
করিলেন গৃহত্যাগ; হইলা সন্ন্যাসী।
নদীয়ায় আর কেহ দেখিল না তাঁরে।
পিতা মাতা আর যত পরিজন সনে
দুধের বালক নিমু কেঁদে গড়াগড়ি;
বড় বাসিতেন ভাল অগ্রজ অনুজে!
যোগ দিল এই শোকে সমস্ত নদীয়া,
সে প্রিয়দর্শন ছিলা প্রিয় সবাকার;

প্রথম সর্গ

পণ্ডিত, বিনয়ী, সাধু, সুধীর কিশোর!
শচীর এখন ধ্যান শয়নে স্বপনে,—
কেবল নিমাই! তিলেক নিমাই হ'লে
চক্ষের আড়াল, তাঁর আঁধার ভুবন!
উন্মথিত মাতৃস্নেহ এক খাতে বহি'
উঠিল প্রচণ্ড হ'য়ে, ছাপাইল কূল!

আদরে-আব্দারে শিশু লাগিল বাড়িতে।
ছড়ায়ে তৈজস-পাতি, উচ্ছিষ্ট ছিটায়ে,
ভাঙ্গিয়া কলসী-হাঁড়ী, পুঁথি-পত্র ছিঁড়ি',
বিছানায় কালী ফেলি', মুখে মাখি' মসী,
বহু দূরে রহি' মায়েরে দেখা'ত ডাকি'!
বকিতে বকিতে মাতা ধাইতা ধরিতে;
নিমেষে অদৃশ্য হ'ত হাসিয়া নিমাই!
গৃহদেবতার আগে সুসজ্জিত ভোগ
না হইতে নিবেদিত, কখনো আসিয়া
চকিতে নৈবেদ্য লয়ে পূরি' দিত গালে!
কি করিলি, কি করিলি!—বলি' ক্ষোভে রোষে
নিমায়েরে শাজা দিতে ছুটিতেন মাতা।
হেথা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাইত চোর!

গৌরাঙ্গ

ফাটায়ে ললাট কভু আসিত কাঁদিয়া
মার কাছে, ক্রোড়ে মাতা লইতেন টানি' ;
সেইক্ষণে যদি কোন ক্রীড়া-সহচর
আসিত সেখানে, ডাকিত ইঙ্গিতে তারে,
অতর্কিতে উঠি নিমু হ'ত নিরুদ্দেশ !
রহিতেন কিছুক্ষণ জননী, অবাক্ !
মৃদুহাস্য দেখা দিত সস্নেহ কৌতুকে ।

ক্রমশঃ দুরন্তপনা বয়সের সনে
বাড়িতেছে নিমায়ের ; অবশেষে তাহা
গৃহের প্রাচীর ছাড়ি'—স্নেহের সীমানা,
ছড়ায়ে পড়িল ভরা-নদীয়ার মাঝে !
—স্নান সারি' দ্বিজ এক ঘাটে বসি' ধ্যানে—
নিমাই দেখিত যদি, শিখাটী তাঁহার
বৃন্তচ্যুত হয়ে যেত নিমেষের মাঝে !
প্রৌঢ়া এক শিব গড়ি' করিছেন পূজা,
নিমাই সহসা গিয়ে মৃন্ময় মুর্ত্তিরে
করি' দিত ধূলিসাৎ । যুবতীর গায়ে
জল সেঁচি' সেঁচি' তারে দিত রাগাইয়া ।
'নষ্টচন্দ্র'-দিনে চৌর্য্যকার্য্য ছিল বাঁধা

গৃহে গৃহে ! দোকানীর দোকানে পড়িয়া
দিবা-দ্বিপ্রহরে হ'ত দারুণ ডাকাতি !
হোলির উৎসবে, ভরি' রঙে পিচ্‌কারী
অস্থির করিত পাড়া ; আবিরে আবিরে
আপনি সাজিয়া ভূত,—সাজাইত সবে !
নিদ্রিতের মুখে চুণ-কালী রাখিত মাখায়ে,
নিমায়ের উচ্চহাস্যে উঠিত সে জাগি' ;
'রাম, রাম !'—বলি' যবে মুছিত আনন
বিরক্তি-বিস্ময়ে,—করতালি দিয়া নিমু
থাকিত নাচিতে !—কিন্তু, কি উপায় আছে ?
অশান্ত দুর্দ্দান্ত শিশু, নাহি মানে কারে,
পিতার ভ্রূকুটী আর মাতার তর্জ্জন,
পুষ্পবৃষ্টি সম গণে ! নিরুপায় মাতা,
অধিক বলিতে, বাজে আপন হৃদয়ে ;
ভৎর্সনা করিয়া পুত্রে কাঁদেন আপনি ;
দ্বিগুণ আদরে তারে করেন সান্ত্বনা !
ঠাকুর-দেবতা কাছে করেন মানত,—
মা-ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, বাছার আমার
তোমরা সুমতি দিও ; করিও কল্যাণ !
মাঝে মাঝে এ শঙ্কাও দেখা দেয় প্রাণে,—

জ্যেষ্ঠ, পাছে কনিষ্ঠেরে শোণিতের টানে
ল'য়ে যায় উৎপাটিয়া মাতৃবক্ষ হ'তে !
—শিহরি উঠেন মাতা স্মরিয়া সে কথা।
আবার স্নেহের মোহে ভাবেন জননী,
হেন উন্মাদের শেষে কি হবে উপায় ?
হায় রে মায়ের প্রাণ, উপায় ভাবিয়া
যার, হতেছে ব্যাকুল আজি, নাহি জানে,
একদা করিবে সে যে বিশ্বের উপায় !
এ মাতুনি,—আজ যারে অবহেলাভরে
ভাবিতেছে খেলা,—নাহি জানে, তা'ই শেষে,
সম্বরিতে নাহি পারি' আপনার তেজ,
ছাড়িয়া ধূলার গণ্ডি ছুটিবে অম্বরে ;
সমস্ত জগত তাহে হবে আলোড়িত !

হাতে-খড়ি দিয়া পুত্রে টোলে ভর্ত্তি করি'
পিতা মাতা ভাবিলেন,—তাঁদের নিমাই
সুনিশ্চিত সভ্যভব্য হবে এইবার !
হায় রে রাশির ফের, শচীর দুলাল
কৈশোরে পড়িল, তবু পাঠে নাহি মন ;
দুরন্তপনাটি কিন্তু শিশুর অধিক ;

অধ্যাপক শশব্যস্ত শিষ্যের জ্বালায় !
কিন্তু, এ কি কাণ্ড ? তীক্ষ্ণবুদ্ধি সতীর্থেরা
হটিতেছে ক্রমে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে !
অধীত বিবিধ গ্রন্থ এ নব বয়সে।
তার তত্ত্ব-প্রশ্ন আর তর্ক-সমাধান,
সুগভীর-গবেষণা, সূক্ষ্ম-বিচারণা,
সুধী, গুরু গঙ্গাদাস বসিয়া বিরলে
করেন বিচার ; ভাবেন অবাক্ হ'য়ে,
এ নহে সামান্য পাত্র !—শেষে একদিন
জগন্নাথে কহিলেন নিভৃতে সে কথা,
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব।
কোনদিন স্থির হ'য়ে নাহি লয় পাঠ,
তবু সহাধ্যায়ীদলে সবার অগ্রণী ;
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !—
জিভ কাটি' কহে মিশ্র,—ছি ছি, হেন কথা
আর আনিও না মুখে, দোষ আছে তা'তে।
সে দীন ব্রাহ্মণবটু, কি আছে তাহার
তোমাদের পদধূলি, আশীর্ব্বাদ ছাড়া ?—
শির নাড়ি' কহে ভট্ট,—নহে, তাহা নহে ;
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব।

সত্য কহিতেছি, ভদ্র, এমন প্রতিভা,
এমন স্থিরধী আর তীক্ষ্ণতম মেধা
দেখি নাই আর কারো, দেখিব না বুঝি
এই বাকী জীবনের অভিজ্ঞতা মাঝে।
রাখিবে অক্ষয় যশ তনয় তোমার ;
সুখী তুমি, পিতা তার ; ধন্য আমি গুরু !

মিশ্র যবে এ সংবাদ দিলা গৃহিণীরে,
শচীদেবী শিহরিলা অকল্যাণ গণি'।
কত দিন কত লোকে বলেছে এ কথা
নানা অলঙ্কার দিয়া ; স্নেহপাগলিনী
আজ বুঝি সব ধৈর্য্য ফেলিলা হারায়ে !
পরদিন ডাকাইয়া বিপ্র কয়জনে
করাইলা ফলাহার তৃপ্তি সহকারে।
পুত্রে দিয়া ধূলিলিপ্ত পা'গুলি ধোয়া'য়ে
ব্রহ্মপাদোদক তারে করাইলা পান !
উদরে বুলায়ে হস্ত ছাড়িয়া উদ্গার
পরিতোষে, দ্বিজগণ গেলা নিজস্থান,
আশীষি' আশ্বাসি',—নিমু রবে চিরদিন
মায়ের অঞ্চল-ধরা কোলের দুলাল !

উৎপীড়িত প্রতিবেশী ; কিন্তু মুখে কারো
নাহি কভু তিরস্কার। ভালবাসে সবে
নিমায়ের স্মিত সৌম্য গৌরমূর্ত্তিখানি।
সেই মুখপানে চেয়ে, উৎপীড়িত,—সেও
আপন লাঞ্ছনা-জ্বালা ভুলিত নিমেষে !
পাগল-নিমাই—বলে' ডাকিত সবাই।
শেষে, বয়সের সনে এ দৌরাত্ম্য-ধুম
নিমায়ের, সবি শুধু পুরুষের প্রতি
চলিত সবেগে। জলাতঙ্ক রোগী যথা
জলের নামটি মাত্রে অজ্ঞান, অস্থির,
নিমায়েরো সেই দশা কামিনীর নামে !
যে পথে রমণী হাঁটে, জানিত কিশোর,
তার চতুঃসীমানায় যাইত না কভু।

বড় ভালবাসে গোরা স্বভাবের শোভা ;—
আবেশজড়িত স্বপ্নে চেয়ে থাকে সেই
রূপসী প্রকৃতি পানে ! নিদাঘে, নির্জ্জনে,
তৃষা তার, গোধূলির স্বর্ণশোভা দেখা !
অস্তগামী সূর্য্য ধীরে নামিছে পশ্চিমে ;
মেঘের পশ্চাতে মেঘ, তার পরে মেঘ,

গৌরাঙ্গ

তাম্র রক্ত শ্বেত পাংশু নীরদের মেলা !—
স্তবকে স্তবকে তারি, কি যেন সন্ধানে
কৌতূহলী আঁখি তার ঘুরিয়া বেড়ায় !
পাটলে পিঙ্গলে মেশা ধূ ধূ চক্রবালে
স্ফুরে পীত চন্দ্র ;—পারদ-সমুদ্র মাঝে
হিরণ-কিরণ-ঊর্ম্মি উঠে নৃত্য করি'
দলে দলে তরল আহ্লাদে ; সে ইঙ্গিত
আবেগস্তম্ভিত বক্ষে তুলিত কম্পন ।
সম্মুখে ধূসর মাঠ দূরবিসর্পিত,
ঠেকেছে নদীতে গিয়া। উজানের পথে
যায় কভু পালে তরী মন্থর সমীরে ;
তরী কিম্বা নদীনীর নাহি যায় দেখা ;
তবু কি সুদৃশ্য আধ-দৃষ্ট স্ফীত পাল,
শুভ্র মেঘখণ্ড যেন লোহিত অম্বরে,
কিম্বা বলাকার ঝাঁক ফিরিছে কুলায়ে ;
ধীরে তা মিলায়, শুধু আঁকি' তার প্রাণে
অশ্রুময় স্বপ্নময় স্মৃতিরেখা এক !
গায়ে লাগে পুষ্পস্পর্শ মেদুর সমীরে ;
আম্রমঞ্জরীর ঘ্রাণ পশে গিয়া প্রাণে ;
চক্ষে বহে' যায় ধারা ; রোমাঞ্চিত তনু !

হেনকালে, সেই পথে যদি জল তরে
বধূ কেহ কুম্ভ-কাঁখে আসে মৃদুপদে,
চোখে চোখে পড়ে' যায়,—চক্ষের নিমেষে
সেথা হ'তে উর্দ্ধশ্বাসে পলায় নিমাই।

পুত্রের উপনয়ন, কর্ণবেধ কাজে,
মিশ্র করিলেন কিছু ঘটার ব্যবস্থা ;
তারি নির্ব্বাহের তরে অতিরিক্ত শ্রমে
গৃহকর্ত্তা পড়িলেন ভয়ঙ্কর জ্বরে ;
বার্দ্ধক্যে দাঁড়াল ব্যাধি সুকঠিন হ'য়ে ;
জীবনের আশা শেষে হ'ল ক্ষীণতর।
নিমাই !—বলিয়া বৃদ্ধ ছাড়িলা নিঃশ্বাস !
পিতার চরণ ধরি' উঠিল কাঁদিয়া
নিমাই অমনি ! কহিল কম্পিতকণ্ঠে,—
কার হাতে দিয়ে যাও সন্তানে তোমার ?—
মুমূর্ষুর আঁখি-প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল !
কহিলা সস্নেহে বৃদ্ধ,—বৎস, তাঁর কাছে !
—যিনি অগতির গতি, জীবের আশ্রয়,
একাধারে যিনি পিতা, পিতার জনক ;—
তাঁর কাছে !—জড়ায়ে আসিল কণ্ঠ ; শেষে,

প্রাণপণে, অন্তিম-উৎসাহে উচ্চারিলা,—
সঁপিলাম, বৎস, তোরে হরির চরণে !
আবার ক্ষণেক থামি' উঠিলা চীৎকারি' ;—
আলোক !–আলোক !–আগে কেবলি আলোক
আর চিন্তা নাই, নিমু ; আর চিন্তা নাই !
বলিতে বলিতে,—যেন নিঃশেষিত দীপ,
দীপ্ত চক্ষে পড়ে গেল অন্তিম নিমেষ !
পূর্ণজ্ঞানে জগন্নাথ ত্যজিলেন দেহ।
নিমু কিন্তু অন্ধকার দেখিল ভুবন ;
শুধু অনাথের কর্ণে লাগিল বাজিতে,—
সঁপিলাম তোরে, বৎস, হরির চরণে !—
দৈববাণী সম বৃদ্ধ বলেছিলা যাহা,
দৈববাণী সম তাহা ফলেছিল পরে।
বুঝি মৃত্যু ভবিষ্যত দেখাইল তাঁরে !

পিতার সৎকার করি' জাহ্নবীর তীরে,
পরিধানে শুক্লবাস, গলায় উত্তরী,
রুক্ষকেশে, শুষ্কমুখে, ছলছল-চোখে,
নগ্নপদে ভগ্নোৎসাহে, পাগলের প্রায়,
পুত্র ফিরে এলে ঘরে,—উথলিল শোক

পাড়া-প্রতিবেশী আর অন্তরঙ্গদলে ;
সহৃদয় সুপণ্ডিত মিশ্রের বিয়োগে
নদীয়ার মাতৃবক্ষে বাজিল আঘাত !
অন্তঃপুরে দীনসম পশি' পিতৃহীন
প্রবোধিলা শোকাকুলা জননীরে আগে ;
আপনার প্রাণে কিন্তু ঘুচে নাই দাহ !
কাঁদিতে কাঁদিতে, পিতৃশ্রাদ্ধ হ'ল শেষ।
বহুদিন বিদ্যা-চর্চ্চা, বিমর্শ, বিচার
রহিল পড়িয়া ; কিছুতে বসে না মন !

শেষে, ধীরে ধীরে কালাশৌচ-কাল সনে
প্রথম শোকের বেগ হ্রাস হ'য়ে এলে,
চিন্তা আসি' বাসা নিল উদাস হৃদয়ে।
কোরক-বয়স ; কিন্তু অতুল জীবনে
পরিণত পরিস্ফুট উচ্চবৃত্তিগুলি।
ভাবিত কিশোর বসি',—কোথা এবে পিতা ?
—বলে সবে, পরলোকে।—কোথা পরলোক ?
সে কি ওই নীলাভ্রের শতস্তর তলে ?
দুর্ভেদ্য এ লোক হ'তে ওই আচ্ছাদন ;

ও লোকের লোকচক্ষে স্বচ্ছ বুঝি উহা !
তিনিও হয় ত তবে দেখিছেন চেয়ে,
পুত্র তাঁর আছে চেয়ে তাঁরি ধ্যানে এবে ?
অথবা মর্ত্ত্যের এই সুখ-দুঃখ-ঘটা
এতই সামান্য, লঘু স্বর্গের নিকটে,
নাহি স্পর্শে প্রেতাত্মারে ; কিম্বা তিনি ছাড়া,
কেহ নহে 'অধিকারী' ! পারে না কি তাই
এখানের কোলাহল করিতে চঞ্চল
স্বর্গবাসী আত্মাদের সমাহিত প্রাণ ?
সেই শান্তিপরিপ্লুত পূত পুণ্যলোকে
মিলেছে পিতার মোর কি স্নিগ্ধ আশ্রয়,
কোটিভানুবিভাসিত, মুনিমনোলোভা
প্রফুল্ল পদারবিন্দে !—সে অভয়পদ
জীবিত ও মৃতের বা সাধনা, সম্বল !
পিতার যে গতি, সেই গতি তনয়ের !
সমস্ত বিশ্বের বুঝি সেই এক পথ,—
পরম চরম গতি চরণ-সরোজে !
সংসারের ঝঞ্ঝা-বজ্রে র'বে তা'ই সাথী ;
নিদানে মিলিবে তা'ই অনন্ত বিরামে ?
সে পদপঙ্কজ ঘিরি' মন-হংস সদা

আহ্লাদে কাকলি করি', ফিরিবে নাচিয়া ?
তবে ধরা নহে শুধু দুঃখের, শোকের ;
জীবজন্ম নহে শুধু অনর্থের হেতু !
ওরে তাপী, ভয় নাই, আছে পরিত্রাণ !
বিশ্বসৃষ্টি নহে কোন আকস্মিক ঘটা,
মঙ্গলে আরম্ভ তার, সত্যে পরিণতি।
—ভাবিতে ভাবিতে গোরা, গলদশ্রুভরে
ফিরিয়া আসিল ঘরে। কিছু দিন ধরি'
রহিল সে চিন্তাজাল ভারাক্রান্ত করি'
সমস্ত হৃদয় তার ;—অচিরে হারা'ল
বিতণ্ডার কুণ্ডলীতে, গাঢ়-অধ্যয়নে,
রসের তৃষায় আর যশের নেশায়,
সে চিন্তা-বুদ্বুদ !—কিশোরী যেমন ভোলে
প্রথম প্রেমের স্বপ্ন নিদ্রা অবসানে !
তবু কি হৃদয়ে তার নাহি থাকে জাগি',
কায়াহীন ছায়া-ছায়া মায়ার 'মোহিনী' ?
অজ্ঞাত বেদনা-স্মৃতি, অস্ফুট হৃদয়ে ?
সে বেদনা, যেন মনে হয়, ধরি-ধরি ;
ধরা তারে নাহি যায় ; জ্বলে শুধু প্রাণ !
নিমায়ের চিত্তমাঝে তেমনি অজ্ঞাতে

সে চিন্তা রহিল ছন্ন ; অগ্নি যথা রহে
গুপ্ত ভস্ম-আচ্ছাদনে !

নিমাই নির্জ্জনে
একদিন দেখিতেছে ভাগীরথীলীলা ;—
লহরী চলেছে বয়ে' লহরীরে ল'য়ে ;
কাণ পাতি' ধ্যানমগ্ন শুনে কলভাষ ;
ভাবে,—ওই কল কল অব্যক্ত নিনাদ
নহে মিথ্যা অর্থহীন জড়ের কাকলি ;
ঊর্ম্মির সংঘাত বুঝি ভাবের জমাট,
রয়েছে কপাট আঁটি' মানবের কাছে !
যেন প্রতি কলোচ্ছ্বাসে হতেছে ধ্বনিত
কোন সনাতন বাণী,—ক্বচিৎ কাহারে
ধরা দেয় তাহা বহু সাধনার ফলে।
—ভাবিতে ভাবিতে, সহসা আবেশ এল,
কি জানি অপূর্ব্ব ভাবে বিহ্বল নিমাই !

এ কি তবে তার নব-বয়সের গুণ ?
এ কি পুরুষের বয়ঃসন্ধি ?—যবে বাধে
কৈশোরে যৌবনে দ্বন্দ্ব জীবনের' পরে ;

—কৈশোরের কান্ত রূপ শান্ত সুকুমার,
ঋজু লঘু স্বচ্ছন্দতা দেহের, মনের,
অকস্মাৎ সে আহবে চূর্ণ হয়ে যায় ;—
ন্যুব্জ দীর্ঘ দেহযষ্টি, গাঢ়কণ্ঠ সনে,
ভারাক্রান্ত জীবনের কোমল-মহিমা !
জীবনে আসক্তি নাই, কর্ম্মে আকর্ষণ,
অনন্ত বিবাদক্লান্ত চিন্তার প্রবাহে
আশা নাই, লক্ষ্য নাই, নাই কূল, মূল !
—এ নহে সে বন্ধ্যা চিন্তা, রুগ্নহৃদিজাত ;
স্বভাবপ্রেরিত, এ যে ভাবের-স্ফুলিঙ্গ !
মহাপ্রাণে যাহা জ্বলিলে বারেক, তাহা
আর নাহি নিভে,—যাবৎ না হয় তাহে
শুভ সূত্রপাত কোন ! চন্দ্রিকার মত,
তাহা উজ্জ্বল, অপাপবিদ্ধ !—আলো দেয় ;
দগ্ধ নাহি করে কভু বিকারের প্রায়।

একদিন, বসি' গোরা জাহ্নবীর তীরে
আপনার ভাবে ভোর ; হেনকালে সেথা
দেখিলা, চকিত ভীত সারমেয় এক
কাতর চীৎকার তুলি' আসিছে ছুটিয়া ;

পিছে উত্তোলিয়া যষ্টি, চণ্ডাল জনেক
আসিছে তাড়ায়ে !—পড়িলেন মাঝে গিয়া,
ব্যাঘ্র যথা পড়ে গিয়া শিকারের' পরে !
কহিলা পুরুষব্যাঘ্র,—কুক্কুর আমার ;
কেশ তার স্পর্শ যদি করিস্, পামর,
পড়িবি বিষম দায়ে, কহিলাম তোরে !
এত বলি' কোলে তুলি' পথের কুক্কুরে
চলিলা গৃহের পানে। অবাক্ নিষাদ !
তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিপানে রহিল চাহিয়া ;
চলে' গেল ধীরে শেষে আপনার পথে।
ভাবিতে লাগিলা গোরা পথে পথে যেতে,—
বিধির বিধান কি এ,—সবলে দুর্ব্বলে
এই হানাহানি ? এই জয়পরাজয় ?
দুর্ব্বল হইছে চূর্ণ ; তাহারি শ্মশানে
প্রবল তুলিছে নিজ জয়কীর্ত্তিমঠ ?—
নহে নহে, কভু নহে ! তিনি স্বামী, তাঁর
সমদৃষ্টি সর্ব্বভূতে, সমান যতন।
পীড়িতের মর্ম্মোত্থিত আর্ত্তনাদ'পরে
উঠে যে বিজয়-দম্ভ—কীর্ত্তি-স্মৃতিস্তম্ভ,
ভঙ্গুর তাহার ভিত্তি। দুর্ব্বলের গ্রাস,

বলী যবে প্রতাপের দুষ্ট-ক্ষুধাবশে
কাড়ি' লয়ে' পূরে' নিজ পূরিত-জঠরে,
সে ক্ষুধাই আনে তার নিপাত ঘনা'য়ে।
হেন দ্বন্দ্ব-দ্বেষ নহে অভিপ্রেত তাঁর !—
কুক্কুর লইয়া কোলে বাহ্যজ্ঞানহারা,
একবারে উপস্থিত পূজার মন্দিরে ;
যথা বসি' শচীদেবী পূজিছেন শিবে
সন্তানের শুভ লাগি' বিল্বদল দিয়া।
শুচি ! শুচি !—করি' শচী সতত অস্থির !
সর্ব্বত্র গোময়-ছড়া দিতেছেন সদা !
কুকুর দেখিয়া ঘরে,—তনয়ের কোলে,
উঠিলা চীৎকার করি' সহসা সেখানে !
কহিলেন রোষে ক্ষোভে,—বুঝিনু, নিমাই,
তোমা হ'তে ধর্ম্ম-কর্ম্ম হবে সব নাশ !—
যতেক তৈজস-পত্র ছিল সেই ঘরে,
একে একে সব ল'য়ে লাগিলা ফেলিতে
সশব্দে বাহিরে। নিমাই কহিলা,—মা গো,
ক্ষমা কর্ অপরাধ ! এ কুক্কুরে আজি
ঘাতকের হাত হ'তে করিয়াছি ত্রাণ ;
পালিব তাহারে যত্নে, করিয়াছি মন।

শুন, মাতা, সার কহি,—ঘৃণা-দ্বেষ মিছে,
সারমেয়ে সুব্রাহ্মণে মূলে নাহি ভেদ।—
চমকি' উঠিলা শচী, ম্লেচ্ছের মতন
শুনিয়া পুত্রের বাণী ! হাসিয়া নিমাই
কহিলেন,—মা জননী, ভাবিও না কিছু,
পাবনী জাহ্নবীনীরে ক'রে আসি স্নান !
সন্তুষ্টা হইলা মাতা ; রহিল কুকুর।

আর এক দিন, যবন-ভিখারী এক
অঙ্গনে দেখিয়া, শচী করিলেন তারে
নিষ্ঠুর তাড়না !—নিমাই ছিলেন বসি',
ত্রস্তে উঠি' গিয়া যবনেরে দিলা কোল।—
ছুঁইলি যবন ?—ভর্ৎসিতে লাগিলা মাতা।—
ভিক্ষুকেরে ভিক্ষা দিয়া, সে যাত্রাও গোরা
গঙ্গাস্নান করি' তবে পাইলা নিষ্কৃতি।
—কিন্তু সে অবধি, গৃহ ও সংসারে কিছু
জাগিল বিরাগ ; মনে হ'ল, ওরা যেন
সুপথের বাধা ; ত্যাগীর উন্মুক্ত পথ ;
বনের বিহঙ্গ সম মনোরথ-গতি !
তার নাহি পদে পদে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ !

হায়, যদি মোর ভাগ্যে ঘটিত সে সুখ !
দাদা, সুখী তুমি, সার্থক জীবন তব !
—আবার মায়ের কথা মনে পড়ে' যায় ;
আঁখি দুটি ভরে' আসে করুণার জলে।
 হেথা পতিবিরহিনী, তনয়-সর্ব্বস্বা
এই সদা ভাবিতেন,—নিমাই তাঁহার
মানিল না সম্পূর্ণ বশ্যতা ; করিল না
অগাধ স্নেহের কাছে আত্ম-সমর্পণ !—
তাই, কখনো বা শুধু অকারণে, কভু
ঈষৎ আঘাতে, মাতা পড়িতেন ভাঙ্গি' !
নিমাই তা বুঝি,' যত্নে প্রবোধিত মায়ে ;
কখনো বা রঙ্গভরে রাগাইত তাঁরে !
—স্বহস্তে রন্ধন করি' এনেছেন মাতা
পুত্র লাগি' খাদ্য একদিন ;—কহে গোরা,—
ব্যঞ্জন লবনদগ্ধ, অম্বল বিস্বাদ !—
রোষে ক্ষোভে উত্তরিলা অভিমানী মাতা,—
শপথ আমার, যদি তব লাগি' আর
যাই, বাছা, পাকশালে ! হায় রে মমতা,
পর দিন কোথা হ'ল প্রতিজ্ঞা পালন ?
এত বড় পুত্র, তবু ভাবেন জননী

তাহারে বালক সম। গভীর নিশীথে,
দীপ ল'য়ে, জাগরিতা পুত্রপাশে বসি',
হেরিতেন একদৃষ্টে সুপ্তমুখশশী ;
চেয়ে চেয়ে বয়ে' যেত নয়নে সলিল !
শেষে দীপ নিভাইয়া, নিঃশ্বাসি' নীরবে
পুত্রস্মৃতি বুকে ল'য়ে শুইতা শয্যায়।

যৌবনের সনে প্রতিভার ভাতি
নিমায়ের, দেখা দিল পরিণত হ'য়ে।
দেশদেশান্তরে তরুণের যশোগাথা
ছড়া'ল প্রবীণদের ঈর্ষা জাগাইয়া।
নিমায়ের নাই দর্প, শক্তির উত্তাপ,
শুধু যুবা রঙ্গপ্রিয় ; দাম্ভিকের কাছে
অবাধ্য উদ্ধত ক্রূর ! বিচার-সমরে
নিদারুণ ভয়ঙ্কর ! পরাজিত হ'য়ে
পদানত হ'লে অরি, ক্ষমা নাই তবু ;
চোখা চোখা শ্লেষবাণে বিদ্ধ করি' তারে,
আপনি হাসিয়া খুন !

কোবিদ কেশব
দিকে দিকে জয়ধ্বজা করি' উত্তোলন,

নবদ্বীপে দিলা হানা! নিমায়ের যশ
তাঁহারে ব্যথিতেছিল দুষ্টব্রণ সম!
'যুদ্ধম্ দেহি, যুদ্ধম্ দেহি',—দ্বারে আসি'
ডাকিতেছে দিগ্বিজয়ী;—কি করেন গোরা?
অগত্যা ভেটিলা তারে হাসিভরা মুখে!
বাধিল বিচার-রণ; ভরি' দুটি তূণ
ব্যাকরণে, অলঙ্কারে, শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়ে,
আকর্ণ টানিয়া বাণ, পূরিয়া সন্ধান
দোঁহে দোঁহাকার ছিদ্র বেড়াইছে খুঁজি'!
কিছুক্ষণে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতপ্রবর
হইলেন শ্রান্ত, শেষে বিধ্বস্ত বিক্ষত,
অপদস্থ পদে পদে। কহিলা নিমাই,—
মিটিয়াছে যুদ্ধসাধ?—উত্তরিলা সুধী
রাখি' ক্ষুণ্ণ শাস্ত্র-শস্ত্র অবনত মুখে,—
অতুল পাণ্ডিত্য তব, বুঝিলাম আজ।—
নিমাই কহিলা ধীরে,—মিথ্যা, মিথ্যা সব!
এই বক্র, সূচীসূক্ষ্ম তর্কযুক্তিজাল,
ভাষার এ ইন্দ্রজাল, ভাষ্যের কৌশল,
বিদ্যার কৈতবক্রীড়া কুটিলে কপটে!—
লাগিছে কিসের কাজে? ব্যর্থ বৃদ্ধ-জ্ঞান

ছুটিছে কি কোন বৃহৎ সন্ধান তরে ?
কর্ম্মশূন্য ধর্ম্মভাণ,—এদিকে আবার
কর্ম্ম-অনুষ্ঠানছলে, অন্তঃসারহীন
ক্রিয়াকাণ্ডে শোচনীয় ধর্ম্মের দুর্গতি,
—এই শুষ্ক জ্ঞান হ'তে ! শুধু দম্ভ ল'য়ে
লক্ষ্যহারা বিতণ্ডার অসার চীৎকার,
পেচকের মত এই গাম্ভীর্য্যের ঘটা,—
বিশ্বেরে কি উর্দ্ধ পানে পারে টানিবারে ?
কূট মস্তিষ্কের পাকে পড়ে না জড়ায়ে
উর্ণনাভসম, জালে ?—স্তাবকের মুখে
দিন ক'য় থাকে জাগি' জয়গান তার ;
অনন্ত তিমিরগর্ভে তার অবসান।
চেয়ে দেখ একবার ওই উর্দ্ধপানে,
কক্ষে কক্ষে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে, লোকলোকান্তরে
কি শান্ত সুন্দর সত্য হতেছে রচিত !
—তার নাম, শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী প্রেম !
'সোঽহং'—যে দৃপ্ত উক্তি, যে মত্ত খেয়াল,
ফুটিয়াছে সেবকের মুখে,—তারো মূলে
ওই বন্ধ্যা বিদ্যা। আমরা কূপের কীট,
অমৃত-সাগরে যদি চাহি সন্তরিতে,

বিশ্বাসে বাঁধিয়া প্রাণ, নিঃশ্বাস রুধিয়া,
বিস্ময়ে, বিনয়ে, ভয়ে যেতে হবে তবে
সংসার-সীমানা ছাড়ি' অনন্তের দেশে।—
নিমায়ের পানে চাহে বিমুগ্ধ কেশব,
পুত্র যথা অনিমেষে পিতৃমুখ পানে,
বিহ্বল, চাহিয়া থাকে, যবে তাঁর মুখে
উপদেশসুধাধারা রহে ক্ষরিবারে।
গাঢ়স্বরে কহে দিগ্বিজয়ী,—নরোত্তম,
হেন প্রাণস্নিগ্ধকরী অলৌকিক বাণী
শুনি নাই। কেহ, হেন সাহসে বিশ্বাসে,
অভয়-আশায় স্ফীত অমোঘ-আশ্বাস,
সহজ সরল করি' করে নি ঘোষণা।
জীবনযাত্রার পথ নিষ্কণ্টক করি',
জটিল জীবন-স্বপ্নে প্রহেলিকাময়
সমস্যা, এরূপে কেহ করে নি পূরণ।
শাস্ত্রসিন্ধু মথি' এতদিন শুধু, হায়,
বিফল উপলগুলি করেছি সঞ্চয়!
কহ, দেব, দর্পান্ধের কি হবে উপায়?—
নিমাই কহিলা হাসি', সুমিষ্ট বচনে,—
বাঞ্ছাকল্পতরু নাথ, অন্তর্যামী তিনি,

জেনেছেন তোমার প্রার্থনা ; এ সামান্য
সভাতলে হইয়াছে আবির্ভাব তাঁর।
উঠিলা কেশব যবে,—ঝরিছে নয়ন !
উঠিলা নিমাই,—সর্ব্বাঙ্গে পুলকাভাস,
চক্ষে দরদর ধারা, গরগর প্রাণ !

তার পরদিন প্রাতে, হইছেন গোরা
গঙ্গাপার, সহাধ্যায়ী রঘুনাথ সনে,
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রসঙ্গ লইয়া
চলেছে দোঁহার মাঝে কথোপকথন ;
হেনকালে নিমায়ের কক্ষচ্যুত হ'য়ে
একখণ্ড হস্তলিপি পড়িল বাহিরে ;
রঘু তাহা তুলি' যত্নে করিলেন পাঠ ;
কে যেন রঘুর সেই হাস্যদীপ্ত মুখে
অঞ্জন লেপিয়া দিল ! কহিলেন শেষে
দুরাকাঙ্ক্ষ রঘুনাথ সজল নয়নে,—
ধিক্ এ জীবনে মোর ! ব্যর্থ মনস্কাম !—
আমিও যে ন্যায়ভাষ্য করেছি রচনা,
তোমার সুদক্ষ ব্যাখ্যা কত উচ্চে তার।
অদ্বিতীয় হব আমি,—ছিল এই আশা,

ঘুচিল সে ভ্রম।—নিমাই কহিলা ধীরে,—
আমি নাহি চাহি যশ ; কেন দাঁড়াইব
তোমার যশের পথে কণ্টকের মত ?
—এত বলি' খণ্ড খণ্ড করি' অকস্মাৎ
বহু যত্নে লিখিত সে বরগ্রন্থ, আহা,
গঙ্গাজলে দিলা ভাসাইয়া ! রঙ্গভরে
জল সেঁচি' সেঁচি' তাহা লাগিলা ডুবা'তে ;
সাথে সাথে উচ্চহাস্য উঠিছে মুখরি'।
নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ রঘু !—ভিড়িল তরণী।
দুইজন দুই পথে মৌনে গেলা চলি'।
জীবনের দুই পথে চলিলা দু'জন !

শেষে পরিণয় অন্তে, সাজিয়া সংসারী,
নিমাই যে টোলে পূর্ব্বে করিতেন পাঠ,
সেই টোলে বসিলেন গুরুর গৌরবে !
আপনার গৃহে তুলি' আনিলেন টোল ;
সাধ,—সবে জ্ঞানসুধা করিবেন দান !
যুটিল অনেক ছাত্র।—অধ্যাপনা-গুণে,
মিষ্ট শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ শিষ্যদল।

প্রতিদিন প্রাতঃস্নাত বালকের দল
স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়াতলে কম-তৃণাসনে,
শুভ্রবাসে উত্তরীতে সাজিয়া সুন্দর
বসিত মণ্ডলী করি' গুরুরে ঘিরিয়া।
তুষিতা কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া গোরা
প্রতিজনে প্রতিদিন। শেষে সবে ল'য়ে
গাহি' বিভুস্তব দিতা পাঠনায় মন।
শিশু-ছাত্রগণ পাশে কহিতা সাদরে
কতই কাহিনীকথা পাঠ অবসানে ;
বয়স্কসকলে শুনাইতা কত কথা
মধুর গম্ভীরে, কত নব তথ্য তত্ত্ব,
বহুবিধ আলোচনা পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া ;
স্থূলবুদ্ধি ছাত্রগণে বার বার করি'
না মানি' বিরক্তি-শ্রান্তি দিতেন বুঝায়ে
স্নেহে যত্নে স্তোকবাক্যে মিষ্ট ভঙ্গী-ভাবে
জটিল দুরূহ যাহা, তাহাদের কাছে।
ক্রীড়ায় রহিতা সঙ্গী ; আমোদে বয়স্য ;
রোগে সেবাদাস আর বিশ্রামে প্রহরী।
ক্ষমাময় ,—কিন্তু ছিলা অন্যায়ের যম !
গুরুমাতা, গুরুপত্নী ব্যস্ত অনুক্ষণ

শিষ্যদের সেবাকার্য্যে ; আপনার প্রতি
শত ত্রুটী অযতন নাহি ধরে গোরা ;
ছাত্রদের কিছু হ'লে, আর রক্ষা নাই !
একাধারে পিতা মাতা ভাবিত শিষ্যেরা
তাদের আদর্শ-দেব সেই গুরুদেবে।
কি জানি কি আকর্ষণ গুরুগৃহ প্রতি,
নিজ নিজ গৃহ সবে আছিল ভুলিয়া !
  কাটে দিন কর্ম্মের উৎসাহে ; কিন্তু যেন
গোরা উদাসীন ! নির্ব্বাপিত জ্ঞানতৃষা ;
অর্থ সমাগত গৃহে ; যশ পদানত ;
প্রণয়ের সুবাতাস বহিতেছে ঘরে !
চারিধারে সৌভাগ্যের শুধু আনাগোণা !
গোরা তবু উদাসীন !—সে যে হাসে খেলে,—
কলের পুত্তলী যেন ! চলে যে সবেগে
সঙ্গে সঙ্গে রস-রঙ্গ, নাই তাতে প্রাণ !
গোরা কেন উদাসীন ? ভূতাশ্রিত সম
চমকি' চমকি' উঠে কভু অলখিতে ;
কখনো নয়নে আসে অকারণে নীর ;
বাহ্যজ্ঞান চলে' যায় সংসার ছাড়িয়া !
এইরূপে পাঠনায় ঘটিছে ব্যাঘাত,

একদিন অনুভব করিলেন গুরু,—
কর্ত্তব্যে হতেছি ক্রমে স্খলিত পতিত ;
অচিরে করিলা ব্যক্ত আত্মমনোভাব
ক্ষুব্ধ শিষ্যবৃন্দ পাশে,—প্রিয়গণ, শেষ
মোর অধ্যাপনাভার ; আর আমি নহি
তোমাদের অধ্যাপক ; বিদায়, বিদায় !
করিল বিনয় বহু, ছাত্রগণ মিলে' ;
গোরার সঙ্কল্প কিন্তু, রহিল অটল।
ভাবিলেন, ভাবিবার হ'ল অবসর।
শেষে, হ'ল ভাবিবার আরো অবসর,—
গৃহের সে আকর্ষণ, গৃহলক্ষ্মী যবে
ত্যজিলেন ইহলোক কাঁদায়ে পতিরে।
কাটাইলা বহুদিন অথর্ব্বের মত,
নব-বিপত্নীক। কালের প্রলেপ হেথা,
নিঃশব্দে যুড়িতেছিল হৃদয়ের ক্ষত ;
শেষে, শেষ-জ্বালালেশ একান্তে অজ্ঞাতে
অবিচ্ছিন্ন হিমস্পর্শে দিল জুড়াইয়া !
শুধু ক্ষতচিহ্ন-ছলে ভালে আঁকি' রেখা
সুধীরে করিল শোক গভীর গম্ভীর ;
নবীনেরে ক'রে গেল ঈষৎ প্রবীণ।

প্রথম সর্গ

একদিন, কোন এক বিচার-সভায়,
'পাত্রাধার তৈল, কিম্বা তৈলাধার পাত্র ?'
এই ল'য়ে দুই জন কৃতী নৈয়ায়িকে
বেধেছে বিষম দ্বন্দ্ব ; বাদ-প্রতিবাদ !
অনুস্বার-বিসর্গের বহিতেছে ঝড় ;
উত্তরী পড়িছে খসি', নস্য উড়িতেছে,
উর্ব্বর মস্তিষ্ক সনে দীর্ঘ শিখাগুলি
হইতেছে ঘন ঘন বেগে আন্দোলিত !
বসিয়া মধ্যস্থরূপে নিমাই পণ্ডিত।
—মন সেথা নাই ; সংসারের কোথা নাই ;
ঘুরিছে তা মেঘে মেঘে গগনে পবনে !—
ভাবিছেন,—সৃষ্টিতত্ত্ব-রহস্যসাগরে
তল-অন্বেষণ, লহরীগণনা ছাড়ি'
বিশ্ব কবে কূল পেয়ে ধরিবে সে মূল ;
দাঁড়াইবে ভক্তিবলে তাঁর মুক্তিদ্বারে !
অনাথ-তরণ সে কমলচরণের
ভৃঙ্গ হ'য়ে পড়ে' র'বে ; নীরবে নিভৃতে
শুধু মধুপান ; শুধু তারি স্তবগান
গাহিবে নিখিল !—ভাবিতে ভাবিতে, শেষে,
স্থির হ'ল আঁখিতারা ; বাহ্যজ্ঞানহারা,

পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে সভার মাঝারে।
পুনরায় এল সংজ্ঞা ঈষৎ যতনে ;
সলজ্জে আসিলা ফিরি' আপনার গৃহে।
শচীমাতা শুনি' সব হইলা চিন্তিত,
কঠিন ব্যাধির কোন সূচনা ভাবিয়া ;
সাবধান রহিলেন সন্তানের তরে।

সে দিনের সেই মূর্চ্ছা, সেই দিব্যোন্মাদ ;
সে চিন্ময়-তন্ময়তা ; প্রকাণ্ড প্রেমের
সে মধু-মদির স্মৃতি, সুধার আস্বাদ,
ভুলিলা না আর গোরা ; রহিল তা গাঁথা
জীবনের পত্রে পত্রে !—এদিকে অমনি
শেষ-তমোবিন্দু নাশি', হৃদয়-গগনে
প্রজ্ঞার বিমল জ্যোতি উঠিল জ্বলিয়া !

হায় শচী, হায় মাতা পুত্রগরবিনী,
সে দিন অলক্ষ্যে বসি' ঘুরাইল কাল
যে ভাবে নিয়তিচক্র, তাহার ছায়ায়
তোমার স্নেহের শশী হ'ল অস্তমিত ;
জগতের ভাগ্য-রবি উদিল নীরবে !

দ্বিতীয় সর্গ

সন্ন্যাসী

প্রজ্ঞা যবে এল প্রাণে, নামগুণগাথা
ধ্বনিতে লাগিল বুকে ;—বাহিরিল মুখে,
আধ-আধ বাধ'-বাধ' !—শিশু-ভৃঙ্গ যেন
প্রথম গুঞ্জর-স্তব করিছে আলাপ
মধুর আস্বাদ লভি' পেলব জীবনে !
শেষে, তা'ই নিশিদিন হ'ল জপমালা ;
সে নাম স্মরণে আর সে নাম কথনে,
সে নাম শ্রবণে,—বিভোর, বিহ্বল গোরা !
তার পরে তান-লয়ে, ছন্দোবদ্ধ হ'য়ে
একদা বিচিত্র বেশে উদিল সে নাম
ভক্তের হৃদয়ধাম তরঙ্গিত করি' !
আপনার ধ্বনি শুনি' মোহিত আপনি,
করিলেন অনুভব ভাবুকপ্রবর,—
ভাবারে করিছে সুর মুখর মধুর ;

গৌরাঙ্গ

প্রাণের নিগূঢ় কথা ধ্বনিহারা হ'য়ে
এমন সম্পূর্ণভাবে উঠিতে ফুটিতে
পারিতেছিল না যেন ; মানিলেন গোরা,—
ভক্তি দ্রব হ'য়ে ধরে সুধার আকার,
দেব-উপহারযোগ্য,—সঙ্গীত পরশে !
সেই হ'তে কীর্ত্তনের হ'ল সূত্রপাত ;
যে শুনিল, সে মজিল, শিষ্য হ'ল তাঁর।
দিন দিন ভক্তসংখ্যা লাগিল বাড়িতে ;
মুকুন্দ, মুরারী, শম্ভু, শ্রীবাস, শ্রীধর,
দামোদর, হরিদাস, অদ্বৈতাদি করি',
অজ্ঞ বিজ্ঞ কত শিষ্য মিলিল আসিয়া
সেই হরিনামাঙ্কিত পতাকার নীচে।
—মধুর ভাণ্ডার যবে যায় রে খুলিয়া,
দলে দলে অলি যথা যুটে তার পাশে ;
কিম্বা গোষ্পদের মীন নদী পেলে কাছে,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপে যথা গভীর সলিলে !
শ্রীবাস-অঙ্গনে ল'য়ে অন্তরঙ্গগণ
সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনে কত দীর্ঘ নিশি
অজ্ঞাতে কাটিয়া যেত !—সংক্রামক সম
হরিনাম ঘরে ঘরে পড়িল ছড়ায়ে !

দ্বিতীয় সর্গ

কীর্ত্তনে মাতিয়া গোরা করে অনুভব,—
দেহখানি লঘুপক্ষ পক্ষীসম যেন
উধাও উঠিতে চায় ;—যে বিলোল ছন্দে
চলিতেছে বিশ্বনৃত্য নিত্যকাল ধরি',
গ্রহ-উপগ্রহদল ফিরে নাচি' নাচি',
তেমনি আগ্রহে যেন সমস্ত হৃদয়
তালে তালে, ছন্দে ছন্দে উঠে রে নাচিয়া
উর্দ্ধমুখী, থর থর চরণের সনে !
—সে অবধি সংকীর্ত্তনে নর্ত্তনের নেশা
করিল প্রবেশ ; শেষে আনিল আবেশ ;
নর্ত্তনে উঠিল জমি' ভক্তের কীর্ত্তন।

পুত্রের এ মাতামাতি, রাত্রিজাগরণ,
রোদে রোদে পথে পথে নৃত্য সারাদিন,
যদিও মাতার নাহি ছিল মনোমত,
তবু তিনি নামগানে ছিলেন পাগল !
যত্ন করি' গৃহে ডাকি' কীর্ত্তনের দল
ভক্তিভরে শুনিতেন হরিগুণগান ;
ভাবিতেন,—বাছা মোর এনেছে কি নাম !

গৌরাঙ্গ

'তোমার তনয় নহে সামান্য মানব!'
—বহুদিন চলে গেছে, ভুলেন নি শচী।
সে কথা ভূতের মত মাঝে মাঝে আসি'
দিবাস্বপ্নে, নিশার তন্দ্রায় উঁকি মারে;
শচী তারে বারবার দেন ত খেদায়ে,
সে তবু ছাড়ে না পিছু, তার সাথে আসে
ছায়ারূপী বিশ্বরূপ মুণ্ডিতমস্তকে!
ল'য়ে দণ্ড কমণ্ডলু, গৈরিক কৌপীন;
ডাকে তাঁরে,—ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও, মা গো;
শেষে হাসি' নিমায়েরে ভিক্ষা চাহে যেন!—
বালাই! বালাই!—বলি' জাগেন জননী;
কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ আর স্তম্ভিত হৃদয়!
ছুটিয়া আসেন মাতা নিমায়ের কাছে;
শির চুম্বি' দেহে কর বুলান আদরে।
নিমাই এ কাণ্ড দেখি' হেসে হয় সারা!
নিমাই, পণ্ডিত কিন্তু বাহিরে, সমাজে;
ঘরে আর মা'র কাছে, পাগল নিমাই;
যদিও নাই সে পূর্ব্ব চপল স্বভাব।
সে অবধি সন্ন্যাসীতে শচীর বিরাগ!
মুণ্ডিত মস্তক আর গৈরিক কৌপীন,

চক্ষুশূল তাঁর ! কেশবভারতী নামে
অবধৌত এক অতিথি হইল আসি'
শচীর দুয়ারে ; পরম ধার্ম্মিক সাধু,
জানিতেন তাঁরে শচী,—মানিতেন তাঁরে ;
আগ্রহে সে অতিথিরে গৃহে দিলা স্থান।
কেটে গেল কয়দিন ; কেশবভারতী
বিদায় চাহিলে,—গোরা নির্ব্বন্ধ করিয়া
রাখে তাঁরে ধরি'। জানিলেন মাতা শেষে,—
গভীর নিশিতে পুত্র শয়ন ত্যজিয়া
সারারাত্রি ভোর করে সন্ন্যাসীর সাথে !—
নিভৃতে কেশবে শচী কহিলা,—সন্ন্যাসী,
মাতৃ-অভিসম্পাতের রাখ না কি ভয় ?
বাছারে দিতেছ মন্ত্র, ষড়যন্ত্র করি'
মায়া-পাশ হ'তে তারে চাহিছ কাড়িতে !
হাসি' উত্তরিলা সাধু,—বৃথা গঞ্জ মোরে ;
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !
—অনলে পড়িল যেন ঘৃতের আহুতি !
সেই এক কথা শুনিছেন বহুদিন ধরি',
কেহ ভুলিল না তাহা, ছাড়িল না আজো ?
—জ্বলিয়া উঠিলা শচী, কহিলেন রোষে,—

তিলমাত্র ব্যাজ নহে, যাও হেথা হ'তে !—
নিঃশব্দে বিদায় হ'ল সন্ন্যাসী ঠাকুর !
গোরা পরে জানিলেন সকল বারতা।

আর একদিন মাতা লুকায়ে লুকায়ে
হাতে-লেখা গ্রন্থ এক দীপের শিখায়
করিছেন ভস্মসার ; হেনকালে সেথা,
পুত্র আসি' ত্রস্তে তাঁরে ফেলিল ধরিয়া ;
হেন মর্ম্মভেদী দৃষ্টি হানিল মাতারে,
শচী তাহে অপ্রস্তুত, অপ্রতিভ হ'য়ে
কহিলেন ভগ্নকণ্ঠে,—ক্ষমা কর্, বাছা,
বিশ্বরূপবিরচিত প্রব্রজ্যামহিমা
করিয়াছি তোরি ভয়ে অনলেরে দান !—
গোরা উত্তরিলা হাসি',—ক্ষমা নাই এর,
মোর লাগি' যদি আজ না কর পায়েস !—
নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা, উঠিলেন হাসি',
ভাবিলেন,—নিমু মোর এখনো বালক !

ভগিনীরে একদিন কহিছেন শচী
আপনার সুখ-দুঃখ ঘর-কন্না কথা ;

দ্বিতীয় সর্গ

নিমায়ের কথা এলে, কহিলেন শচী,—
এত বড় ছেলে, তবু এখনো পাগল ;
জ্ঞান নাই, টান নাই তিলেক সংসারে ;
কি উপায় হবে এর, নাহি পাই ভেবে !—
ভগিনী কহিলা হাসি,—ওগো, সে কি কথা ?
একটি রূপসী বউ আন দেখি ঘরে,
দেখি ত নিমুর থাকে ভণ্ডামি কোথায় !
অঞ্চলের কেনা হয়ে থাকে কি না, দেখো !
তখন তুমিই, দিদি, যুড়িবে ক্রন্দন,—
পুত্র মোর পত্নী ছাড়া কিছু নাহি বুঝে !
সেবারেও পেয়েছিলে তার পরিচয় !
যদিও নামেই মাত্র ছিল সে বিবাহ ;
না পাকিতে দম্পতির মিলন-বন্ধন,
নববধূ না হইতে জীবনসঙ্গিনী,
সংসারীর শ্রেষ্ঠ সুখ উন্মেষের মুখে,
কোমল বয়সে, আহা, বাছা বিপত্নীক !

শচীর মনের মত হ'ল যুক্তি এই ;
বধূ আনা হ'ল স্থির ।—দেখিতেন শচী,
গঙ্গাস্নানে আসে এক সুন্দরী কিশোরী,

ভক্তিভরে করে তাঁরে প্রত্যহ প্রণাম।
যেমন উজ্জ্বল তার রূপের মাধুরী,
তেমনি ব্রীড়ায় নম্র মধুর স্বভাব ;
মোহিত হইলা শচী কন্যারে দেখিয়া ;
বধূ করিবারে তারে উপজিল সাধ।
ভাবিলেন,—নারীরূপে মুগ্ধ যদি নারী,
এ রূপের ক্রীতদাস হবে না পুরুষ ?
গৃহধর্ম্মে মতি হবে বাছার এবার !
সোণার শৃঙ্খল, বেড়ী নির্ম্মাইলা শচী
কল্পনায়,—গড়াইলা মায়ার পিঞ্জর,
ধরিতে নিমাই-পাখী সংসার-বন্ধনে !

বিষ্ণুপ্রিয়া নামে কন্যা,—পিতা সনাতন ;—
ঘটকের মুখে শচী পাইয়া বারতা
হরষিত,—নিমায়ের যোগ্য বধূ বটে !
সে অবধি গঙ্গাস্নান নাহি যেত বাদ ;
দেখিতেন,—প্রতিদিন অখণ্ড নিয়মে
বিষ্ণুপ্রিয়া আসে ঘাটে ; দূর হ'তে তাঁরে
গলবস্ত্রে প্রণমিয়া যায় শেষে ঘরে !
বুঝিতে নারেন শচী,—এ অপরিচিতা

কেন তাঁরে এতদিন গুরুজন সম
করিতেছে সম্ভাষণ !—নাহি জান, মাতা,
তোমার পুত্রের পদে সঁপেছে সে প্রাণ ;
পার্ব্বতী যেমন শঙ্করের পাদপদ্মে
সঁপেছিলা মন ; গুণমুগ্ধা বিষ্ণুপ্রিয়া
মনে মনে নিমায়েরে বরিয়াছে পতি।
কুমারীহৃদয়ে যত্নে লুকায়ে সে প্রেম
বাড়াইছে আশাবারি সিঞ্চি' তার মূলে :
নিমাই-দেবতা গড়ি' হৃদয়-মন্দিরে
কল্পনায় তাঁর গলে দোলায় মালিকা ;
খেলা করে আনমনে দেবতার সনে ;
গান গেয়ে শুনায় তাঁহারে,—সেই গান,
তিনি যা বাসেন ভাল,—নামসঙ্কীর্ত্তন।

সনাতন গৌরভক্ত, শুনিলেন যবে
নিমাই হবেন তাঁর নিকট-আত্মীয়,
হ'ল না প্রতীতি চিত্তে, স্বপ্নসম ভাবি' ;
বিষ্ণুপ্রিয়া পেল হাতে আকাশের চাঁদ !
দুই পক্ষে কথা শেষে হ'ল পাকাপাকি ;
দিন-ক্ষণ স্থির হ'ল পাঁজী-পুথি খুলি'।

এদিকে বিবাহ যার, সে-ই নাহি জানে !
বহু যত্ন করি' মাতা ভাবী সমারোহ
রেখেছেন সঙ্গোপন পুত্রের নিকটে ;
পাছে, সে এ পরিণয়ে করে অন্যমত !
সব ঠিক করি', শেষে একদিন, শচী
নানা কথাছলে পাড়িলা পুত্রের কাছে
বিবাহ-প্রস্তাব ;—পাত্রী আর দিন স্থির,
জানাইলা তারে। চমকি' উঠিলা গোরা !
আবার বিবাহ ?—উচ্চারিলা আনমনে ;
মাতারে, না আপনারে করিলা জিজ্ঞাসা ?
সুগম্ভীরে কহিলেন,—বৃথা আয়োজন ;
পরিণয়ে ইচ্ছা নাই, জানাই তোমায় !
হার্ মানিলা না মাতা ; সে হ'তে নিয়ত,
অব্যর্থ কৌশলবলে লাগিলা ছাড়িতে
নারীজনোচিত সিদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্রগুলি
বিদ্রোহী তনয়'পরে।—জিনিলেন মাতা !
একদা সম্মতি পেয়ে, আনন্দ-আবেগে
সেই দণ্ডে রটাইলা শুভ-সমাচার।
যথাকালে মন্ত্রবন্দী তনয়ের কর
একটী কুসুম-করে দিলেন সঁপিয়া !

দ্বিতীয় সর্গ

ফলিল মাতার সাধ,—দু'দিন না যেতে,
গোরা ধরা দিল দুটি ভুজবল্লী-পাশে ;
দুর্জ্জয় সৈনিক যেন শেষতক যুঝি'
করিল সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ !
দিনরাত মধুমুখ হ'ল শুধু ধ্যান।
কিশোরী প্রত্যহ শূন্য-সুধাপাত্র ভরি'
কিশোরে যোগায় !—আহা, সে সরলা বালা
জানে শুধু ভালবাসা, এনেছে সে বহি'
পিতৃগৃহ হ'তে সেই সুচির সম্বল।
যে দেবতা ছিলা তার কল্পনা-নন্দনে,
যদি তিনি মুখ তুলে' চেয়েছেন আজ ;
একান্ত শরণাগত চরণে তাহার,
সে কেন না দৃঢ় পাশে বাঁধিবে তাঁহারে ?
আশার অতীত ভাগ্য আয়ত্তে পাইয়া
চরিতার্থ কৃতার্থ যে মরমে মরমে,
সে কি পারে স্বেচ্ছায় তা ঠেলিতে চরণে ?
তার এবে এই ধ্যান, এই শুধু ত্রাস,—
এ স্বপ্ন যদি রে টুটে, দেবতা পলায় !
গৃহলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া ;—তাহার যতনে
অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা শোভা আসিয়াছে ঘরে।

শ্বশ্রূগতপ্রাণ বধূ,—সহায় তাঁহার
শত কাজে সেবাময়ী দুহিতার মত।
হরিভক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া ;—শুনিলে কীর্ত্তন,
ভাবে গদগদ হিয়া, পুলকিত তনু।
আনন্দের সীমা নাই শচীর অন্তরে,
পুত্র হ'তে পুত্রবধূ যেন প্রিয় তাঁর !
হর্ষবিগলিতা শচী কভু টানি' আনি'
কুণ্ঠিত পুত্রের বামে লজ্জিতা বধূরে,
বসাইয়া পাশাপাশি—দূরে সরি' গিয়া,
সকৌতুকে হেরিতেন দোঁহে অনিমেষে ;
ছুটি' আসি', ভাবাবেগে করিতেন দোঁহে
সোহাগে চুম্বন ! কখনো সাজায়ে দোঁহে,
প্রতিবেশীগণে ডাকি' উৎসাহে উল্লাসে,
দেখাইতা সগৌরবে যুগল মূরতি !

সুখে কাটিতেছে দিন, হেনকালে এক
ঘটিল ঘটনা, যাহে মাতার ভরসা,
প্রিয়ার অতৃপ্ত আশা হ'য়ে এল ক্ষীণ ;
প্রেমের নিগড়, বন্দী জানিল শিথিল ;
পিঞ্জরের লৌহদ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া

পোষাপাখী নেহারিল আকাশ অসীম !
—আপনি জননী তার করিলা উপায় !
একদিন নিমায়েরে কহিলেন ডাকি',—
গয়াধামে পাদপদ্মে পিতৃপিণ্ডদান,
পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ ; আছে আজো বাকী
তোমার সে পিতৃকৃত্য ; এইবেলা গিয়ে
পিণ্ডদান ক'রে এস, বৎস, গয়াধামে ।—
মাতৃআজ্ঞা শিরে ধরি' পিতৃকৃত্য স্মরি'
করিলেন গয়াযাত্রা গোরা শুভক্ষণে ;
যাত্রাকালে বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে
নিভৃতে প্রাণেশে ডাকি', ছল ছল চোকে
কহিল,—আসিও ত্বরা ; রহিল পরাণ,
জানিও, তোমারি ধ্যানে ! কহিলা হাসিয়া
রসিকসাগর গোরা,—পড়ি যদি সেথা
নবপ্রেমপাশে ?—রঙ্গপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া
করিলা উত্তর,—ভাবিও না, আমি তাতে
আছাড়ি' পড়িব ভূমে, 'হা হতোঽস্মি' করি'
মূর্চ্ছা যাব এই দণ্ডে !—কে চাহে তোমারে ?—
ছলভরে কহে গোরা,—তবে হো'ক্ তাই !
—বলিয়া, উঠিলা চকি' ! গেল ব্যঙ্গভাব ;

কাঁপিতে লাগিল বক্ষ অকারণ ত্রাসে।
বিষ্ণুপ্রিয়া সেইক্ষণে মর্ম্মে মর্ম্মে দহি'
অসংযত রসনারে করিলা দংশন।
বিদায় !—বলিতে, গোরা উঠিলা কাঁদিয়া !
বিষ্ণুপ্রিয়া মুছিলেন নয়ন যখন,
সবেগে লাগিল গিয়া কঙ্কন কপালে !
—এইরূপে দম্পতির হ'ল ছাড়াছাড়ি।
অবশেষে যথাকালে সঙ্গীগণ সনে
গতি-তীর্থ গয়াধামে উত্তরিলা গোরা।
কি যেন অভূতপূর্ব্ব হরষের রসে
ডগমগ প্রাণ ! এ কি দৃশ্য-দর্শ-সুখ ?
—গয়ার প্রকৃতি নহে নদীয়ার মত
তেমন কোমলকান্ত ; বহে ফল্গুধারা,
জাহ্নবীর মত সে কি আনন্দবাহিনী ?
এমন ফলিত ক্ষেত্র, মালঞ্চ পুষ্পিত,
মসৃণ তৃণের মাঠ, হেন পদ্মদীঘি ;
লবঙ্গ ও মাধবীর লীলায়িত ছটা,
হেন তাল-তমালের শ্যামল সুষমা,
কামরাঙা-পেয়ারার হরিৎ-সম্ভার,
গয়া কোথা পাবে ?—নিমাই প্রফুল্ল তবু।

দ্বিতীয় সর্গ

গদাধর দরশনে চলিলেন সবে।
তখনি মন্দিরদ্বার খুলেছে কেবল,
পাদপদ্ম দেখা দিল সবার সম্মুখে ;
পাদপদ্ম দেখা দিল নিমায়ের কাছে !
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ গোরা ; অনিমেষ আঁখি
নিশ্চল, নিমগ্ন আছে পাদপদ্ম মাঝে !
বহুক্ষণ কেটে গেল এমনি নীরবে।
ভাবিছে গয়ালী,—প্রত্যহ দর্শক কত
আসিছে যাইছে, এমন অদ্ভুত লোক
দেখি নি ত কভু !—দেরি দেখি', রুক্ষস্বরে
কহিল সে,—মন্ত্র পড়' আচমন সারি' ;
আরো বহু যজমান আছে পড়ি' মোর !
পটের মূর্ত্তিরে সে কি চাহিল জাগা'তে !
—বাহ্যজ্ঞানহারা গোরা, নিস্পন্দ নীরব,
ধ্যানমগ্ন, ভাবিতেছে,—এই পাদপদ্ম
রহিয়াছে সর্ব্বকাল চরাচর ব্যাপি',
কোটি কোটি সাধকেরে করিছে আহ্বান।
এই সেই পাদপদ্ম,—পিতার যা গতি,
পুত্রের যা গতি,—গতি যাহা নিখিলের।
এই পাদপদ্ম মোর হৃদিপদ্ম মাঝে

ধরা দিতে-দিতে গিয়ে, গেছে শেষে সরি'।
মূঢ় আমি, রতনের করি নি যতন!
তুই মোরে, রে সংসার, ছাইভস্ম দিয়া
এই পাদপদ্ম হ'তে রেখেছিস্ দূরে;
তুই মোরে, রে মায়াবী, প্রলোভন পাতি'
ধরেছিস্, মায়া-ফাঁদে; করেছিস্ বশ;
অবশেষে নিতেছিস্ অন্ধকূপে টানি'!
ভেবেছিস্, এমনই দ্বিধাহীন মনে
তোর সুধা-বিষে পৃক্ত রিক্ত-আশীর্ব্বাদ
নিব মানি' শির পাতি' সারাটী জীবন?—
হে মৃন্ময়ী, তুমি যে মা, নিখিল-জননী;
তুমি ত বুঝিতে তব সন্তানের মন!
কত দিন তোমার ও মুক্ত ক্রোড়ে বসি'
শুনিয়াছি শূন্যগর্ভ কলরোল তব।
ভাবিয়াছি, এ কি ছার কুহকের খেলা?
কত বার, মায়াময়ী, ওই মুখ পানে
চেয়ে চেয়ে ভাবিয়াছি, তব শ্যাম-ছবি
স্বপ্ন-তুলিকায় আঁকা!—শেষে মনে হ'ত,
ছায়া-ছায়া মায়াপট যেতেছে মুছিয়া,
ক্রমে সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতম মসীবিন্দুরূপে

দ্বিতীয় সর্গ

পুঞ্জীভূত শূন্য-ধূমে, ধূ ধূ বাষ্পান্তরে !
মনে নাই, সকাতরে বলিয়াছি ডাকি',—
মুক্তি দাও, জননী গো, মুক্তি দাও মোরে ;
রাখিও না মিথ্যা দিয়া ধাঁধিয়া বাঁধিয়া !
শুনি', আলিঙ্গন আরো করিতে সুদৃঢ় !
আজ পুন সেই ব্যথা উঠেছে জাগিয়া,
মুক্তি দাও, জননী গো, মুক্তি দাও মোরে !
এবার আমারে আর পার না রাখিতে !
—ভাবিতে ভাবিতে, চক্ষে নিভে গেল ধরা,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পাদপদ্ম'পরে।
চীৎকারি' উঠিল সবে ; ধরাধরি করি'
বাহিরে আনিয়া দেখে,—রক্তাক্ত ললাট,
সংজ্ঞা আসিতেছে ফিরে ধীরে, অতি ধীরে।
চেতন পাইয়া গোরা দাঁড়াল অমনি ;
শেষে, মুখে 'হরিবোল্',—নাচিতে লাগিল !
আহত হয়েছে ভাল, নাহি তাহা জ্ঞান ;
শোণিতের সনে মিশি' অশ্রুর লহরী
তিতি' অঙ্গ ঝর্ ঝর্ লাগিল ঝরিতে !—
  ফিরে এল সঙ্গীগণ গয়াধাম হ'তে
বিকল গোরারে ল'য়ে নদীয়ার ঘরে,

বিষ্ণুপ্রিয়া শিহরিলা !—জাগিল স্মরণে
পূর্ব্ব কথা,—যাত্রাকালে অশুভ ঘটনা !
শচীমার প্রাণ ত্রাসে উড়িল নিঃশেষে !
পুত্রের লাগিয়া করাইলা স্বস্ত্যয়ন,
প্রায়শ্চিত্ত-আদি ; কাঙ্গালীরে দিলা দান,
জ্ঞাতিপক্ষে ভূরিভোজ, ঋত্বিকে দক্ষিণা ;
জোর করি তনয়েরে দিলেন গছা'য়ে
মন্ত্রপূত রক্ষাসূত্র করিতে ধারণ !
প্রকৃতিস্থ হ'ল গোরা মাতার যতনে,
প্রেয়সীর শুশ্রূষায়, বন্ধুর সেবায়।
পূর্ব্ব ভাব কিন্তু আর আসিল না ফিরে।
শত ছলে সুকৌশলে জানান সবারে,—
যেমন ছিলাম আমি, রয়েছি তেমনি !
—জননী বুঝিয়া তাহা, ফেলেন নিঃশ্বাস ;
প্রিয়া তাহা বুঝি', মুছে নিভৃতে নয়ন ;
বন্ধুবর্গ জানি', দেয় অদৃষ্টের দোষ।—
শ্বশ্রূ প্রতিদিন যত্নে শিখান বধূরে
সরমের মাথা খেয়ে প্রেমের 'মোহিনী' !
ছলাকলা নাহি জানে সে সরলা বালা,
যাহা শিখে, সেই দণ্ডে সব ভুলে' যায় ;

অসজ্জিতা হয়ে যায় পতিসম্ভাষণে !
কিন্তু সে জিগীষাহীন নম্র অনুগত
অযত্নসম্ভূত শান্ত কান্ত রূপরাশি,
—গোরা ডরে তারে !—কি মিষ্ট উত্তাপ তার ;
কি মদিরা সেই স্বচ্ছ বিশাল লোচনে,
সেই মুখে, বাধ'-বাধ' সলজ্জ বাণীতে !
সে কি ফেলিবার কিছু ? পড়িয়া বন্ধনে
ছট্‌ফট্‌ করে গোরা বিহগের মত,
ছুটিতে শকতি নাই, ছাড়াইতে সাধ !
অবশেষে একদিন,—ঝঞ্ঝা যথা আসে
নির্ব্বাত নিষ্কম্প স্তব্ধ আঁধার আলোড়ি'
পলকে, ক্ষণেক লাগি' ; কিন্তু ক'রে যায়
সেই দণ্ডে বিপর্য্যস্ত শান্ত ধরণীরে !
—তেমনি গোরার প্রাণে ঘনায়ে ঘনায়ে
চিন্তার জমাট-মেঘ,—ভাঙ্গিয়া গুমট
তুলিল ঝটিকা এক ; ফেলিল উলটি'
একঘেয়ে জীবনের নিয়ন্ত্রিত ধারা,
স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা কুসুমিত পথে !
মৃদুল মন্থর স্রোত বাধ অতিক্রমি'
সহসা পাইল কাছে নদীর মোহানা !

হেন মানসিক ঝঞ্ঝা ঘটায় বিপ্লব
ক্বচিৎ কাহারো প্রাণে, কোন শুভক্ষণে ;
নহে তাহা সকলের , সকল কালের ;
নিমেষের তাহা; কিন্তু করে সে সূচিত
সে প্রাণের, সে যুগের মহা পরিণাম !

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীনিশি উদিল সেদিন
নবদ্বীপে ; উদিল সে শচীর ভবনে !
নিশি দ্বিপ্রহর যবে, হৃদয়ের মাঝে
উঠিল সে ঝঞ্ঝা,—গোরা জাগিলা চমকি' !
ভ্রমিতে লাগিলা কক্ষে চঞ্চল চরণে ;
বাতায়ন দিয়া দেখা যায় নৈশাকাশ ;
নিস্তব্ধ তিমিরে উঠিতেছে ঝিল্লীধ্বনি ;
শূন্যে যেন কারে চাহি' কহিলা সহসা
মৃদুস্বরে, আনমনে,—এই ত সময় !
নিদ্রা যায় নবদ্বীপ, ঘুমায় ভবন,
নিদ্রামগ্ন শচীদেবী, সুপ্ত বিষ্ণুপ্রিয়া ;
এই ত সময় !—যেন শুনিলা স্বপনে,
কে কহিল অন্তরীক্ষে,—এই ত সময় !—
চকিতে আসিলা ফিরি' পালঙ্কের পাশে।

সে পর্য্যঙ্ক, সে প্রকোষ্ঠ, হেরিলা কাতরে,—
রহিয়াছে আমোদিত স্মৃতির সৌরভে !
ঘুম যায় বিষ্ণুপ্রিয়া, ম্লান দীপালোকে
ঘুমন্ত মুখের, মরি, হয়েছে কি শোভা !
মুক্তাসম দন্তপাঁতি দেখাবার ছলে
ঈষৎ রয়েছে ভিন্ন স্মিত ওষ্ঠাধর ;
চুম্বনের স্মৃতি বুঝি হাসে সেথা বসি' !
কাঁপিছে কোমল বক্ষ নিঃশ্বাসের তালে ;
চঞ্চল কুন্তলরাশি পড়েছে এলায়ে
সুন্দর মুখের'পরে, শিথানে, বাহুতে !—
বহুক্ষণ অনিমেষে আবেগে চাহিয়া,
কহিলেন,—আহা, এত রূপ, এত গুণ !
—হায় পতিপ্রাণা, হায় প্রেয়সী আমার !—
হায় হায়, মা আমার, পুত্রপাগলিনী ;
হা আমার জন্মভূমি, বন্ধু ভক্তগণ !—
এমন কি হয় আর ? কে পেয়েছে এত,
এমন নির্ম্মল সুখ, শান্তি নিরাময় ?
পরদিন সূর্য্যোদয় সনে কেহ মোর,
কিছু মোর রহিবে না ?—যাব না, যাব না !
কুমতি কহিল কাণে,—যেও না, যেও না ;

সম্মুখে আঁধার বিশ্ব, দেখিছ না চাহি'
অনন্ত অপরিচিত ? কি হবে কাঁপিয়া
একাকী অকূল মাঝে অনিশ্চিত আশে ?
কে সুধাবে ডাকি' কা'ল সূর্যোদয় সনে
পথের কাঙ্গালে ? কে এমন চলে' যায়
যৌবনে অতৃপ্ত রাখি' ভোগের পিপাসা !
—গম্ভীর অম্বরতল ভিন্ন করি' যেন
হাহা হাহা অট্টহাসি উঠিল অমনি !
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে পলে পলে তাহা
লাগিল ঘুরিতে ; নক্ষত্রে নক্ষত্রে তা'ই
লাগিল কাঁপিতে ; নিশীথ-পবনে ধ্বনি
লাগিল ভ্রমিতে !—গোরা তাহা শুনিলেন,
সমস্ত নদীয়া যবে রহিল বধির !

শিহরি' চাহিয়া উর্দ্ধে ছাড়িলা নিঃশ্বাস !
কহিলেন,—আর কেন ? বিদায়, বিদায়,
হে সংসার ! অভাগিনী, হায় মাতা শচী,
বিদায় বিদায় ! অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়া,
সুখের ভবন, প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ,
প্রিয়তম নবদ্বীপ, বিদায়, বিদায় !

তবে এস, হে নির্ম্মম বৈরাগ্য সুন্দর,
এস, এস, নবভাগ্য, বিশাল ভীষণ !
এস, এস, হে তাপিত অনন্ত-জগত !
—আর সরিল না কথা ; নিঃশব্দ চরণে
করিলা সুদীর্ঘযাত্রা ! দ্বারপ্রান্তে গিয়া,
শেষবার নেহারিলা সে সুষুপ্ত মুখ ;
(একটী চুম্বন উঠি' নিমেষের মাঝে
মিলাইল চির তরে অব্যক্ত অধরে !)—
উদ্দেশে মায়ের পদে করি' প্রণিপাত
বাহিরিলা পথে !

দেখিলেন,—মহাকাশে
গভীর নিশার তলে, নিবিড় তিমিরে
গুপ্ত ষড়যন্ত্র কা'র রহিয়াছে ঢাকা
তাঁর নিষ্ক্রমণ তরে ! ঘোরা তমস্বিনী
আবরি' সংসার-ছবি, মোহিনী ধরার
ভুলায়ে সমস্ত সত্তা,প্রতীক্ষিছে যেন
সেই ঊর্দ্ধ-পলায়ন, উদগ্র প্রয়াণ !
সুদূরে নক্ষত্রসারি নিবিছে, দীপিছে ;
বিধাতার হস্তসম করিছে ইঙ্গিত

গৌরাঙ্গ

অলখ অনখ লক্ষ্যে, প্রস্থানের পথে!—
কম্পিত স্তম্ভিত হিয়া, চলিলা ছুটিয়া
বন্দী যথা কারা ভাঙ্গি' ধায় উর্দ্ধশ্বাসে!
পথে যেতে, শুনিলেন, কে যেন সহসা
ডাকিল পশ্চাতে;—কোথা যাও, কোথা যাও!
ফুটিল করুণতর মিনতি কাহার,
ফিরে এস, ফিরে এস, নির্ম্মম, নির্দ্দয়!
—ভীত চমকিত হিয়া,—না চাহি' পশ্চাতে
আপন গন্তব্যমুখে চলিলা ছুটিয়া।

নীরবে হইলা পার জাহ্নবী যখন,
উঠিতেছে ক্ষীণচন্দ্র; শীর্ণ জ্যোৎস্নালোকে
পারে দাঁড়াইয়া, শেষবার পরপারে
নদীয়ার স্তব্ধ-শোভা দেখিলেন চাহি';
ছায়া-ছায়া দেখাইছে সুপ্ত-নবদ্বীপ,
নিভিতেছে দীপগুলি ভবনে ভবনে;
উহারি একটী গৃহে, ভাবিলেন গোরা,—
চির তরে নিভে গেল তৈলভরা দীপ!
—পড়িল নিঃশ্বাস ধীরে; ক্ষিপ্তপ্রায় ফিরে'
ছুটিলেন কেশবের আশ্রম-উদ্দেশে।

দ্বিতীয় সর্গ

হেথা শচী দেখিছেন স্বপ্ন ঘুমঘোরে,—
যেন দূর—অতি দূর,—দৃষ্টি নাহি চলে—
সেই আলোক-পরিধি বাহি' নামি' এক
আলোর মানুষ তাঁরি অঙ্গনে চকিতে,
পশিল সে চোর সম নিমায়ের ঘরে ;
নিমাই ঘুমায়ে ছিল, জাগায়ে তাহারে,
আকাশে অঙ্গুলি তুলি' করিল ইঙ্গিত !
উঠিল নিমাই ;—শচী ধরিলেন তারে,
মাতৃবক্ষ যত বল ধরে, সেই বলে ;
মাতৃবাহু যত ধরে আকর্ষণ, সেই
আকর্ষণ দিয়া ! কিন্তু, যেন সে মায়াবী
স্নেহ-গর্ব্ব, মায়া-পাশ চূর্ণ, ছিন্ন করি'
নিমায়েরে কোলে করি' উঠিল আকাশে !
—এইখানে স্বপ্নসনে ভেঙ্গে গেল ঘুম।
কাঁপিতে লাগিলা মাতা ; আলুথালু বেশে
ছুটিলেন তনয়ের শয়নমন্দিরে,
বৎসহারা গাভী যথা ধায় উভরড়ে
কাতর নিনাদ তুলি' শাবক-সন্ধানে !
—বিষ্ণুপ্রিয়া সেই শব্দে উঠিলেন জাগি' ;
কোথা নাথ ! কোথা নাথ !—বলি' অনাথিনী,

লখিন্দর-শোকে ছন্ন বেহুলার মত,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পালঙ্কের'পরে।

চীৎকারি' উঠিলা মাতা,—নিমাই! নিমাই!
—সে করুণ আর্ত্তনাদ করুণার বুকে
নিরন্ধ্র আঁধার চিরি' বাজিল বা গিয়ে!
নিমাই! নিমাই!—আবার আহ্বান সেই!
—খুঁজিতে লাগিলা মাতা আকুল আগ্রহে
একি স্থান শতবার করি'; নাহি শ্রম,
নাহি ঘুচে ভ্রম। প্রতি কোণ, অন্তরাল
খুঁজিলেন আঁতি-পাতি; নাই, কেহ নাই!
উঠান, উদ্যান, মাঠ আসিলেন খুঁজি'
অন্ধকার হাতাড়িয়া, উন্মত্তার মত;
নাই, কেহ নাই! কোথা যেন কিছু নাই!
আঁধার দেখিলা ধরা,—পড়িলা মূর্চ্ছিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিছেন বিভীষিকা হেথা,—
শ্মশানে আছেন যেন বিকলাঙ্গে পড়ি',
উদাস-চৈতন্য তাঁরে ছাড়ে নি তখনো,
মায়ারূপী একজন—পতির সে প্রতিচ্ছায়া,

না সে প্রেতছায়া,—সর্ব্বাঙ্গ আবৃত শুভ্র
সূক্ষ্ম আবরণে !—দেখিলা,—খনিছে ভূমি
মৌনে চিতা সজ্জালাগি'। নিমেষের মাঝে
সজ্জিত হইল চিতা ; জ্বলিল অনল !
তাঁর মৃতবৎ দেহ বহি' অশরীরী
পশিল অনল মাঝে ! অগ্নিকুণ্ডে রহি'
দেখিছেন বিষ্ণুপ্রিয়া, যেন কামরূপী
উঠে এল অগ্নি হ'তে অক্ষত শরীরে ;
ধরিয়া উজ্জ্বলকান্তি—দিব্যকলেবর
উঠিতে লাগিল মূর্ত্তি,—ধূ ধূ শূন্য মাঝে
নিঃশেষে মিলায়ে গেল জ্যোতিবিন্দু-হেন !—
এইখানে মূর্চ্ছাভঙ্গে ছুটে' গেল ঘোর।
—সর্ব্বাঙ্গে অনলজ্বালা, চীৎকারিলা বালা,—
কোথা গেলে, কোথা গেলে, তুমি প্রাণনাথ !

বাহিরে ডাকিছে কাক, জাগিতেছে আলো ;
ভক্তগণ বেড়ি' দুটি শোকের প্রতিমা
বসিয়া রহিল চিত্রপুত্তলীর প্রায় ;
তিন দিন অন্ন কেহ লইল না মুখে ;
হায়-হায়-হাহাকারে পূরিল নদিয়া ;

এদিকে কেশবে ডাকি' কহিছেন গোরা,—
বৈরাগ্যে দীক্ষিত, গুরু, কর আজি মোরে।
বিস্মিত কেশব কহে,—ক্ষেপেছ নিমাই ?
ঘরে যশস্বিনী মাতা, মনস্বিনী প্রিয়া,
গিয়াছ কি ভুলে' সব ?—ক্ষেপেছ, নিমাই।
এখনো রয়েছে নিশি ;—দুঃস্বপন বলি'
আজিকার কথা দোঁহে রাখিব স্মরণ ;
কেহ জানিবে না কিছু,—হে বিশ্বাসঘাতী,
ফিরে যাও অনাহত পুরাতন প্রেমে ;
প্রব্রজ্যা তোমারে নাহি সাজে, হে যুবক !
কি লাগি করিবে মোরে প্রত্যবায়ভাগী ?
উত্তরিলা গোরা,—তেমন সতেজ কণ্ঠ,
হেন মর্ম্মান্তিক ছন্দে মর্ম্মস্পৃক ভাষা,
শুনে নি সন্ন্যাসী কভু,—চিনিনু তোমায়,
যাও ভণ্ড, ভেক ছাড়ি' কর গে সংসার !
ও বিজ্ঞতা, ও বাগ্মীতা, বুঝিনু এখন,
অবিদ্যার ছলভরা বিদ্যাবিজ্ঞাপন ;
প্রবীণ সাজার তরে আড়ম্বর শুধু !
মেলে ত অনেক বিজ্ঞ হিতৈষীর দল,
অযাচিত পরহিতে একান্ত উৎসাহী !

যাঁরা উপদেশ-ধারে, তর্কের ফুৎকারে
সমূলে অঙ্কুরে চা'ন নিভা'তে, উড়া'তে
তরুণের তপ্ত স্ফূর্ত্তি, দীপ্ত ভবিষ্যৎ!
আসি নি ত তব পাশে সে প্রত্যাশা ল'য়ে।
তুমি কি ভেবেছ মোরে ক্ষুদ্র ভেকধারী;
আত্মসঙ্কোচনকারী কমঠপ্রকৃতি?
—এসেছি সাধিতে কৃচ্ছ্র তুচ্ছ মুক্তিতরে,
স্নেহেরে করিয়া দীন, প্রেমেরে মলিন?
প্রকাণ্ড আমার লোভ, অনন্ত দুরাশা!
আমি কি জানি না সেই নিরপরাধিনী,
প্রাণাধিকা সরলারে; আর পুত্রপ্রাণা
সে দেবীরে!—যে ছেড়েছে এত, তারে মিছে
বৈরাগ্যের বিভীষিকা দেখাও, ঠাকুর!
জান না ত, কে আমারে করেছে বাহির;
সে যে নিখিলবাঞ্ছিত ধন, অতুলন,
নিরঞ্জন পাদপদ্ম! তা'ই ভিক্ষা মাগি'
পথে পথে বেড়াইব কাঙ্গালের মত।
—বলিতে বলিতে কথা, আসিল আবেশ;
নেত্রে দর দর ধারা, থর থর তনু!—
লজ্জানত হ'য়ে কহে ভারতী তখন

নিরস্ত পরাস্ত হ'য়ে,—গুরুদেব, আজি
মোরে মোহপঙ্ক হ'তে করিলে উদ্ধার ;
দীক্ষা-ভিক্ষা মোর কাছে,—করুণা তোমার !

তার পরে, ধীরে ধীরে মুণ্ডিতমস্তকে,
গৈরিক কৌপীন পরি', অঙ্গে ভস্ম লেপি',
উপবীত সনে ত্যজি' ব্রহ্মণ্য-বড়াই
দাঁড়াইলা গৌরচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র যেন !
কমনীয় নমনীয় কান্ত তনুরুচি
অপার্থিব মহিমায় উঠেছে জ্বলিয়া !

তৃতীয় সর্গ

সাধক

টলমল নবদ্বীপ ভাবের হিল্লোলে ;
শান্তিপুর ডুবু-ডুবু প্রেমের প্লাবনে ;
ডেকেছে হৃদয়-বন্যা, উঠেছে জোয়ার ;
ভজন-অমিয় মাঝে আকণ্ঠমগন ;
সরস মধুররসে হিয়া ভরপূর !
বাজে খোল করতাল মন্দিরা মাদল ;
উড়িতেছে নামাবলী কাতারে কাতারে ;
পথে পথে সংকীর্ত্তন, নর্ত্তনের ধুম ;
নাম-সুধা পিয়ে পিয়ে মাতাল সবাই ;
মুকুলিত মুখরিত শত শত প্রাণ !
—কে আনিল সুপ্ত বঙ্গে এ মত্ত উচ্ছ্বাস ;
নদেবাসী উভরড়ে কোথা ছুটে' যায় !
ফিরে কি আসিল আজ নদীয়ার প্রাণ,
জাগিয়া উঠেছে তাই মৃত নবদ্বীপ ?

গৌরাঙ্গ

ধায় যত নদেবাসী গৌরসম্ভাষণে ;
হুলুস্থূল পড়ে' গেছে পাড়ায় পাড়ায় ;
গোরা এসেছে গো ফিরে !—সকলের মুখে
এই কথা ; আলোড়িত হৃদয় সবার ;
কি ধন এনেছে—যেন কি অমূল্য নিধি,
তারি লোভে ছুটিছে বা কাঙ্গালীর দল !
কেহ চাঁদমুখখানি সজল নয়নে
হেরিতেছে, রাহুগ্রস্ত ; শ্রী-অঙ্গের পানে
তাকাতে পারে না কেহ, ভস্মমাখা দেখি' !
শোকাকুল ভক্তকুল ; হাসিছেন গোরা।

যেদিন লইলা দীক্ষা ভারতীর কাছে,
সেই দিন গুরুপদে লইয়া বিদায়
চলিলেন দ্রুতপদে নবীন সন্ন্যাসী ;
অন্তর মাঝারে বহি' নিঃশব্দ প্রার্থনা,—
কোথা তুমি, কোথা তুমি, হে সত্য সুন্দর,
দেখা দাও, অয়স্কান্তসম আকর্ষিয়া
উজলিয়া এ লৌহ-হৃদয় মোর ! তব
প্রতীক্ষায় আছে দীন বহুদিন ধরি' ;
আজি উদাসীন হ'য়ে হয়েছে বাহির !

তৃতীয় সর্গ

ওহে অতীন্দ্রিয়, চাই ভুঞ্জিতে তোমারে
সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া, পাইতে তোমারে
পতিত-উদ্ধারকার্য্যে ! এস, নেমে এস
স্বর্গের সীমানা লঙ্ঘি', হও প্রতিভাত
মর্ত্ত্যের প্রমাদ-পঙ্কে, কমলের মত !

ছাড়ি' লোকালয়-চিহ্ন পশিলা ক্রমশঃ
গ্রামের নিস্তব্ধ প্রান্তে ;—হেরিলা অদূরে,
কলস্বনা ভাগীরথী যাইছে বহিয়া ;
বিজন পুলিনে সুরভিত সুশোভিত
সারিবদ্ধ নানাজাতি বিটপীর মেলা ;
সেই তটতরুরাজি দীর্ঘশাখা নাড়ি'
ডাকিতেছে যেন নব নর-অভ্যাগতে !
ঝুরু ঝুরু বহিতেছে দক্ষিণা বাতাস ;
গাহিছে একটি পিক বসন্তের গান ;
বন্য শশ নৃত্য করি' ফিরিছে কৌতুকে ;
চলেছে সঞ্চয় তরে গড্ডালিকাশ্রেণী ;
মৌমাছি বাঁধিছে চাক ; বিচিত্রবরণ,
বেড়াইছে প্রজাপতি ; ঝুলিছে বাদুড়।
মনে হ'ল, শুধু বুঝি জড়প্রকৃতিই

অন্ধকারে চক্ষুষ্মান্ ; নিস্তব্ধতাঘোরে
শ্রবণপ্রবণ !—আভাসে, ইঙ্গিতে তারা
মরনেত্রে নরচিত্তে করিছে প্রকট
সত্যের স্বরূপ ; যেন করিছে অজ্ঞাতে
প্রজ্ঞাবলে বলী যত অন্ধ-বধিরেরে !
তাই গোরা পান নি যা মানুষের কাছে,
সে তত্ত্ব লভিতে, বরিলা কি গুরুপদে
তরুনদী, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গেরে ?
প্রাণ ভরি' পান করি' জাহ্নবী-জীবন,
রহি' তরুচ্ছায়াতলে শ্যামতৃণাসনে
সেদিনের মত গোরা লভিলা বিশ্রাম।

পরদিন শয্যা ত্যজি' ব্রাহ্মমুহূর্তেই
প্রাত-স্নাত, শুদ্ধ-দেহ, প্রসন্ন-মানস,
বসিলেন ছায়াঙ্কিত অশোকের মূলে,
সাধন-সমাধি মাঝে পদ্মাসন করি' ;
স্তিমিত মিলিত নেত্র, অন্তঃপ্রসারিত,
শান্ত সমাহিত চিত্ত, নির্লিপ্ত নিষ্কাম,
নিয়মে সংযমে আর নিষ্ঠায় শুচিতে,
ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ল'য়ে, মগ্ন মৌনী হ'য়ে

তৃতীয় সর্গ

সপ্তদিবানিশি গোরা রহিলেন ধ্যানে।
মিতাহার ফলমূলে, বীতনিদ্র আঁখি
নাহি হেরে জনপ্রাণী, প্রকৃতির মুখ।
প্রফুল্ল-মানসস্রুত আনন্দের ধারা
আত্মার সহস্র জিহ্বা লাগিল ধরিতে,
শুধু, রহিল করিতে পান! বিস্ফারিত
অন্তর্দৃষ্টি মাঝে, উদ্ভাসিত হয়ে র'ল
অপূর্ব্ব অভাবনীয় আলোক-ভুবন!
অন্তঃকর্ণ-কুহরেতে লাগিল ধ্বনিতে
লোকাতীত সুধাধ্বনি; লাগিলা শুনিতে
স্থাবরে জঙ্গমে জীবে, গ্রহতারকায়
পরস্পর রটিতেছে, আলাপনছলে,
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি সহস্র রূপকে!

সপ্তদিন চৈত্র-নভে উদিল না মেঘ,
রহিল অপূর্ব্ব শোভা সমুদিত হ'য়ে।
কভু, মনে হ'ল,—যেন নীলিমা-নন্দনে
সুর-পুষ্পবাটিকায় নিকুঞ্জ-মণ্ডপে
ঝুলিছে লতার ঝাড়, পাতার ঝালর!
বিচ্ছিন্ন মেঘের যত স্তবকে স্তবকে

ফুটে' আছে নানাজাতি বিচিত্রবরণ
দেবকুসুমের গুচ্ছ ! রঙিন পল্লবে
বসিয়াছে চিত্রিতাঙ্গ স্বর্গ-প্রজাপতি !
কভু, মনে হ'ল, যেন নীলসরোবরে,
বিকশিত শ্বেত রক্ত কুবলয়রাজী !
সহস্র কিরণ-অলি বসিতেছে উড়ি' ;
ফিরিয়া যেতেছে পুন মাখিয়া পরাগ !
—ঝল্‌মল্‌ রৌদ্রবিভা খেলিছে এরূপে।
কভু, মনে হ'ল, যেন দেবশিল্পীকৃত
রত্নময় ইন্দ্রসভা নিশীথে প্রকাশ !
বর্ণিবার নহে তাহা—ভুঞ্জিবার শুধু।

বহিল বসন্ত-বায়ু পরিমল মাখি' ;
জাহ্নবী ধরিল কাছে উচ্চগ্রামে তান ;
গাহিতে গাহিতে প'ল সাধ্বসে ঘুমায়ে !
ঝরিতে লাগিল শিরে স্খলিত অশোক
দেবতার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্যের মত !
এহেন অশোকমূলে বসি' যোগাসনে
সিদ্ধি লভি' হয়েছিলা বীতশোক আগে
তপস্বিনী গৌরী যথা, তেমনি গোরার

তৃতীয় সর্গ

তনু মন অশোকের পুষ্পবৃষ্টি মাঝে,
কি যেন অপূর্ব্বস্পর্শে লাগিল জুড়া'তে !

সুদীর্ঘ দুর্য্যোগ মাঝে কোন দীপ্তক্ষণে,
কৃষ্ণনিকষের বুকে স্বর্ণরেখা-হেন,
কিম্বা রাশীকৃত নীল উপলের মাঝে
বিকীরিত ঠিকরিত মণিরাগ যথা,
—মেঘের ফলকে যবে ঝলকে আলোক,
সানন্দে সবাই বুঝে আসন্ন সুদিন ;
অপার তিমির তরি' একটি নিমেষে
সে সুদিন উদে না কি দৈবমায়া সম ?
—সর্ব্বশেষ দিন গোরা বুঝিলা তেমতি,
কোন অখণ্ডিতসত্য, গুহ্যতত্ত্ববীজ
উপ্ত হ'য়ে গেল মর্ম্মে ; অঙ্কুরিত হ'ল ;
দেখিতে দেখিতে, ফলফুলে বিকশিত ;
প্রকট হইল শেষে হৃদয়ের পটে !—
ভক্তি তার ভর-ভিত্তি ; প্রেম তার প্রাণ !

মানসকমলাসনে বসিয়া কে যেন
ঘোষিলা আদেশবাণী,—সাঙ্গ তোর কাজ !—
সেইক্ষণে চক্ষু মেলি', ত্যজি' যোগাসন

অতিমধুপানে অন্ধ, মত্ত ভৃঙ্গসম
গুঞ্জনে অক্ষম, কিন্তু হৃদয় ঝঙ্কৃত,
ঘুরিতে লাগিলা গোরা সমাধির পাশে
বিব্রত, বিহ্বল ; শেষে উৎসাহে অধীর,
উঠিলা ডাকিয়া যেন তৃষিত নিখিলে,—
পাইয়াছি ! পাইয়াছি ! সাধনের ধন
পাইয়াছি ! প্রতিধ্বনি ধ্বনিল সে কথা,—
পাইয়াছি ! মনে হ'ল, নিম্নে সমাহিতা
জাহ্নবীর সুপ্ত বীচিমালা জাগি' উঠি'
মিলাইল সুরে সুর, করিল ঘোষণা
অস্ফুটে সে অব্যক্ত বারতা,—পাইয়াছি !
সমস্ত কানন যেন উঠিল জাগিয়া,
সমগ্র গগন যেন উঠিল জ্বলিয়া,
তারায় তারায় বাজি' উঠিল সঙ্গীত,
পবনে পবনে তান হ'ল তরঙ্গিত !
—গাও গাও, চরাচর,—আজি মহাদিন !
গাও গাও, বসুন্ধরা,—পুনর্জ্জন্ম তব !
গাও গাও, নরনারী,—পূর্ণমনস্কাম !
বাহিরিলা গৌরচন্দ্র ;—প্রদোষ-আকাশে
উঠিতেছে পূর্ণচন্দ্র ; বাসন্তী পূর্ণিমা

তৃতীয় সর্গ

তরল লাবণ্যরাশি শ্যামল প্রান্তরে,
তরুশিরে, কাণ্ডে, পত্রে, স্তবকে স্তবকে,
জাহ্নবীর প্রত্যেক ঊর্ম্মির স্তরে স্তরে
ঢালিছে নীরবে! মৃদু মিষ্ট সমীরণ
বেড়ায় কাকলি করি' শিহরি' শিহরি'!
আলোক-পরিধি বেড়ি' সুধার পিয়াসী
রূপমুগ্ধ চকোরনিকর চক্রবৎ
ফিরিতেছে শূন্যে শূন্যে। ভক্তের আহ্বানে
আলো যেন এসেছে নামিয়া! প্রাবৃটের
মেঘম্লান স্নিগ্ধদিবা ভাবি', তুলিয়াছে
নিকুঞ্জবিতান হ'তে পাপিয়া সুতান,
সুস্বরে দিতেছে প্লাবি' আকাশ বাতাস!

ভাবোন্মত্ত, কহিলেন চাহি' ঊর্দ্ধপানে
করযোড়ে সম্বোধিয়া পূর্ণিমা-ঈশ্বরে,—
ধন্য ধন্য, তুমি সুধাকর; এত সুধা
পাইয়াছ আপনার পুণ্য-অধিকারে,
কিন্তু তব নাই গর্ব্ব, নাই কৃপণতা,
বিলায়ে দিতেছ তাহা অকুণ্ঠিত মনে
জলে স্থলে, চরাচরে, আঁধারে পাথারে,

পাত্রাপাত্র নাই ভেদ, উদার বিচার !
আপনারে রাখ নাই রুদ্ধ ক্ষুদ্র করি'
আপনারি সুমধুর সম্ভোগের মাঝে !
আজি মোরে বল তুমি, কর আশীর্ব্বাদ,—
আমার নদীতে সন্থ কি বন্যা ডাকিল,
উঠিল এ কি কম্পন, কি মন্ত্র বাজিল,
এ কি বৃদ্ধি, ধরে না যে তার মোহানায় !
এ সুধাতরঙ্গভঙ্গ পারি যেন ধরি'
প্রতি হৃদয়ের খাতে বহাইয়া দিতে
কূলে কূলে টলমল পরিপূর্ণ করি' ;
প্রাণ ভরে' পারি যেন করিবারে দান !—
হাসিতে লাগিল চাঁদ ; ছুটিলেন গোরা
লোকালয়-অন্বেষণে, নষ্টনীড় পাখী
ধায় যথা সন্ধ্যা হেরি' আশ্রয়-উদ্দেশে !

গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে ফিরিছেন গোরা
ভাবতত্ত্ব প্রচারিয়া ঘরে ঘরে ঘুরি'।
—অনুভব করে সবে, পশিয়া কে যেন
মরমের মর্ম্মে, মুছি' নিহিত কালিমা,
নিভৃতে নিগূঢ় ব্যথা দিতেছে জুড়ায়ে ;

হৃদয়ের গুহ্য কথা বলিছে ডাকিয়া ;
দ্রব করিতেছে প্রাণ যেন কোন্ রসে !
—মজিতেছে ভক্তগণ, হ'তেছে দীক্ষিত
যুগবিবর্ত্তনকারী নবধর্ম্মে আসি' ;—
ভক্তি তার ভর-ভিত্তি ; প্রেম তার প্রাণ !

উঠিতেছে মহাবাণী গম্ভীর নির্ঘোষে,—
ভক্তিছাড়া, প্রেমহারা,—তপস্যা মলিন ;
গৃহীর গার্হস্থ্য পণ্ড ; বীরের বিক্রম,
ধনীর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব ; গুণীর প্রতিভা,
স্বদেশবাৎসল্য ব্যর্থ ; ভক্তি-ভিত্তিহীন
জ্ঞানমার্গ, উন্মার্গের মত ; প্রেম-প্রাণ
হারা হ'লে, কর্ম্মযোগ, শূন্য কোলাহল !
দেবে ভক্তিহীন নীতির অনুশাসন,
মৃত-শাস্ত্রে পরিণত ; জীবে প্রেমহারা
কবিত্ব, সৌন্দর্য্যচিত্র, বিফল-বিলাস !
—সূক্ষ্ম সত্য প্রচারিয়া ফিরিছেন গোরা,
প্রাণে প্রাণে বিঁধিছে তা অঙ্কুশের মত !
একে একে ফিরিতেছে ভ্রষ্টপথ হ'তে ;
হরিনাম-রসায়ন দিতেছেন সবে !

হেনকালে একদিন, দৈবের ঘটন,
নিতাই মিলিল আসি' নিমায়ের সাথে।
মেঘাচ্ছন্ন ছন্ন দিব্যজ্যোতিঃপুঞ্জ-হেন,
হেরিলেন গৌরচন্দ্রে, বিমুগ্ধ নিতাই !
ভস্মাবৃত বহ্নি যেন চাহিছে ইন্ধন,—
নিত্যানন্দে হেরি' গোরা বিচারিলা মনে !
প্রথমদর্শনে প্রেম জাগিল দোঁহার ;
অবিলম্বে দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গন-পাশে ;
আলোকে অনলে যেন হ'ল সম্মিলন !
পুরাতন আত্মীয়তা যেন পরস্পরে ;
পলকে পড়িলা দোঁহে চিরপ্রেম-পাশে !

নিমাই নিতায়ে শেষে কহিলা একদা,—
গুহ্য কথা কহি তোমা ;—সাধনার পথ
পাইয়াছে এ মোহান্ধ বহু ভাগ্যফলে ,
হে মোর দক্ষিণ বাহু, হে মোর নিতাই,
সেই ধর্ম্মে দীক্ষা তব নিতে হবে আজি !
সেই ধর্ম্মে দীক্ষা তব দিতে হবে সবে !
এত বলি', বীজমন্ত্র দিলেন নিভৃতে ;
যাদুকর যেন তার দণ্ড ঠেকাইল !

—নিতাই দাঁড়াল উঠি', মুখে 'হরিবোল্' ;
আঝোরে ঝরিছে ধারা কপোল বাহিয়া ;
কহিল,—দয়াল, মোরে কি সুধা পিয়া'লে ;
সন্ন্যাসীর মরু-প্রাণে কি ধারা বহা'লে ;
ঘুচে' গেল সর্ব্ব গ্লানি, সকল সংশয় ;
এ অমৃত মাঝে, সাধ, মজে' মরে' থাকি !
উত্তরিলা গোরা,—তৃপ্তি নহে এইখানে ;
হে তত্ত্বজ্ঞ, ভেবে দেখ, সমাপ্তি এ নহে।
জ্ঞানীর এ ধর্ম্ম নহে, তত্ত্বধন ল'য়ে
গুপ্ত হ'য়ে আত্মমাঝে তৃপ্ত-মনোরথে,
আলসে, হরষে, রসে শুধু তারি ধ্যান।
সে যে ঘোর দৈন্য ; সে যে ঘৃণ্য কৃপণতা !
প্রকৃষ্ট কর্ত্তব্য,—তত্ত্ব সর্ব্বত্র প্রচার ;
প্রধান সাধন-অঙ্গ,—পতিত-উদ্ধার।
ছার রুক্ষ উপদেশ, দূর প্রাণগুলি
আপনার প্রাণ দিয়ে তবে ধরা যায় !
—সেই ব্রত উদযাপনে হইয়াছে সাধ ;
হে বৈরাগী, তপোবল আছে তব যত,
হে বীর, সংযম-ফল আছে যা সম্বল,
সব ল'য়ে হও মোর সঙ্কল্পে সহায় !

গৌরাঙ্গ

নদীয়ায় নিতে হবে আশু এ উদ্যোগ ;
সে যে মোর মাতৃভূমি ! প্রবাসী পুত্রের
ব্রতের প্রথম ফল প্রাপ্য আগে তার ;
নহে শুধু তা'ই,—সেথা পড়ে' আছে মোর
ছিন্ন-ভিন্ন সেনাদল,—অর্দ্ধ বাহুবল
এ সাধন-সমরের ; মিলিত-উদ্যমে
ভাসাইতে হবে ধরা নামের প্লাবনে !

শেষে একদিন গোরা ভক্তবৃন্দ সনে
উত্তরিলা, গদগদ, আজন্মমধুর
লীলাগার, শত সুখস্মৃতিভরা, সেই
পরিত্যক্ত নদীয়ায় কতকাল পরে !
সেই দিন লক্ষ্মীপূজা। শোভে ঘরে ঘরে
কলাবধূ রক্তচেলীবৃতা ; ঘটে, পটে
বিরাজিত কমলা-মূরতি। সধবারা
পরিয়া রঙিন শাটী, দেয় আলিপনা
কক্ষে কক্ষে, গৃহাঙ্গনে, অলিন্দে, সোপানে
—হাসিমুখে গুয়া-পাণ ; মিষ্টরূপরাশি !
গোলায় গোলায় ধান, গোয়ালে গোধন ;
গৃহে গৃহে অতিথির চলিছে সৎকার।

চারিদিকে সুখ স্বস্তি সচ্ছলতা ছবি,
গভীর জ্ঞানের চর্চ্চা, বিদ্যা-আলোচনা।
ধনে মানে জ্ঞানে বঙ্গ করে ঝল্‌মল্‌!
কোথাও কোরাণ-পাঠে মগ্ন মোল্লা কেহ;
গাহিয়া গাজীর গীত ফিরিছে ফকীর;
তরী বাঁধি' কোন ঘাটে গাহিছে মধুরে
যবননাবিক কেহ বৃন্দাবনগাথা!
ধনীগৃহে হইতেছে নিত্যচণ্ডীপাঠ;
এই উৎসবের দিনে, বিষণ্ণ কুটীরে,
একবস্ত্রা রুক্ষকেশী অনাথিনী কেহ
নির্ম্মাণ করিছে সূত্র জীবিকার লাগি',
রুগ্ন শীর্ণ অসহায় শিশুপানে চাহি'
অমঙ্গল অশ্রু আজ সম্বরিছে ক্লেশে।
হেন মঙ্গলের দিনে, কোন গৃহ হ'তে
বিয়োগবিধুর কণ্ঠে উঠিছে রোদন;
কোন গৃহে চলিতেছে নিমন্ত্রণ-ঘটা।
গ্রামের প্রান্তরে লাঠি খেলে যুবকেরা,
হিন্দু ও যবনে মিশে, যেন ভাই ভাই!
বটতলে বসে নাই পঞ্চায়েত আজ,
ছোট-বড় কলহের নিত্য-মীমাংসক;

আজ সেথা বালকেরা করিতেছে সেই
বিচারাভিনয় ;—কেহ রাজা, কেহ বন্দী,
চলিতেছে দণ্ডমুণ্ড অদ্ভুত প্রথায় !
কূটবুদ্ধিসঞ্চারক তাম্রকূট সেবি'
দিতেছে দাবার চাল অতি সন্তর্পণে
বৈঠকখানার দল ; চলিতেছে সাথে,
শ্রান্তিহারী পরনিন্দা ! চণ্ডীমণ্ডপের
অতি-উৎসাহীর দল চক্রান্তে মগন
সেদিনও,—কেমনে নিরীহ পড়সীরে
করিবে সমাজচ্যুত ! বকধর্ম্মী কোন,
দীর্ঘ মোটা ফোঁটা কাটি' ছিপ ফেলি' ঘাটে,
ফিরাইতেছেন মালা ইষ্টমন্ত্র জপি' ;
ঘুরিছে নয়ন-মন শিকারের পাছে !
কোন মধ্যবিত্ত-গৃহে গৃহকর্ম্ম রাখি'
হ'তেছে রহস্যালাপ ননদে বধূতে
কর্ম্মব্যস্ত গৃহিণীর তাড়না ভুলিয়া ;
ব্যতিব্যস্ত পরস্পর কবরী-রচনে
সখীতে সখীতে ;   সখায় সখায় রঙ্গে
হইছে অঙ্গুলীযুদ্ধ,—বলের পরীক্ষা।
হানিছেন রসিকতা অকথ্য ভাষায়

অপোগণ্ড পৌত্র'পরে বৃদ্ধ পিতামহ ;
বিভঙ্গ-দশনপংক্তি হাস্যে উদ্ভাসিছে
উভয় শিশুর ! কর্ণবিমর্দ্দন-রণে
কে না জানে, পিতামহ জয়ী সর্ব্বকাল ?
কোন যুবা সুর-লয়ে করিছে আবৃত্তি
কান্তপদাবলী বৈষ্ণব কবির ; কোথা,
প্রৌঢ় বিপ্র করিছেন মৌনে গীতাপাঠ।
—হেন বহুরূপী বিশ্ব হেরিলা না গোরা ;
পূর্ব্বপরিচিত উহা—চির-অনাদৃত !
আজ তার পূর্ণ দৈন্য করিলা প্রত্যক্ষ
দিব্যচক্ষে ; কাণে এল, মিথ্যার তর্জ্জন
শুভের বিকাশ-পথ আছে রোধ করি' !
উদ্ধারিতে জন্মভূমি আইলা ছুটিয়া ;
পতিত-স্বদেশে সেবি' নির্ব্বাসিত হ'য়ে,
বীর পুত্র ফিরে যথা কারা-ভীতি ভুলি' !

তাই নদীয়ায় ওই হর্ষ-কলরোল !
একে একে, দলে দলে পড়সীরা সবে
বলে,—শচী, নিমু তোর এসেছে ফিরিয়া ;
ওঠ্, অভাগিনী, তোর দুখ-নিশি ভোর !

বয়স্যারা রঙ্গভরে বিষ্ণুপ্রিয়া পাশে
বহিয়া আনিল এই সুখ-সমাচার।
শ্বশ্রূ বধূ জাগিলেন পুলকে সে প্রাতে,
ভাবিলেন, নিশাশেষে ঘুমঘোরে বুঝি
দুঃস্বপন দেখেছেন দোঁহে একসাথে।
—হায় তেজস্বিনী মাতা, তপস্বিনী বধূ,
আহা বৎসহারা, আহা প্রিয়-বিরহিনী,
এ যদি হইত স্বপ্ন, তাও ছিল ভালো!
স্বপ্ন চিরদিন ভালো বাস্তবের চেয়ে।
এতই কি হয় উগ্র নিরাশার তাপ,
আশা যদি মাঝে মাঝে না দেয় ইন্ধন?
নাহি জান, তোমাদের নিমাই, সন্ন্যাসী;
জীবিতে সে মৃত আজ সংসারের কাছে!
আর কি পারিবে তারে ফিরাতে বন্ধনে?
সে নিমাই আর কি গো আছে তোমাদের?
আজি সে যে নদীয়ার;—সমস্ত বিশ্বের!
নাই স্নেহ-পক্ষপাত, মোহ-দুর্ব্বলতা;
ঘর, পর তার কাছে তুল্য মূল্যহীন!
—শুনিলেন যবে দোঁহে সে দারুণ কথা,
বজ্রাঘাত হ'ল শিরে; হাসির বিজলী

তৃতীয় সর্গ

নিমেষে ঢাকিয়া গেল বিষাদের মেঘে ;
আবার সে ধূলিশয্যা হ'ল শুধু সার !

ব্রহ্মচারী গৌরচন্দ্র ; তাঁর পক্ষে এবে
নারীমুখ দরশন, অতি অবিহিত।
কিন্তু জননীর বেলা নহে সেই বিধি ;
জননী, জননী ; নন সামান্যা রমণী !
মাতারে ভেটিতে গোরা করিলেন মন ;
মাতৃসম্ভাষণে সৌম্য চলিলা একক।
তখন প্রভাতসূর্য্য হয়েছে প্রকাশ ;
বহিছে শীতল বায়ু ; গাহিছে পাপিয়া ;
বাঁশবনে উঠিয়াছে মধুর মর্ম্মর।
অস্থিচর্ম্মসার, যেন প্রেতাত্মা শচীর
একাকী অঙ্গনে বসি', হাতে জপমালা !
সব গেছে ; এইটুকু ঘুচে নাই আজো ;
দুই বেলা হরিনাম, তবে অন্য কাজ।
কোন্ কাজ ?—শুধু চিন্তা,—অপার ভাবনা !
হেনকালে কে শুনা'ল,—প্রতিবেশীগৃহে
এসেছেন গোরাচাঁদ ভেটিতে তোমায় !—
ছুটিলেন সেইক্ষণে, আলুথালু বেশে

পুত্রবিরহিনী।—জননীরে প্রণমিয়া
দাঁড়াইলা নতমুখে নবীন সন্ন্যাসী।
দেখিয়া বিদরি' গেল জননীর বুক!
বহু যত্নে অশ্রুজল মানিল বারণ;
আশীর্ব্বাদ করি' পুত্রে, সবলে সাহসে
টলমল মাতৃহিয়া বাঁধিলেন শচী;
স্নেহদুর্গ রাখিলেন সুরক্ষিত করি'!

সুধাইলা গাঢ়স্বরে অভিমানী মাতা,—
নিমাই, কি ধন ল'য়ে ফিরিয়াছ দেশে?—
'ঘরে' বলিবার তাঁর কোন্ অধিকার?
তাই, 'দেশে' এ কথাটি অনেক আয়াসে
উচ্চারিলা স্থির স্বরে! প্রথম সেদিন
মা'র কাছে পরাভূত হইলা নিমাই;
সেই প্রথম বাধিল কণ্ঠ; উত্তরিলা
জড়িত স্খলিত স্বরে,—কই, কিছু নহে।—
মায়ের নির্ব্বন্ধে, শেষে করিলা ব্যাখ্যান
ভাবতত্ত্ব। ক্ষণকাল রহিয়া নীরবে
কহিলেন,—বাহিরিব প্রচারে কখন
দূরদেশে; আর দেখা হয়, কি না হয়!

তাই আসিয়াছি ছুটি' চরণদর্শনে।—
ক্ষণকাল নীরব উভয়ে। দৃঢ়স্বর
শুনি' মাতা বুঝিলেন, অটল সে পণ!
রহিলেন স্তব্ধ হ'য়ে মাতৃ-অভিমানে।
পুত্র ভাবিলেন,—তুচ্ছ, সান্ত্বনার কথা।
তাই দুটি ছল্ ছল্ বিশাল লোচনে
ক্ষুদ্র অপরাধী সম রহিলেন চাহি'
সেই ক্ষেমক্ষমাময় মাতৃমুখ পানে!
তবু টলিলা না মাতা; মনে এল তাঁর
অতীতের কত কথা!—বহুদিন গত,
তখন নিমাই শিশু; একান্ত নির্ভরে
কেমনে আঁকড়ি' ছিল মাতৃবক্ষে মোর!
মনে হ'ল,—কেমনে তখন অনুক্ষণ
শাসনে তাড়নে আর সোহাগে লালনে
আচ্ছন্ন নিমগ্ন করি' রেখেছিনু তারে!
—সে গোরা আমার ছিল; নিতান্ত আমারি!
নিমাই দেবতা আজি, পূজ্য ঘরে ঘরে;
যুটিয়াছে সহচর, অনুচরবল;
নবধর্ম্মপ্রচারক, উন্নত-মস্তক!
—এ গোরা ত মোর নহে!—সে মমতা-পাশ

যে ছিঁড়িল অনায়াসে ; সেই স্তন্য-ঋণ
যে শোধিল এইরূপে, হেন নিঃসংশয়ে,
সে গোরা ত মোর নহে !—আহুতি পড়িল
অভিমানে ; কহিলেন পুত্র পানে চাহি',—
বৎস মোর, বজ্রমন্ত্রে কি ঘোষিলে তুমি ?
লাগিল পরাণে মাত্র ছন্দটুকু তার ;
সংসার সীমার প্রান্তে যে বারতা আছে,
তারি মত ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, বিশাল !
মূঢ় নারী বুঝে তাহা, শক্তি কত তার ?
উঠে যবে নীলাম্বরে গম্ভীর নির্ঘোষ,
ধরাবাসী চেয়ে থাকে অনড়, আড়ষ্ট,
শুধু শূন্য পানে ; নাহি বুঝে, কি সে বাণী,
কি অর্থ তাহার ; শুধু সভয়ে সম্ভ্রমে
অভ্রভেদী সে নিনাদে স্তব্ধ হয়ে থাকে !
তাই আজ প্রত্যুত্তরে সংসারসীমার
ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ কথা হইবে শুনিতে !
বলিতে পাব না আর, রবে না সময় !
বহু আশা করেছিল অভাগিনী শচী
আপন সন্তান পাশে ! তুই রে বাছনি,
আমার গর্ভের ধন ; তুই ত নহিস্

তৃতীয় সর্গ

বন্ধ্যার পালিত পুত্র !—জানে নি যে নারী
দশমাস গর্ভভার, প্রসববেদনা ;
হেরি' পুত্রমুখশশী সে যাতনা ভুলি',
যার স্তনে দুগ্ধধারা ক্ষরে নি সোহাগে ;
সেইক্ষণে গড়ে নি যে সদ্যোজাতে চাহি'
মনোমত ভবিষ্যৎ !—আমি তোর মাতা !
—বহু আশা করেছিল তাই ত দুখিনী !
এক বাঞ্ছা ছিল তার, সিংহাসন পাতি'
আশারাজ্যে ; ভেবেছিল,—পুত্রের সন্তানে
পুত্রের অধিক মানি' আপনার হাতে
তুলিবে মানুষ করি' ; শিখাবে তাহারে
কত কথা, কত খেলা নিভৃতে বসিয়া ;
সেই শিশু হবে তার বার্দ্ধক্যের সাথী !
শিশুহাস্য-আমোদিত আনন্দ-ভবনে
তার শেষদিনগুলি দিবে কাটাইয়া !
কিন্তু বিধি পুত্রগর্ব্বে ধন্য করি' তারে,
দুরাশের পৌত্র-ভাগ্য করিলা হরণ !
নিমাই রে, সেই সাধ পূর্ণ হ'ত যদি !
তার মুখে তোরে হেরি এই পুত্রহারা
প্রবোধ পেত না কিছু ? থাকিত না বাঁচি',

আঁকড়ি' তাহারে এই রিক্ত বক্ষোমাঝে
জুড়াইতে দীর্ণ দগ্ধ প্রাণ ? কিন্তু, বৎস,
চেয়ে ছাখ্, কোথা মোর কিছু নাই আজ ;
অন্ধকার বর্ত্তমান ; শূন্য ভবিষ্যৎ !
তুই ত পুরুষ, তাহে তরুণ-বয়স,
সহস্রের মাঝে রহি' কর্ম্মের উৎসাহে
অনায়াসে বিসর্জ্জন দিবি পুরাতনে ;
পারিবি তুলিয়া দিতে নূতনের হাতে
সারাটি জীবন পুন। কি রহিল মোর ?
শুধু স্মৃতি !—অনাথিনী বালিকারে ল'য়ে
অথর্ব্ব জরায় জরি' তারি আলোচনা !
—ভাঙ্গিল ধৈর্য্যের বাঁধ, টুটিল বিশ্বাস ;
ত্রস্তে মাতা গৃহে পশি' রুধি' দিলা দ্বার।
দেবতা-নিমাই পড়ি' রহিল বাহিরে ;
দুলাল-নিমাই চাপি' বসিল অন্তরে !

বারেক কি স্নেহমোহে ভাবেন নি মাতা ?-
পুত্র তাঁর কোন ক্ষণে রুদ্ধ দ্বার ঠেলি'
দাঁড়াবে সহসা, কাঁদিয়া সাধিবে তাঁরে,—
মা-জননী, ডেকে লও দুলালে তোমার ;

সন্ন্যাস রহিল পড়ি' এ জন্মের মত ;
নিমাই আবার তোর হইল সংসারী !
—বারেক কি দ্বার পানে চান নি কুহকে,
উৎসুক নয়নে, মাতা উন্মুখ শ্রবণে ?
গুরু গুরু বহে শ্বাস, দুরু দুরু বুক ?

উঠিলেন গোরা, বক্ষে বেজেছে আঘাত ;
ঘোর ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেল মাথার উপরে !
কিন্তু যদি একবার নব বনস্পতি
ভূমিতলে করি' বসে শিকড় স্থাপন,
সে যেমন রহে স্থির খর বাত্যাঘাতে,
তেমনি রহিলা গোরা স্থির এ আহবে !
করুণা রাখিল তাঁরে নিকরুণ করি' ;
বিশ্বাস করিল তাঁরে বিশ্বাসঘাতক !
—পতিতের আর্ত্তনাদ লাগিল ধ্বনিতে
বক্ষপুটে ; পাদপদ্ম পড়িল স্মরণে !
বাহিরি' আসিলা বলে মায়াদুর্গ ভেদি' !

ধরিল সকলে,—অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া,
একবার শেষ-দেখা দিয়ে যাও তারে !—

কহিলা নিমাই,—ভাবিও না, বন্ধুগণ,
আপনার প্রতি মোর নাহিক প্রত্যয় ;
সত্যভ্রষ্ট হব তাতে, এই মাত্র ডরি।
বুঝিয়া নীরব হ'ল অন্তরঙ্গগণ।
আর নাহি দেখা হ'ল প্রেয়সীর সনে !

বিষ্ণুপ্রিয়া এই বার্ত্তা পাইলেন যবে,
কহিলা পতিরে চাহি',—আমি ত জানি না,
প্রিয়তম, এত উচ্চে তুমি ! ক্ষুদ্র ওরা,
তোমারে নিন্দিছে তাই !—বন্ধুর মতন,
নিন্দুকেরা বৃহতের সঙ্গী চিরদিন।
কীর্ত্তিরে করিতে দীপ্ত, কুৎসা জ্বলি' উঠে,
বিষ যথা জরি' জ্বলি' বাড়ায় অজ্ঞাতে
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গৌরব। নিম্নে রহি',
ভাবে সমতলবাসী অবহেলাভরে,—
ওই ত মেরুর চূড়া ; এত কি উন্নত !—
উঠে যে, সেই সে জানে কত দূরে তাহা।
যা বলে বলুক্ ওরা ; জানি আমি বেশ,
ভালবাস তুমি মোরে ; কিন্তু, সত্য আজ
প্রিয়তর তোমার নিকটে ; তাই আজ

দেখা দিলে পরীক্ষায় মহত্তর হ'য়ে
প্রিয়ার নিকটে! এতদিনে বুঝিলাম,
গৃহে গৃহে কেন পূজে তোমারে, দেবতা!
ধূলির অধম আমি, বাসনা-বাতাসে
নির্ব্বাণ করিতে চাই তব পুণ্যশিখা?
তোমারে পাইতে চাই ক্ষুদ্র তৃপ্তি মাঝে?
থাক তুমি আপনার উত্তুঙ্গ শিখরে
শত শত হৃদিপদ্মে সিংহাসন পাতি'!
কে আমি, তোমার পদে কুশাঙ্কুর সম
বিঁধিয়া রহিব সাথে; করিব পীড়ন?
তুচ্ছ করে' যাও মোরে, নাহি দুঃখ তাহে।
চাহি না তোমারে আর; এই ভাগ্যবতী,
পতি-ভাবে পাইয়াছে তোমারে, সুন্দর,
জীবনে মরণে! ধন্য আমি, তৃপ্ত আমি
এই ভাবি',—পেয়েছিনু তোমারে একদা,
হে দেবতা, এই দুটি ক্ষীণ-বাহুপাশে!
সুকৃতি হারানো ভালো, না পাওয়ার চেয়ে।
এই মোর নারী-গর্ব্ব, স্ত্রীর অধিকার,—
দিয়েছিনু মুগ্ধ করি' সর্ব্ব-সমর্পণে
দুর্জ্জয় হৃদয়! খেলেছিনু হেলাভরে

তব স্নেহ মোহ দৈন্য দুর্ব্বলতা ল'য়ে !
আজ সেই বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-গরবিনী ;
নহে পতি-সোহাগিনী সামান্যা রমণী !
সম্ভাষে সবাই মোরে কাঙ্গালিনী বলি' ;
কি জানে উহারা, তুমি যে করেছ তারে
কোন্ ধনে ধনী !—রয়েছে ভাণ্ডারে তার,
বিবাহিতজীবনের সুমঙ্গল-স্মৃতি !
—আর না সরিল কথা ; ধৈর্য্যের প্রতিমা
ভাঙ্গিয়া পড়িল ধীরে ধূলিশয্যামাঝে !
সে অবধি, পতিব্রতা লুকায়ে লুকায়ে
ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভিল নিষ্ঠায় নিয়মে।

চতুর্থ সর্গ

শিক্ষক

দিনকয় গেলে, শচী নিজ দশা ভুলি'
অনাথা বধূর লাগি' হইলা ব্যাকুল।
শিহরিলা শ্বশ্রূ পশি' বধূর মন্দিরে;
চাহি' শীর্ণ মূর্ত্তি পানে কহিলেন শচী,—
উঠ মা, উঠ মা; অভাগিনী, অনাথিনী,
এই ছিল তোর ভালে? দলিত-কুসুম,
মা আমার, আয়্ কাছে; আয়্ সাধ্বী, আয়্
এই দীর্ণ মাতৃবক্ষে; তোর হারানিধি
পারিবে না দিতে তোরে আজি কাঙ্গালিনী;
হেন কিছু নাই মোর,—জুড়া'ব যা দিয়া
সংসার-আতপদগ্ধ তোর ভাঙ্গা বুক!—
নিঠুর নিমাই, এই ছিল তোর মনে?
দোষী যদি হ'য়ে থাকি, দে শাস্তি আমারে;
কি করেছে তোর এই অবলা অখলা?

ওরে মোর বধূলক্ষ্মী, ওরে উপেক্ষিতা,
মাতার সোহাগী, ওরে পিতার দুলালী,
এরি লাগি' এনেছিনু সাধ ক'রে তোরে
নন্দনের ফুলরাণী, হাসির প্রতিমা,
সোহাগের স্বর্গ হ'তে বৃন্তচ্যুত করি' ?
যা ফিরে আবার সেই প্রিয় পিতৃগৃহে ;
কি লাগিয়া, রহিবি এ বিকট শ্মশানে ?—
উত্তরিলা বিষ্ণুপ্রিয়া,— বুঝি না কি তাহা,
ধৈর্য্যের প্রতিমা,—বুক যেতেছে বিদরি',
তবু দেবী, মাতৃহৃদি পাষাণে বাঁধিয়া
আসিয়াছ প্রবোধিতে দুহিতারে তব !
এ মমতা, এ যতন সহিব কেমনে !
কিন্তু মা গো, ওই মুখে তিরস্কার কেন ?
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !
এই ভিক্ষা পদে, তাঁরে নাহি দিও দোষ !
আরো এক আছে ভিক্ষা,—ঠেলিও না যেন
দুহিতারে ওই তব পাদপদ্ম হ'তে ;
সেবিবে ও পা'দুখানি চিরদিন দাসী ।
শৈশব-নন্দন হ'তে, বৃন্তচ্যুত করি'
যত্নে যারে আহরিলে, কেমনে ফিরাবে

সেথা তারে ? ছিন্নগ্রন্থি লাগিবে কি জোড়া ?
যে দলটী ঝরে' গেছে, মুঞ্জরিবে তা কি ?
যে অতীত হ'য়ে আছে সুদূর স্বপন,
প্রত্যক্ষের মাঝে সে কি আর দিবে ধরা ?
বহু শূন্য, ব্যবধান পড়ে' গেছে মাঝে ;
একাল আর কি মেশে সেকালের সাথে ?
ছার, রমণীর মনে চির-মুক্তিনেশা ;
বন্ধনেই মুক্তি তার—সব সার্থকতা !
এ দুর্দিনে, এস মাতা, বড় কাছাকাছি,
এক অন্ধকারতলে থাকি দুটি প্রাণী !

ক্ষণেক নীরব রহি', কহিলেন শচী,—
ভিক্ষা আছে আমারো, মা, তোমার নিকটে ;
অকালে এ তপশ্চর্য্যা ছাড়্ বাছা তুই,
আপনারে এ নিগ্রহ সহিবে না তোর,
কুসুমকোমলা বালা !—প্রার্থনা আমার
হইবে পূরা'তে ! আয়তির চিহ্ন, ও যা
রেখেছিস্ নামে মাত্র, জানি না কি তাহা
ভুলাইতে আপনারে, ভাঁড়াইতে মোরে ?—
বিষাদমলিন মুখে হাসি দেখা দিল,

ঘনমেঘাবৃত নভে রৌদ্ররেখা যেন !
বাষ্পচ্ছন্ন নেত্র-অভ্রে খেলিল সে হাসি
ইন্দ্রধনু সম ! উত্তরিলা বিষ্ণুপ্রিয়া,—
এরি লাগি' এ নির্ব্বন্ধ ! জান না কি, দেবী
সুখ, সুষুপ্তের স্বপ্ন ; দুঃখ, জাগরণ ?
দুঃখ নহে দুঃখ শুধু, দুঃখ, বড় সুখ।
চির-অনূঢ়া কি জানে স্বপ্নেও,—কি সুখ,
আপন সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য শক্তি স্বস্তি সঁপি'
স্বর্গভ্রষ্ট আগন্তুকে স্বর্গ-সুখ দান !
মহত্ত্ব দেয় না ঘন উদাত্ত বেদনা
যে সকল আশুতোষ লঘুপ্রকৃতিতে,
সুখী তারা ; মনুষ্যত্ব, দুঃখের নিদান।
মূঢ় নারী বুঝিয়াছি যাহা,—দুঃখী তিনি,
ধন্য তিনি ! তুলনায় এ কৃচ্ছ্র আমার
তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ ;—সাধে কি যোগিনী আ
—শুন, মাগো, সবি মোর গেছে ফুরাইয়া,
আমারে সুখের স্বপ্ন দেখায়ো না আর !
তখন বিশীর্ণ সূর্য্য অস্তে নামিয়াছে ;
মুদিয়া আসিছে দীপ্ত দিবসের আঁখি ;
নলিনী, মলিনা সরে ; বাজিছে সর্ব্বত্র

চতুর্থ সর্গ

বিষাদের ক্লান্ত সুর ; ঝরিছে বিবশা
বকুলসুন্দরী !—এদিকে আঁধার কোণে
সেই দণ্ডে লুটি' দুটি নিরাশ্রিতা লতা
গলাগলি বাঁধি' ভূমে রহিল পড়িয়া !

কে রোধে সতীর পণ ?—সেবা, ছিতে, আর
সুদুশ্চর 'বারমাস্যা'-ব্রত আচরিয়া
হয়েছিলা দিনে দিনে কৃশা তপস্বিনী,
রবির কিরণদগ্ধা সূর্য্যমুখী-হেন,
পতির জ্বলন্ত স্মৃতি অন্তরে জ্বালিয়া।
পতিপ্রেম মিশেছিল বিশ্বপতি-প্রেমে !

শেষ-দেখা দিয়ে মায়ে ফিরিলেন গোরা
আশ্রমে যখন, নিতাই শুনিলা সব ;
কহিলেন গৌরচন্দ্রে পরুষ বচনে,—
এই বুঝি দয়া তব, দয়ার ঠাকুর !
তুমি না আর্ত্তের বন্ধু ? কে মানিবে হেন
মাতৃঘাতী পত্নীত্যাগী কঠোর ধার্ম্মিকে !
—নিতাই, রমণী সম করুণ কোমল,
কহিতে কহিতে কণ্ঠ এল জড়াইয়া !

উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—ভ্রান্ত তুমি, ভাই,
আমি নহি সংসার-বিরোধী ; গৃহাশ্রম,
জেনো, ন্যূন নহে কোনমতে ; শিক্ষা মম,
রাখিও স্মরণ,—সংসার যাহার কাছে
মহত্তর আদর্শেরে রাখে গুপ্ত করি',
বৃহত্তর সাফল্যের হয় অন্তরায়,
প্রশস্ত কর্ত্তব্য-পথ খর্ব্ব করি' দেয়,
তারি পক্ষে ত্যাগ শ্রেয়, ভেক আবশ্যক।
হে নিতাই, অভিপ্রায় রহিল আমার,
করিও সংসারধর্ম্ম, হবে যবে মতি।—
কহিলা নিতাই,—আপাতত আজ্ঞা কর,
তব জননীর সনে করিব সাক্ষাৎ।
পুত্র হ'য়ে পুত্রহারা জননীর প্রাণে
আনিব সান্ত্বনা।—গম্ভীরে কহিলা গোরা,—
আমার জননী, তিনি তোমারো জননী।
কহিও মায়েরে, ভাই, অপরাধী আমি,
মার্জ্জনা করেন যেন অকৃতি সন্তানে।—
আরো কারো কাছে আছি গুরুতর দোষী ;
তা'রে বলিবার যোগ্য আছে কি বচন ?
সান্ত্বনা হারায়ে যায় তার দশা স্মরি' !

চতুর্থ সর্গ

—বলিতে বলিতে কথা, করুণার জলে
ভরিয়া আসিল দুটি কমল-লোচন।

তার পর, একদিন সবার অজ্ঞাতে
চলিলেন নিত্যানন্দ ভেটিতে শচীরে ;
হইলেন উপনীত শ্রীহীন আলয়ে,
একেবারে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া শচীরে
দাঁড়াইলা অবধূত দ্বারপ্রান্তে গিয়া ;
হেরি' সেই রুক্ষ শুষ্ক বিষাদ-প্রতিমা
কাঁদিলা অন্তরে ; দূর হ'তে প্রণমিয়া
কহিলা গদগদকণ্ঠে, ওগো পুত্রহারা,
আমিও যে মাতৃহীন শিশুকাল হ'তে,
পুত্র বলি' ডেকে লও পরের সন্তানে !
—এত বলি' আপনার দিলা পরিচয়।
ত্রস্তে বাহিরিলা শচী, কহিলা সাদরে,—
এস বৎস মোর, চিরজীবী হও তুমি !
দয়াল নিতাই, শুনিয়াছি তব গুণগ্রাম ;
এই ত তোমার যোগ্য কাজ ! এস বৎস,
আত্মপর মিছে কথা ; শোণিতবন্ধন
শ্লথ হয় ; তাই গুরু, হৃদয়-সম্বন্ধ ;

প্রাণের মিলনে জীয়ে সব আকর্ষণ !
সেই টানে ঘুরে, ফিরে ভাব-পুত্তলিকা !
তারি অভিষেকে পর হয় আপনার !
নহ তুমি মাতৃহীন, আমি মাতা তব ;
এ বিদীর্ণ বক্ষ, হোক্ তোমার আশ্রয় !
উত্তরিলা নিত্যানন্দ,—ধন্য আজি আমি !
তা'ই হোক্ ; পুত্রহীনা দিব না থাকিতে
ল'য়ে বার্দ্ধক্যের সাথী দুর্ভাবনারাশি,
শূন্যগৃহে ক্ষুণ্ণপ্রাণে তোমারে, কল্যাণী !
অবসাদ করি' দূর, হিয়ারে জাগাও ;
বার্দ্ধক্যের যষ্টি তব গেছে যা হারায়ে,
তেমনটী কোথা পাবে ? তেমন কি হয় ?
ক্ষীণ হোক্, ক্ষুদ্র হোক্, যে নির্ভরটুকু
পেয়েছ বুকের কাছে, লও যত্নে তুলি'
ধূলি ঝাড়ি' আজ তারে ; শোন মাতা, পুত্র
তব নহে পৃথিবীর ; জানি আমি তারে,
মেঘের মতন তার উর্দ্ধে শুধু স্থান,
কাজ তার, বরিষণে করিবে শীতল
তৃষিত তাপিত এই বিপুল নিখিল !
পৃথিবীর প্রান্তে তারে নামিতে দেখিয়া,

চতুর্থ সর্গ

সংসার পাতিয়া ফাঁদ প্রবল আগ্রহে
ধাইল ধরিতে যবে, অমনি পলকে,
মুক্তির তুমুল হর্ষে ঊর্দ্ধে সে পালা'ল।
ধরায় নামিয়া, ছিল সেথা যত সুধা,
নিঃশেষে করিয়া পান, পুলকিত-প্রাণ,
গণ্ডির সীমান্তে আসি' দাঁড়া'ল ক্ষণেক
তৃপ্তি মানি'; যবে জানিল, মিটে নি তৃষা,
ধূ ধূ অকূলের পানে ধাইল নয়ন;
দেখিল, দিগন্তব্যাপী স্বতন্ত্র জগৎ
ক্ষীরোদসমুদ্রসম দুলিছে নিকটে;
তার মাঝে ঝাঁপিল সে অমৃতের লোভে।
চিরদিন বন্ধনের ছিল সে অতীত;
তাই, দেবী, বুঝ নাই, আজিও তাহার
সুগভীর হৃদয়ের সকল রহস্য!
হৃদিহীন, সে বড়ই সহৃদয় বলি';
উদাসীন, সে যে বড় প্রেমিক বলিয়া!
কোমলে কঠিনে তেজে গড়া সে প্রকৃতি।
ভাবপ্রসূনের ঘায়ে যেই মূর্চ্ছা যায়,
সে পুন মেরুর মত কঠিন, অটল;
সিংহ সম পরাক্রমে, দুষ্কৃতিদলনে

সে নহে পাষাণ, মাগো, সে শুধুই বীর!
সম্ভোগে বিরক্ত শ্রান্ত, সে বটে ছাড়ে নি
ধূলির মতন, পেয়ে প্রমোদ-প্রাসাদ,
ক্রীড়া-শৈল, লীলোদ্যান, কেলী-সরোবর,
উগ্র ব্যসনের সজ্জা, বিলাস-সম্ভার,
অখণ্ড রাজশ্রী সনে দোর্দণ্ড প্রতাপ ;
—কিন্তু সে ছাড়িল পেয়ে, তা হ'তে বিষম,
ততোধিক প্রাণহারী নেশার আস্বাদ,
নাহি যাহে অবসাদ, নিত্যনব সেই
গৃহস্থের গৃহ-সুখ ! সে মিষ্ট আবেশ
কোথা রাজভোগে ?—বন্দীপাশে, বিনাশঙ্কে
দৃঢ়বদ্ধ সিংহদ্বার মানে পরিহার,
কুটীরের বেড়াজাল দেয় পথে কাঁটা !
সে নহে পাষাণ, দেবী, সে শুধুই বীর !
তোমা দোঁহাকার তরে অশ্রুজলে রচি'
মোরে দিয়া পাঠা'ল সে এই অভিজ্ঞান,—
কহিও মায়েরে, ভাই, অপরাধী আমি,
মার্জ্জনা করেন যেন অকৃতি সন্তানে।—
আরো কারো কাছে আছি গুরুতর দোষী,
তারে বলিবার যোগ্য আছে কি বচন ?

সান্ত্বনা হারায়ে যায় তার দশা স্মরি' !
—নিতাই থামিলা ত্রস্তে, দেখিলা চাহিয়া,
শচীর পড়িছে শ্বাস, কাঁপিছে অধর ;
রহিলা কাতরে চাহি' জননীর পানে
অপরাধী শিশুসম ; সে সরল মুখ
বিচ্ছেদ ভুলায়ে প্রাণে বাৎসল্য জাগা'ল ;
নিঃশব্দ-সোহাগে শচী লাগিলা বুলাতে
কম্পিত অঙ্গুলীগুলি নিতায়ের মাথে।
সে নির্ব্বাক্ আশীর্ব্বাদ লাগিলা ভুঞ্জিতে
সমস্ত হৃদয় দিয়া ধ্যানস্থ নিতাই।
সে অবধি, নিত্যানন্দ সংসারীর মত,
রহিলা স্নেহের কাছে স্বেচ্ছাবন্দী হ'য়ে।

এর মাঝে, নদেবাসী নবীনযৌবনা,
রূপব্যবসায়ী এক পরমারূপসী
রমণীমোহন রূপ হেরিয়া গোরার,
মজিল অভাগী ; দিন দিন, পলে পলে,
হইতে লাগিল দগ্ধ অন্তরে অন্তরে।
ঘুচাবার নহে তাহা—বুঝাবার নহে !
কত ছল-ছিদ্র খুঁজি' লুকায়ে লুকায়ে

হেরিত সে গৌরচন্দ্রে ! এতদিনে তার
নিজ নীচবৃত্তি প্রতি উপজিল ঘৃণা ;
প্রেমে নিভে গেছে কাম অজ্ঞাতে আপনি !
কিন্তু ক্রমে গুপ্ত তৃষা লাগিল বাড়িতে,
সংযম ভাসিয়া গেল ; দরশনে আর
নাহি মিটে আশা। অসম সাহস এক
করিল নির্লজ্জা !—একদা সুযোগ খুঁজি'
গোরার বিশ্রামকালে একা পেয়ে তাঁরে,
গৃহে গেল ত্বরা ; সেই প্রথম জানিল
প্রণয়সন্তাপকৃশা, তৃষায় বিবশা,
সুগঠিত, এবে ক্ষীণ তনুসন্ধি হ'তে
মঞ্জীর কঙ্কণ কাঞ্চী খসিছে আপনি !
ঝঙ্কৃত সে অলঙ্কার ঘুচায়ে ঝটিতি,
তরুণ তাম্বুলরাগ চারু অধরের
করিল বিলোপ ; ইন্দিবরবিনিন্দিত
লোচনের রঞ্জন অঞ্জন-চিহ্ন মুছি',
প্রক্ষালিল চরণের অলক্ত-গৌরব ;
যত্ন-অবিন্যস্ত কেশ যত্নে আবরিয়া
বিরূপ উষ্ণীষে, পীনবক্ষ লুকাইল
আপাদলম্বিত নাতিস্থূল নিচোলের

সতর্ক বিন্যাসে! নিমেষে এ বেশে ফিরি'
প্রমত্তা, পুরুষ-বেশে ভেটিল গোরারে!

সেদিন আকাশে হয়েছিল বড় শোভা!
যেন নীল নভপটে সুর-চিত্রকর
সফেদ মাখাতেছিল; সেদিন পটের
রশ্মি' শুদ্ধ মধ্যদেশ, রেখেছিল ফেলি';
ক্ষরি' ক্ষরি' দ্রব-শ্বেত সেই ফলকের
চতুর্দিক হ'তে, ছিন্ন-ভিন্ন, আঁকা-বাঁকা,
দিগন্তের পানে বেয়ে এসেছে নামিয়া;
না স্পর্শিতে চক্রবাল, থামিয়াছে ধারা
নিঃস্ব হ'য়ে যেন। সে আকাশ পানে চাহি'
ভাবিল মোহিতা,—আজ দেবপূজা-দিন!
অমনি বহিল বায়ু স্ফীতবক্ষে ধরি'
চাঁপার সৌরভ সনে ঘুঘুর সুরব!
সে মাতাল বায়ু কর্ণে কহিল গুঞ্জরি',—
আমরা সহায় তোর, যা চলি', রে ভীরু!—
আশায়-নিরাশে ভক্ত ভেটিল আরাধ্যে।
একদৃষ্টে গৌরচন্দ্র রহিলেন চাহি'
আগত কিশোর পানে; কহিলা সাদরে,—

কি প্রার্থনা মোর কাছে, কহ নিঃসঙ্কোচে।—
উত্তরিল দুরাকাঙ্ক্ষ,—লহ মোরে ডাকি'
তব প্রেমে, হে প্রেমিক, এই ভিক্ষা পদে!—
উত্তর করিলা গোরা,—এই কান্তরূপ,
এই কোরকবয়স, নহে তপস্যার ;
ভাবিও না মোরে, আসিয়াছি নবদ্বীপে
গৃহে গৃহে ভাঙ্গাইতে মিলন-স্বপন!—
উত্তরিল ছদ্মবেশী,—প্রভু, সত্য কহি,
আপনা বলিতে বিশ্বে কেহ নাই মোর!
—বলিতে বলিতে কথা, উঠিল কাঁপিয়া
অধরপল্লব! কহিলা সাগ্রহে গোরা,—
এস তবে, অনাদৃত, দীনের আশ্রয়ে!—
শুনি', মর্ম্মে মর্ম্মে হ'ল কৃতার্থ রঙ্গিনী ;
কহিল কাকুতি করি',—দিবে মোরে প্রেম,
হরির শপথ ল'য়ে কহ, প্রেমময়!—
অন্ধভক্তি-উদ্বোধিত বালকসুলভ
হৃদয়-উচ্ছ্বাস ভাবি', হাসিলেন গোরা ;
কহিলেন সকৌতুকে তুষিতে তাহারে,—
করিলাম অঙ্গীকার, হে প্রিয়দর্শন!
কিন্তু ভাবিতেছি, হেন রমণীসুলভ

রমণীয় নমনীয় কান্তি, দিন দিন,
শুকাবে না অনভ্যস্ত কৃচ্ছ্রে অনিয়মে ?—
ভাবিতে লাগিল নারী ; কল্পনা-কুহকে
হেরিল সে, স্বর্গ যেন এসেছে নামিয়া,
একটী সোপান মাত্র আছে ব্যবধান !
—বাঁধিবে না বুক আজ পার হ'তে তাহা ?
সে সাহসটুকু যদি নাই তার প্রাণে,
স্বর্গের দুরাশা সেথা পুষেছে সে বৃথা !
স্বীয় নারী-সৌন্দর্য্যের মুগ্ধ-গুণগান
শুনিতে লাগিল মুগ্ধা,—সর্ব্বত্র কাঁপিছে
গোরার অমিয়কণ্ঠে সদ্যস্নাত হ'য়ে !
সেইক্ষণে ছদ্মবেশ ত্রস্তে উন্মোচিয়া
দাঁড়া'ল সম্মুখে এক মোহিনী তরুণী !
—অমনি বিনত-স্বর্গ উর্দ্ধে উঠি' গেল !
চমকি' সরিলা গোরা, নৃপ পরীক্ষিৎ
হেরি' আপনার পাশে তক্ষকে সহসা,
চমকি' সরিয়াছিলা বুঝি এইরূপে !

গ্রীবার বঙ্কিম ভঙ্গী ; ভৃঙ্গ যেন বসি
দূরস্থিত শ্বেতপদ্মে—তিল-কলঙ্কিত

গৌরাঙ্গ

গৌর-আননের রাগরঞ্জিত রক্তিমা ;
থর থর অধর-রঙ্গিমা ; লীলায়িত
অবন্ধ-কেশের ছটা, গন্ধামোদী ঘটা ;
বিলুণ্ঠিত-অঞ্চলের ললিত বিন্যাস ;
টলমল-হৃদয়ের আন্দোলন-লীলা ;
ভাবে ঢুলু ঢুলু লোল-কটাক্ষের ঠাট
—পলকে প্রণয়গর্ব্বে উঠেছিল ফুটি',
পলকে পড়িল লু'টি প্রত্যাখ্যান-লাজে !
—সংজ্ঞা লভি', সাধিল শঙ্কিতা করপুটে,
অবিলম্বে নতজানু, ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে,
দীননেত্রে, সকাতরে !—চাতকিনী যেন
সুদূর নীরদ পাশে মিনতি জানা'ল !
নন্দিত প্রকৃতি মাঝে, সুমন্দ সমীরে,
অসম্বৃত কেশভার, চিকণ কুঞ্চিত,
সর্ব্বাঙ্গে পড়িল ছেয়ে, মধুর নিবিড়
সুখ-বিষাদের মত ! নয়নের প্রান্তে,
কজ্জলের লুপ্ত-রাগ হ'ল প্রতিভাত,
নিরাশ-প্রেমের যেন স্বহস্তরচিত
মোহন কলঙ্কলেখা ! নিস্তব্ধ নির্জ্জনে,
সুন্দরীর মুখপদ্ম হ'ল পরিস্ফুট

চতুর্থ সর্গ

ছলছল ঢলঢল পেলব-শোভায় ;
বাজিল করুণতর, নারীর প্রার্থনা !
ললিত কম্পিত কণ্ঠে কহিল যুবতী,—
ক্ষমা কর অপরাধ ! সত্যসন্ধ তুমি,
সত্যবদ্ধ হইয়াছ, রাখিও স্মরণ !
কিন্তু নাহি বলি তাহা ; কিছু নাহি বলি !
শুধু, একবার—একবার বল শুধু,
ভালবাস অভাগিনী স্বৈরিণীরে ! আর,
যে উচ্ছল অনুরাগে ভক্তে দাও কোল,
এই ভক্তে সে সৌভাগ্যে দাও অধিকার !
ও অধরবিম্ব, আমি জানি, কোথাকার !
দেবতার উপভোগ্য নন্দনের যাহা,
এও জানি ভালমতে, পতিতার তাহা
কাম্যের অতীত ! দূর—বহুদূর হ'তে
ধন্য হব পেয়ে তার শুধুই সুঘ্রাণ !
কিম্বা, তাও নাহি চাই ; কহ মোরে এই,
দয়া যদি নাহি হয়, ঘৃণার আক্রোশে,
সুকঠিন পরিহাসে অথবা হেলায়,—
মুখরার ভালবাসা করিলে গ্রহণ !
—সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, জানিতে চাব না।

কেহ জানিবে না এই দয়ার কাহিনী,
দয়ার ঠাকুর! কলঙ্কিনী নাহি চাহে
করিতে তোমারে হীন, জগতের কাছে;
লোককর্ণ-অন্তরালে এ তৃষিত তরে
শ্রীমুখে ফুটুক্ আজ একটী বচন;
ঘৃণ্যপ্রাণ চির তরে ধন্য হবে যাহে।—
গলিল না, নামিল না মেঘ; শুধু তার
নিহিত নিশিত বীর্য্য উঠিল ঝলসি'।
সে উদ্দীপ্ত অতর্কিত তেজ, ফেলে বুঝি
ভস্মসার করি' সেই খর-কম্পিতারে!
পলাইল চাপলিনী, কুহকে যেমতি!
নিঃশ্বাসি, চাহিয়া উর্দ্ধে উচ্চারিলা গোরা,—
কেন এ পরীক্ষা, প্রভু? এখনো কি হায়,
ঘুচে নি সংশয় ভৃত্যোপরে? অভিমানে
দেখা দিল পূতধারা ভক্তের নয়নে।

পরদিন, নদীতটে বসি' সে গণিকা
একান্তে আপন মনে আলোচিতেছিল
যৌবনের ইতিবৃত্ত।—কি করেছি, আহা;
— এ জীবন আরম্ভিনু কখন প্রমাদে!

চতুর্থ সর্গ

চেয়েছিনু স্বাধীনতা, চেয়েছিনু ধন,
সহস্রের চাটুবাণী, নিত্য নব নব
হৃদয়-মৃগয়াজয় !—পেয়েছিনু সব।
তীব্র হ'তে তীব্রতম সুখে উঠিলাম ;
কই সুখ ?—মরীচিকা ছলিল তৃষিতে !
গেল শেষে জয়ে নেশা, উপার্জ্জনে তৃষা ;
এত অর্থ, এই রূপ, এমন যৌবন,
ত্যজিতে অক্ষম ; কিন্তু বহিতে কাতর !
নিমগ্ন আকণ্ঠ পঙ্কে ; কখন সহসা,
ফুটিল প্রেমের পদ্ম সে পঙ্ক উজলি' !
কোথা কাম্য ?—ছিল কাছে ; হ'ল বহুদূর !
তবে এবে ফিরে যাই পুরাতন পথে ?
—তার চেয়ে মৃত্যু ভাল ! যাব তাঁর কাছে ?
তাও পারিব না ; ভাবিলে তা ক্ষিপ্ত হব !
সব ভুল চেয়ে, মোর সেই ভ্রম ভারি।
কি করিতে গিয়াছিনু ? কা'রে চেয়েছিনু
করিবারে কলঙ্কিত ?—না, না, থাক্ থাক্
নিদারুণ ঘটনার ব্যর্থ আলোচনা।
প্রতিশোধ !—প্রতিশোধ নিব দুর্ম্মতির !
—এত বলি' স্বীয় কণ্ঠ ধরিল চাপিয়া

সবেগে সবলে ; মনে হ'ল বার বার,
জাহ্নবীর স্নিগ্ধধারা পাপতাপহারী !
—চকিতে দাঁড়াল নারী ; বসিল আবার।
কহিল,—মরিব কেন ? মরণ ত শেষ !
প্রতিশোধ আছে বাকী।—গৃহে গেল ফিরে ;
মুড়াইল চাঁচর চিকুর ; ভেক ল'য়ে
একবস্ত্রে চিরতরে হ'ল দেশান্তরী।
ভাবিল, বেড়া'ব পথে ; দৈবে পাই যদি
বিধাতার কৃপাহস্ত,—আসে তুলিবারে
মোর সম সরীসৃপে অন্ধকূপ হ'তে !—
কতবার মনে হ'ল, ভেটিতে গোরারে
এ যাত্রা বিচিত্র, নব কামসিদ্ধি লাগি' !
পারিল না কালামুখ দেখাইতে আর ;
পরবশ চিত্তেরি বা কি এত বিশ্বাস !
—পাবে কি সে পরিত্রাণ ! অজগর-পাপ,
খর্ব্বকায় জ্ঞাতিকুলে গ্রাসি' কি সমূলে
না পারি' করিতে জীর্ণ, নিজেও মরিবে !

চলচিত্ত হরিদাস, শুনিলেন গোরা,
যায় নিত্য ভিক্ষাছলে মাধবীর দ্বারে !

দেখিলা ললাটে তার সুস্পষ্ট খোদিত
লুক্কায়িত লালসার জারিত-কালিমা ;
করিলা প্রত্যক্ষ তার আকারে-প্রকারে
দোষীর সঙ্কোচ-দৃষ্টি, অস্বচ্ছন্দ-ভাব !
জানিতেন মাধবীরে সুবিধবা বলি',
যুবার চরিত্রে দৃঢ় হ'ল অবিশ্বাস ;
যুবতীর গৃহে যেতে করিলা বারণ
সনির্ব্বন্ধে তারে।—যবে জানিলা, প্রমত্ত
হরিদাস মানিছে না নিষেধ তাঁহার,
অগ্নিমূর্ত্তি গোরা, করিলা বর্জ্জন তারে।
উপরোধ-অনুরোধ মানিলা না কারো।
কহিলেন সবে,—ভেবো না কঠোর মোরে ;
আমি কি জানি না, নারীরত্ন তাঁরি দান,
অপচিত নিখিলের উপচয় তরে ?
আমি কি জানি না, গৃহকোণে বিবাসিনী,
নিষ্ঠাবতী গৃহলক্ষ্মী সেবাপরায়ণা
কল্যাণীরা রাখিছেন সংসার কুলা'য়ে ?
তাঁহাদের পুণ্যে প্রেমে পাপী সাধু হয় !
তাঁদের লাবণ্যপুঞ্জে জ্বলে যে অনল,
সোণার সৌন্দর্য্যস্বপ্ন ফলে তার মাঝে।

আছে বটে বহু ভ্রান্ত, যাদের বিচারে,
নারী শুধু বিলাসের প্রিয় প্রসাধন,
গৃহস্থালী চালনার যন্ত্র অনুপম,
কিম্বা, ক্ষণ-সোহাগের সৌখীন খেলানা !
স্বভাবগরিষ্ঠ নারী,—যারা নাহি মানে,
রমণীচরিত্র যারা সংশয়ে নেহারে,
যারা ভাবে, এ জগতে জননীর জাতি
উচ্চাঙ্গের সাধনায় অনধিকারিণী,
মানবীর গর্ভে তারা লভে নি জনম ;
মানুষী তাদেরে দিয়ে বুকের শোণিত
তোলে নি মানুষ করি' ! দীনহীন তারা।
হাঁ মানি, পুরুষ শ্রেষ্ঠ রমণী হইতে
সুদুর্লভ কর্ম্মে, ধর্ম্মে, প্রতিভা, প্রতাপে।
কি ক্ষতি তাহায় ? নারী ধন্য নিজগুণে !
পরুষ পৌরুষে যেন না করে সে লোভ !
নারী শ্রেষ্ঠ এই গুণে,—সে যে অনায়াসে,
স্বীয় শুভ অধিকারে পায় অধিকার।
পুরুষের গুণপনা করিছে নির্ভর
বাল্যাবধি সাধুসঙ্গ, শিক্ষা ও শাসনে !
অবলেরে পুষ্ট করি' বিশেষ প্রসাদে,

প্রবলেরে সে দানে বঞ্চিত রাখি', তাঁর
বিচারের তুলাদণ্ড তুলিছে সমান।
কিন্তু অবিমিশ্র শান্তি কোথা এই ভবে!
সব মঙ্গলের শিরে সূক্ষ্মসূত্রে বাঁধা
ঝুলিতেছে অশুভের সংহার-কৃপাণ!
অমূল্য চরিত্র-ধন, কৃপণের প্রায়
তাই রক্ষণীয়; তিলেকের অযতনে,
ধনী দীন হ'য়ে যায় চিরদিন তরে!
মানসিক অধঃপাত, তাও তুচ্ছ নহে।
অসার্থক হীনচিন্তা ক্ষান্ত নাহি থাকে;
বাহিরে সহস্র কাজে চুপে দেয় ছাপ,
অভিশাপ-শ্বাস! শেষে, হয়ে যায় তা'ই
দ্বিতীয়-স্বভাবসম, অস্থিমজ্জাগত।
তার পরে, ভেবে দেখ, হরিদাস প্রতি
দণ্ড নয়, হইয়াছে মহিমা অর্পিত;
সহিবে সে ভক্তদের দুঃসহ বিরহ!
সেই আত্মত্যাগতাপে হবে সে উজ্জ্বল
অগ্নিতেজে বিশোধিত কাঞ্চনের প্রায়।
একের উৎসর্গ ভালো দশের কল্যাণে।
এই ভাবি' পরিত্যক্ত দুঃখে হবে সুখী,

তার দ্বারা হয় নাই দল সংক্রামিত ;
তার দোষে, সম্প্রদায় হয় নি নিন্দিত।

প্রিয় শিষ্য দামোদর কহিলা তখন
গোরারে চাহিয়া,—সাবধান করি তোমা,
যে ব্রাহ্মণসুতে তুমি করিছ পালন,
দরিদ্রা সুন্দরী এক যুবতী বিধবা
মাতা তার ! কে জানে, ইহাতে উঠিবে না
উর্ব্বরমস্তিষ্কদলে কোন কাণাকাণি ?—
হাসিয়া কহিলা গোরা,—কি ভয় তাহাতে ?
সত্যের সেবায় মানিতে হ'বে না কিছু।
নিন্দা যার কর্ত্তব্যেরে, যার প্রকৃতিরে
করিবারে পারে দীন, নিস্তেজ, মলিন,
প্রকৃত নিষ্ফল সে যে—যথার্থ দুর্ব্বল !
তার কর্ম্ম, কষ্ট-চেষ্টা শুধু ; নহে তাহা,
স্বভাবের দৈববলে স্বতঃপ্রস্ফুরিত।
দূষিতশোণিতপায়ী জলৌকার মত,
নিন্দুকেরা আমাদের ধাতু-সংশোধক।
নিন্দা-পরীক্ষার চাপে যে পড়িবে নামি',
তার স্থিতি, ভগ্নরথে শূন্য ধ্বজা সম !

—পতন বরং ভালো ; অবস্থানে, আরো
আপনার দীনতারে করে সে বিশদ !
করিবে সত্যের সেবা, শুধু সত্য লাগি' ;
করে' যাবে শ্রেয়, শুধু শ্রেয়ের উৎসাহে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে কারো পুরস্কার, তিরস্কার
না করি' গণনা। সংসার-সমরাঙ্গনে
জয়-পরাজয় ভুলি' হবে অগ্রসর।
আশ্রিতে করিবে রক্ষা প্রাণপণ করি' ;
সঙ্গী সারমেয়ে, যথা রাজা যুধিষ্ঠির
করিয়াছিলেন রক্ষা সর্ব্ব-সমর্পণে।

কহিলা শ্রীধর,—ন্যায়পথ অনুসরি'
যদি পাই অবিচার অত্যাচার দ্বেষ,
সহিব কি তাহা মৌনে ? কিম্বা, সে আঘাত
দিব ফিরাইয়া ?—উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—
ক্ষমা বড় সব দিকে ক্ষুদ্র বৈর চেয়ে।
রোষের উদয়, করিবে প্রণয় দিয়া
বিজয় বিলয়। দ্বেষে হয় অপচয়
পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতিসম্বল ; হয় শুধু
দৈবদত্ত স্বভাবেরি ঐশ্বর্য্যের ক্ষয় ;

থেমে যায় বুদ্ধি সিদ্ধি তার। তবু চাই
শক্তি, শক্তির প্রয়োগ শিক্ষা। গুণ বাড়ে,
অনুক্ষণ কর্ম্মক্ষেত্রে চর্চ্চায় নিয়োগে।
এক গুণ গুণান্তরে সংক্রামিত হ'য়ে
অজ্ঞাতে, তাড়িতবেগে করে উদ্বোধিত,
যে সব গুণের মূল চিরদিন তরে
অঙ্কুরে ধ্বংসের হলে হ'ত উৎপাটিত।
অন্যায়, চরণ তোলে ন্যায়ের মস্তকে,
তোমার ঔদাস্যে যবে,—ক্ষমা নহে তাহা।
তোমারি নিকট কেহ হ'লে অপরাধী,
ক্ষমিতে সমর্থ তুমি; কিন্তু যবে করে
দুরাচার, বিশ্ব কিম্বা বিশ্বপতি প্রতি
অত্যাচার, কাপুরুষ,—ক্ষম যদি তাহা!

সুধাইলা গৌরচন্দ্রে সংশয়ী অদ্বৈত,—
নাহি বুঝি, ভক্তি হ'তে জ্ঞান ন্যূন কিসে!—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—শুন দার্শনিক,
জ্ঞান নহে তুচ্ছ; কিন্তু, ভক্তি, উচ্চতর;
ভক্তি, নিত্যসত্য; জ্ঞান, যুক্তির অধীন;
ভক্তি, মুখ্য-অনুভাব; জ্ঞান, গৌণভাব;

চতুর্থ সর্গ

জ্ঞানের উৎপত্তি তর্কে, স্পর্দ্ধা, ব্যুৎপত্তিতে ;
জ্ঞানে কাম্য হয় তল, কামনা প্রবল ;
প্রতি পদে আসে দ্বিধা হুতাশ সংশয় !
তাই, অনুভূতি মাঝে হয় দীপ্যমান
চিরদিন প্রমাণের আছে যা অতীত।
নিত্য-কোলাহলতিক্ত বিক্ষিপ্ত জীবনে
মাঝে মাঝে দেখা দেয় হেন শুভক্ষণ,
যখন প্রবৃত্তিস্রোত শান্তসিন্ধু সম
সংযম-বেলার সনে দ্বন্দ্বে শ্রান্ত হ'য়ে
নিঃশেষে ঘুমা'য়ে পড়ে, শুভ্র বাষ্প সম
সাত্বিক চেতনা উঠে উর্দ্ধে—বহু দূরে ;
জাগ্রত পবিত্র আত্মা করে ক্ষণতরে
অধ্যাত্ম-বিশ্বের পূর্ণ প্রসাদ আস্বাদ !
এ বিপুল উল্লম্ফন প্রেয় হ'তে শ্রেয়ে,
ভাবের প্রক্রিয়া ইহা, নহে মস্তিষ্কের !
শুষ্ক জ্ঞানী, ধনলিপ্সু উপার্জ্জনক্ষম
কৃপণের মত ;—অনভ্যস্ত উৎসর্জ্জনে,
অর্জ্জনের মদে মোহে, জীবন কাটায়ে
দেয় নিষ্ফল সঞ্চয়ে ; স্বকৃত ধনের
করে না প্রয়োগ কভু, জানে না নিয়োগ।

মনে ভাবে, সে অজ্ঞেয়, কেবল তাহারি
বিচারের বেড়াজালে পড়েছেন ধরা !
—এ সব জ্ঞানীরা অন্ধ। জ্ঞান শুধু, জেনো,
আদর্শে উত্তীর্ণ হ'তে, প্রথম সোপান ;
চরমে ভক্তিই মাত্র নির্ভরের দণ্ড,
অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলের মুক্ত রাজপথ।
তাঁর প্রেয় অনুষ্ঠান, শ্রেয়ে শ্রেয়জ্ঞান,
তাঁ'তে চিত্ত সমাধান,—ভক্তির দর্শন।
ভক্তির স্বভাবো এই, ভক্তিপাত্র প্রতি।

মুরারি করিলা প্রশ্ন,—ত্যাগীর কি পথ
প্রপঞ্চ-প্রমাদপূর্ণ নশ্বর ভুবনে ?
ধর্ম্মের সুসূক্ষ্ম গতি পারি না বুঝিতে !—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,— শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম-পথ,
কি সংসারী, কি সন্ন্যাসী, সকলের কাছে।
গৃহাশ্রম, নহে মদালস আসক্তির,
লিপ্সালিপ্ত সম্ভোগের হেতু ; বর্ণাশ্রমো
ইন্দ্রিয়নিগ্রহে নহে ! প্রবল চঞ্চল
প্রবৃত্তিরে দিতে হবে নিবৃত্তির হাতে,
মঙ্গলের সেবা লাগি'। অতি-সাবধান,

চতুর্থ সর্গ

আরোহণ-অবরোহ-সঙ্কটবর্জ্জিত
বীতরাগ-জীবনের সমতলে রহি'
নিগ্রহের সম্মার্জ্জনী যতই ঘুরাও,
মোহ-কুহেলিকা তাহে তিলেক না ঘুচে !
হেন গৃহদ্বন্দ্বে শুধু হয় বলক্ষয়।
কর্ম্ম-গিরিবর্ত্ম দিয়া বারেক উঠিলে
উত্তুঙ্গ নিবৃত্তি-শৃঙ্গে, নিম্নস্তরলীন
নীরন্ধ্র কুজ্ঝটীজাল তলে পড়ি' যায় !
—পার্থিব বিশ্বই বুঝি কর্ম্মক্ষেত্র শুধু ;
অর্জ্জনের স্থান ; নিদানের কোষাগার।
আত্মার চৌদিকে তাই ইন্দ্রিয়ের বেড়া !
জীবন, পরীক্ষা হোক্,—উত্থানেরো সেতু।
অপার্থিব জগৎ বা জুড়াবার স্থান ;
সঞ্চয়ে শকতি নাই, সেখানে, বা কারো ;
অবসর উদযাপন সম্বলের বলে।
বিশেষ সংস্থান ল'য়ে পশে যে সেথায়,
তারি ভাগ্যে পরলোক,—অমর আলোক,
অখণ্ডিত আনন্দের, বিশুদ্ধ শান্তির !
কহিলা মুরারি,—কর্ম্ম করিব কেমনে
বিশ্বে নিঃস্ব হয়ে ?—উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—

ত্যাগীর কি কাজ ধনে, বিফল বিলাসে ?
থাকে যার ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা হিতব্রতে,
তার নাহি হয় কভু কোন অনাটন ;
ইচ্ছা জয়ী, প্রেম জয়ী, ধর্ম্ম জয়ী সদা !
দেখিছ না আশে-পাশে অর্থের দুর্গতি ?
কর্ম্ম হ'তে অকর্ম্মের সে বেশি সহায় !
দান, ত্রাণ, সেবা—মুখ্য কর্ম্মের লক্ষণ ;
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি রাখি', নিখিলের
ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধন।

তখন কহিলা শম্ভু,—আসিলাম শুনি',
নদীয়ার কোষাধক্ষ্য করি' আত্মসাৎ
সহস্র সুবর্ণমুদ্রা রাজকোষ হ'তে,
কারাগার ভুগিতেছে পক্ষকাল ধরি'।
নবাবের উচ্চতন কর্ম্মচারী এক
রাজকার্য্য-উপলক্ষে এসেছেন হেথা ;
শুনেছি, তাঁহার কাছে হবে এ বিচার।
উচিত কি নহে সেই বন্দীরে উদ্ধার ?
কহিলেন গোরা,—বিচারে সে মুক্তি পাবে
না হইলে দোষী ! অন্যায়ের পক্ষ ল'য়ে,

দয়া কিম্বা মায়াবশে প্রশ্রয়ে যে দেয়
দোষীরে আশ্রয়, ন্যায়ের অমোঘ দণ্ড
পড়ে তার শিরে।—কহিলা মুকুন্দ,—প্রভু,
অল্পবুদ্ধি মানবের বিচার কি ঠিক?
হোক্ অপরাধী, তবু প্রাণদণ্ড হ'তে
কর তারে ত্রাণ!—এবার গলিলা গোরা,
কহিলা ভাবিয়া,—কে আমি, কি সাধ্য মোর,
বিপন্নে করিব রক্ষা, তিনি না রাখিলে?
তবু কল্য রাজদ্বারে যাব ভিক্ষা লাগি'।

পরদিন প্রাতঃকালে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
বার দিয়া বসেছেন রাজপ্রতিনিধি।
শোভে নীল চন্দ্রাতপ ঢাকি' নীলাম্বর;
কোমল গালিচা নীচে গিয়াছে মিশিয়া
শ্যামতৃণাসন সনে; সসজ্জ প্রহরী
বহুযত্ন করি' থামাইছে জনস্রোত,
আর তার কুল্ কুল্ কল-কোলাহল।
সাজি' ক্ষৌমবস্ত্রে, রত্নখচিত উষ্ণীষে,
উপবিষ্ট বিচারক উচ্চ মঞ্চোপরি।
নিশ্চল গম্ভীর মূর্ত্তি জাগাইছে ভীতি

নিরীহ দর্শকদেরো ! হেনকালে সেথা
অভিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ, প্রহরীবেষ্টিত,
কাতর নয়নে আর কম্পিত চরণে
দাঁড়াইল বন্দীবেশে বন্দি' বিচারকে।
পলকে সহস্র চক্ষু পড়িল সেদিকে,
আবার আসিল ফিরে বিচারক পানে !
উঠে গেল প্রাণে প্রাণে অজ্ঞাত-স্পন্দন !
পলকে উন্মুখ হ'ল সহস্র শ্রবণ !

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করি' চাহি' বন্দী পানে
কহিলেন বিচারক,—বিশ্বাসঘাতক,
প্রমাণ হইবে, জেনো, অপরাধ তব ;
নিজমুখে যদি সব না কর স্বীকার,
বহু অত্যাচার তবে হইবে সহিতে !—
শুষ্কমুখে কহে বন্দী,—আমি অপরাধী ;
ধর্ম্ম-অবতার তুমি, দয়া মাগি তব !
বিষম অবজ্ঞাভরে অমনি ফিরিয়া,
অধর কুঞ্চিত করি', বাঁকাইয়া গ্রীবা
আরম্ভিলা বিচারক উচ্চ করি' স্বর,
চাহি' যেন কৌতূহলী জনতার পানে,—

নাহি মোর অধিকার দয়ায় মায়ায় ;
প্রভুর বিশ্বাসে যেই করেছে আঘাত,
তার প্রাণদণ্ড বিনা নাহি অন্য বিধি।
—শুনিয়া, উদ্বেল-সভা স্তব্ধ হয়ে গেল !

হেনকালে ভিড় ঠেলি', লঙ্ঘি' প্রহরীরে
কি জানি কি মন্ত্রবলে, চমৎকৃত করি'
ভীত ত্রস্ত জনতারে, দাঁড়াইলা গোরা
বিচারক পাশে আসি' ! ধাইল প্রহরী।
—সে মোহন আস্য পানে চাহি' বিচারক
ত্যজিয়া বিচারাসন দাঁড়াইলা উঠি'।
তা দেখিয়া অর্দ্ধপথে থামিল প্রহরী।
জিজ্ঞাসিলা বিচারক,—কি চাহ, সন্ন্যাসী ?
কহিলা সন্ন্যাসী,—আসিয়াছি ভিক্ষা তরে,
অপরাধী রাজভৃত্যে ভিক্ষা চাহি আমি।
চেও না অমন ক'রে বিরক্তি-বিস্ময়ে ;
শোন বিচারক, কে করে বিচার কার ?
অতুল্য অমূল্য হেন মানব-জীবন,
সর্ব্বশক্তিমান যিনি, তাঁরো শ্রেষ্ঠ দান ;
নহে বিচারের বধ্য ক্ষুদ্র মানবের !

ন্যায়ের ছলনা করি' চেও না হরিতে,
নারিবে যা দিতে ! ভাল ক'রে বুঝে' দেখ,
ভাবো সেদিনের কথা, যবে উচ্চনীচ,
রাজাপ্রজা একসাথে মিলিবে সকলে
রাজরাজেশ্বর পাশে, অপরাধী সম !
ন্যায়-বিচারের মাত্র করিবে প্রার্থনা ?
চাহিবে না দয়া, ক্ষমা ? দয়াক্ষমাহীন
তোমার এ বিচারের হবে যে বিচার
পুনর্ব্বার সে চূড়ান্ত ধর্ম্মাধিকরণে !
—কি যেন 'মোহিনী' কণ্ঠে, আননে মহিমা !
—চাহিয়া রহিল স্তব্ধ যবন ক্ষণেক ;
কহিল গদ্গদ কণ্ঠে, কে তুমি শিক্ষক,
কি কথা শিখালে !—কে করে বিচার কার ?—
বন্দী, মুক্ত তুমি ! কে করে বিচার কার !
—উঠিল জনতা মাঝে 'জয় জয়' ধ্বনি ।
কহিলা যবনশ্রেষ্ঠ গোরারে চাহিয়া,—
মহাত্মন্, ছাড়িব না আর ত তোমারে ;
কৃপা ক'রে যেতে হবে ভেটিতে নবাবে ;
হিন্দু প্রতি, বিশেষত সাধুসন্ন্যাসীতে
অতিমাত্র অনুরক্ত নবাবনাজিম ।—

হাসি' উত্তরিলা গোরা,—রাজসন্দর্শনে
সন্ন্যাসীর কোন্ কাজ ? দোষ আছে তা'তে।
সুখে থাক, বন্ধু !—এত বলি' আলিঙ্গিলা।
সাধুস্পর্শে ক্ষণমুগ্ধ রহিল যবন !
সে সুযোগে হইলেন গোরা অন্তর্হিত।
বন্দী যবে এল ছুটি' পড়িবারে লুটি'
ত্রাতার চরণ-প্রান্তে, দেখে, কেহ নাই !
সে কৃতজ্ঞ কোষাধ্যক্ষ জানিল অচিরে,
এ সন্ন্যাসী, গৌরচন্দ্র ! পরদিন গিয়ে
ভেট ল'য়ে 'হত্যা' দিল গোরার দুয়ারে।
বিশ্বাসঘাতীরে গোরা নাহি দিলা দেখা ;
তার হাতে লইলা না কোন উপহার।

এরূপে, আর্ত্তের হিতে, দীনের সেবায়
রত রহিলেন গোরা ভক্তবৃন্দ সনে।
এদিকে, গোরার নাম শতরূপ ধরি'
দূর হ'তে দূরান্তরে লাগিল ছড়া'তে।

পঞ্চম সর্গ

সংস্কারক

ভক্তি যার ভর-ভিত্তি ; প্রেম যার প্রাণ ;
বিশ্বাস, ঐশ্বর্য্য যার—ঘোষণা, অভয় ;
অশ্রু যাহে শুদ্ধিজল ; নামে মোক্ষ যাহে ;
সে সত্য কি রহে ছন্ন ; হয় অনাদৃত ?
সুগম, সাধনমার্গ ; আদর্শ, বিশদ ;
নব নব আনন্দের আবির্ভাব ধ্যানে ;
ধারণায়, শান্তিস্পর্শ ; কর্ম্মে ভরা ক্ষেম ;
জীবে দয়া ; বিশ্বে প্রেম ; পতিতে করুণা ;
যে তত্ত্বে নিহিত,—তা কি ব্যর্থ হইবার ?
ভিখারী নিখিল যাহে মহাপ্রস্থানের
সহজে স্বচ্ছন্দে লভে দুর্লভ পাথেয়,
—প্রভঞ্জনপ্রবাহিত অগ্নি-উল্কা সম
সে ধর্ম্ম ছড়ায়ে গেল দেখিতে দেখিতে !

তথাপি উপরে, সংসারের ঝঞ্ঝা-বজ্র
লাগিল ডাকিতে ; প্রজ্বলিত দাবানল
কর্ত্তব্যের গতিপথ দাঁড়া'ল আগুলি' ;
উন্নত মস্তকে অজস্র করকাপাত
লাগিল হইতে ! নিত্য কত প্রলোভন,
আপদ বিপদ বাধা, দ্বেষ অত্যাচার
আসিল, আবার গেল। হরিনাম-মন্ত্রে
সঙ্কটে হইলা পার ; অটলনিষ্ঠায়,
আত্মপ্রত্যয়ের বলে, স্থিরপ্রতিজ্ঞায়,
হইলেন অগ্রসর গোরা দৃঢ়পদে,
এক ধ্রুবচিহ্ন ধরি', আলো অনুসরি' !

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় চলেছে কীর্ত্তন,
দিনরাত বহিতেছে ভাবের জোয়ার ;
এত ঢালে, প্রেম-পাত্র তবু না ফুরায় ;
আরো লও, আরো ঢালো,—এই শুধু বুলি !

গোরা লক্ষ্য করিতেন,—যুবা একজন
প্রতিদিন সসঙ্কোচে বহু দূরে বসি'
বহুক্ষণ একমনে শুনে সংকীর্ত্তন ;

ঝর্ ঝর্ ঝরে ধারা তার দুনয়নে!
চেয়ে থাকে অনিমেষে কভু তাঁরি পানে
ছল্ ছল্ আঁখি তুলি' ঢল্ ঢল্ মুখে!
ভাবিলেন গৌরচন্দ্র, তবে বুঝি এর
কোন কথা আছে বলিবার, কোন ব্যথা
আছে জুড়াবার!—তবে ত এ বন্ধু মোর!
একদিন একেবারে ছুটে' গিয়ে তারে
দিলা কোল!—শিষ্যবর্গ চাহে সবিস্ময়ে!
যুবা কহে,—সাধুস্পর্শে কণ্টকিততনু,—
কৃপাময়, এত দয়া অধমের প্রতি?
বলি তবে তব কাছে মোর ইতিহাস;—
কৌতূহলভরে একদিন নামগান
আইনু শুনিতে; ভাবিলাম, কৌতুকের
হইবে সংস্থান; শেষে দেখি, প্রাণ মোর
কি যেন অপূর্ব্ব রসে ভিজিল তা শুনি';
জুড়াল হৃদয়! সে অবধি, গৃহ ত্যজি'
ফিরি তব পাছে পাছে নেশায় তৃষায়;
দেখি চেয়ে ওই তব মোহন মূরতি,
চকোর যেমন চেয়ে থাকে চন্দ্র পানে!
কিন্তু মোর কি শকতি, কি সাহসবলে

যাইব নিকটে আরো ;—হ'ব অধিকারী
হরিনামামৃত পানে সকলের সাথে !
আজ যদি অনুকম্পা করিয়াছ দীনে,
করিব না ছলনা তোমারে ; সত্য কহি,
আমি নহি যোগ্য তব অতুল দয়ার ;
ভাগ্যদোষে ম্লেচ্ছ আমি, জানাই চরণে।—
আলিঙ্গন দৃঢ় করি' কহিলেন গোরা,—
ত্যজ শঙ্কা, প্রিয়তম ; যবনে ব্রাহ্মণে
নাহি কোন ভেদ সেই প্রভুর চরণে।
মোরা ত দাসানুদাস ! সে কি কোন কথা,
প্রভু যারে কাছে টানে, ভৃত্য তারে ঠেলে ?
হরি ডাকিছেন তোমা বহুদিন ধরি' ;
তাই ত এসেছ, ভাই, ধরা দিতে আজ ;
আজ হ'তে নাম তব হ'ল হরিদাস !—
হরিদাসে কাছে কাছে রাখিতেন গোরা ;
সবে যারে অবহেলা, উপেক্ষায় হেরে,
তারি প্রতি গৌরচন্দ্র অধিক সদয় !

নদীয়ার কাজী শুনি' এ অপূর্ব্ব কথা,
হইলেন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ !—প্রহরী পাঠায়ে

আনিলেন হরিদাসে ধর্ম্মাধিকরণে ;
জল্লাদে ডাকায়ে, করাইলা বেত্রাঘাত
নিদারুণরূপে ; কহিলেন,—কুলাঙ্গার,
'ইস্‌লাম্' যে অবহেলে, এই শাস্তি তার !
কাফেরের নফরী ছাড়িয়া সেই ধর্ম্ম
নাহি নিস্ যদি, প্রাণদণ্ড দিব তোরে !—
কে আছ ?—কোরাণ আন, ডাক ত মোল্লারে !
—'কেরামৎ' ! 'কেরামৎ' !—কহে পার্শ্বদেরা।
নির্দ্দয় প্রহার সহি' অম্লানবদনে
কহিলা রক্তাক্ত ভক্ত বিনয়ে নির্ভয়ে,—
যাক্ প্রাণ, হরিনাম ছাড়িব না কভু।—
জ্বলিয়া উঠিলা কাজী ; হাঁকিলা,—জল্লাদ,
এই দণ্ডে এ কাফেরে লহ বধ্যভূমে ;
দেখি, ওরে হরি আজ রাখে কি প্রকারে !—
হেনকালে, ভক্তদল 'হরি ! হরি !' ডাকি'
পঙ্গপাল সম এসে পড়িল সেথায় ;
করিল না কারো প্রতি কোন অত্যাচার ;
কেবল শ্যেনের মত তুলে' ল'য়ে বেগে
বন্দীকৃত হরিদাসে, হরিধ্বনি করি'
চক্ষের নিমেষে পুন হ'ল অন্তর্হিত !

একমাত্র গৌরচন্দ্র প্রশান্ত, অটল,
হেরিছেন একদৃষ্টে উদ্ধত কাজীরে !
চাহি' সেই ধক্ ধক্ নয়নের পানে
ফেলিল নিমেষ দ্বেষী, যেন মন্ত্রবলে ;
অভিভূত, পরাভূত, অবনত হ'ল ;
শ্রীমুখের বাণী শুনি' বন্দী হ'ল প্রেমে !

গোরার প্রভাব দেখি' প্রাজ্ঞ শাক্ত এক
মাতিল বিদ্বেষে। শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়া
গৌরচন্দ্রে 'ভণ্ড' বলি' দিল লক্ষ গালি ;
অঞ্জলি রচিয়া, করি' সুরাপান-ভাণ
কহিল,—এ বিশ্বে সার কারণসলিল ;
আর সব ফাঁকী ! কবিরা রসাল স্বপ্নে,
ক্ষ্যাপারা খেয়ালে, গড়িয়াছে পরকাল ;
অস্তিত্ব তাহার করে নাই কেহ এসে
কভু সপ্রমাণ। শূন্য, শুধু শূন্যময়,
মিথ্যার আধার ! থাকুক আঁধারে নিজে ;
প্রহেলিকা-কুহেলিকা প্রসারিয়া যেন
না করে মলিন, আমাদের ধরণীর
দীপ্ত দিনগুলি ! ফুরাল, ফুরাল দিন,

সুরা খাও, ভুলে' যাও চেতনা, বেদনা ;
রূপসীর তীব্রতর অধর-মদিরা
মিশাও তাহার সাথে !—প্রকৃতি-ভজনে,
পুরুষের পরমার্থ। র'বে না ত সুখ !
'কালী !' বলি' ইহকাল ভুঞ্জ ভাল করি'।
মোদের অতীত নাই, নাই ভবিষ্যৎ।
স্বাধীন-প্রবৃত্তি, জেনো, স্বভাবপ্রেরণা ;
তার নিবৃত্তির তরে, নিজহাতে গড়ি'
সাধন-ভজন, বৃথা কষ্ট পায় নর !
তা'ই সত্য, তা'ই সিদ্ধি, সুখ হয় যাতে ;
নৃমুণ্ডমালিনী নিজে তাই ত মাতাল !
এ দুনিয়া তাঁরি যে রে ঝোঁকের সৃজন ;
এ যে লক্ষ উন্মাদের উৎসব-আলয়,
নেচে খেলে হট্টগোলে জীবন যাপন !
মা মোদের যাদুকরী ; তাঁর খেয়ালের
শিশু মোরা ; একটী আবর্ত্তে কূলে উঠি,
পুন ডুবি মায়াগর্ভে ছায়াবাজীপ্রায় !—
গোরা রহিলেন চাহি' ; হেরেন যেরূপে
দুরন্ত পুত্রেরে মাতা, যবে বাজে ব্যথা
তার অত্যাচারে !—কহিলেন ধীরে ধীরে,—

পঞ্চম সর্গ

এই তব শক্তি-ভক্তি ? লক্ষ্য যার শুধু
অবিদ্যার অন্ধকূপে জীবন যাপন
ঘৃণ্য সরীসৃপ সম ?—নাই পরকাল ?
—চাহ উর্দ্ধে, ও বিরাট্ নীলপুঞ্জ পানে,
রবিশশীতারকার অগম্য ভুবনে
কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের জ্যোতি !
দৃষ্টি যদি কিছু থাকে, স্পষ্ট করি' তাহা
দেখ আগে ; শেষে বল, নাই পরকাল !
প্রেরণারে ফুটাইতে চাই না সাধনা !—
'হঠাৎ-বড়র' দল, 'ভুঁইফোড়' যত
শিক্ষারে কটাক্ষ করে, দীনতা ঢাকিতে ;
স্বভাবেরে খর্ব্ব করি' গর্ব্ব করে তারি !—
দুর্লভ মানবজন্ম বিলাসে ব্যসনে
যথা-ইচ্ছা কাটাবার ? নাই তার কোন
এক-কেন্দ্রীভূত লক্ষ্য ?—মোক্ষ উচ্চতর ?
এতই সহজ মিথ্যা—এতই সুলভ ?
সব কথা ভাল করে' বুঝে' দেখ আগে,
শেষে বল, তা'ই সিদ্ধি, সুখ হয় যাতে !
কারে বল সুখ ? উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির
প্ররোচনাবশে যে সুখ দুর্ম্মূল্য দিয়া

ধর্ম্মধন বিনিময়ে, করে নর ক্রয়,
হৃদিকুঞ্জদগ্ধকারী উত্তাপে দহিয়া
ব্যগ্র পতঙ্গের মত, উগ্র সে সম্ভোগ ;
তা'ই কি সন্তোষ-শান্তি ? নহে, কভু নহে।
অসন্তোষ-অগ্নিহোত্র প্রজ্জ্বলিত রাখি'
জীবনতপস্যামাঝে, পূর্ণাহুতি দিয়া
সংসারে গরল যাহা, হয় উত্তরিতে
কণ্টকিত দীর্ঘপথ বাহি', বারম্বার
উদার দুঃখের দ্বারে অতিথি হইয়া,
সুখের অমৃতলোকে। ইন্দ্রিয়ের সুখ
অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞার শান্তিবারি লভি'
বিশুদ্ধ-আনন্দে যদি না হ'ত উন্নীত,
বিশ্বে কি বাঁচিত সুখ ?—সুখ চাও তুমি !
সুখ নহে তুচ্ছ ; বিশ্বের আরাধ্য সুখ।
তাই কহিতেছি, সুখেরে প্রসন্ন রাখ
সভয়ে সম্ভ্রমে।

ভিজিছে শাক্তের মন ;
বুঝিয়া তা গোরা কহিতে লাগিলা পুন,—
সেই ভালো, জানি না যে ভবিতব্য মোরা ;

কেমনে জানিব ? ভবিষ্য সম্পূর্ণ করা,
আমাদের হাত ; তা না হ'লে, ভাগ্যদাস
মানবের কর্ম্মবাহু কবে ছিন্ন হ'ত !—
আড়াল সরিত যদি, মায়া-আদর্শের
গঠন-কঙ্কাল দেখি', দমিত না মন ?—
জাতিস্মর নহি মোরা বড় ভাগ্যবলে ;
তা না হ'লে, ভাল হ'তে মন্দ স্মৃতি বাছি',
তারি আলোচনা করি' পড়িতাম ভাঙ্গি'
জীবনের পথপ্রান্তে ! পূর্ব্বজনমের
বৈরিতার, মিত্রতার পুঞ্জীভূত ঋণ
পরজন্মে জনে জনে শোধিতে শোধিতে,
ভারগ্রস্ত বর্ত্তমান যেত না বহিয়া
নিদানের না করি' সংস্থান ?—কি বলিলে ?
চিন্ময়ী মাতাল বুঝি সামান্য মদের ?
এই বুঝিয়াছ তত্ত্ব ? জননীর নামে
যে পুত্র রটায় হেন মিথ্যা অপবাদ,
মাতা তারে বুঝিবেন। আমি শুধু বলি,
দ্বেষ কেন, ভাই মোর ? আমি ত করি নি
কোন অপকার তব ?—ভেদবুদ্ধি মিছে !
অনাদি-অনন্ত এক প্রেম-উৎস হ'তে

নেমেছে সহস্রমুখে মিলনের ধারা ;
দিতেছে জুড়ায়ে ! শৃঙ্খলার বাঁধাসুরে
মিশিবে কি বিদ্বেষের প্রলাপ-চীৎকার ?
বুঝে দেখ, এ বিদ্রোহ আপনারি সাথে !
জেনো স্থির, এ আঘাত লাগে নি আমারে ;
ভকতবৎসল যিনি, ভক্তদুঃখে আহা,
কাঁদে তাঁর প্রাণ !—দিয়েছ আঘাত সেই
করুণানিধানে !—বলিতে বলিতে কথা,
ধরিল অপূর্ব্ব কান্তি স্বর্গীয় বিষাদে
প্রতিভাপ্রদীপ্ত সেই অনিন্দ্য আনন !
—দেখিয়া, শুনিয়া শাক্ত মজিল, হইল
সমুদিত সুমতির তাড়নে জর্জ্জর
মর্ম্মে মর্ম্মে আপনার ! তদবধি তার
এই হ'ল,—দ্বেষ গেল বৈষ্ণবের প্রতি ;
উন্মার্গে বিরাগ এল ; জাগিল জীবনে
প্রকৃত শাক্তের ভাব, ভক্তের স্বভাব।

জগাই মাধাই দোঁহে নগরকোটাল,
গোঁয়ার, মূর্খের শেষ, লম্পট, মাতাল ;
দু'জনার অত্যাচারে তটস্থ নদীয়া !

ভ্রাতৃদ্বয় খড়্গহস্ত কীর্ত্তনের নামে ;
দেখিলে ভক্তের দল, শুনিলে কীর্ত্তন,
কটু বলি' যষ্টি তুলি' যায় তাড়াইয়া !
একদিন চলেছেন সঙ্কীর্ত্তন করি'
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লয়ে নিমাই নিতাই
জগাই-মাধাইদের গৃহপাশ দিয়া ;
অকস্মাৎ ভ্রাতৃদ্বয় বেগে বাহিরিয়া,
আগুলি' দাঁড়াল পথ, মুষ্টি উঠাইয়া !
একেবারে ছুটে' গিয়ে নিতাই অমনি
জগাইরে বক্ষে টানি' কহিলেন,—ভাই,
পাপে পরিত্রাণ কিসে ভেবেছিস্ তা কি ?
প্রায়শ্চিত্ত কর্, পাপী, হরিনাম ধর্ !
আমি তোরে দিব ত্রাণ, দিব নব প্রাণ !—
হেন স্থির তারস্বর, সুতীক্ষ্ণ সরস,
শুনে নি পাপিষ্ঠ আগে ; দমিল জগাই,
বংশীরবে বশ যথা মানে অজগর !
হইল শরণাগত সাধুর চরণে।
মাধাই তা দেখি', নিত্যানন্দে লক্ষ্য করি',
ভগ্ন-কলসীর কানা হানিল সবেগে ;
—ফাটিল ললাট ; নামিল রুধিরধারা !

ভক্তের লাঞ্ছনা দেখি' কাতর নিমাই,
জাগিছে প্রচণ্ড রোষ পাষণ্ডের প্রতি;
হেনকালে মুগ্ধনেত্রে দেখিলেন চাহি',
মাধাইর গলা ধরি' নাচিছে নিতাই,
মুখে শুধু 'হরিবোল্!' বলিছে সঘনে;
বহিছে রুধিরে মিশি' অশ্রুর লহরী!
হেন অক্রোধীরে স্পর্শি' তীব্র রিষ্-বিষ
আরম্ভিল প্রতিক্রিয়া মাধাইর প্রাণে;
দ্বেষীর অন্তর চিরি' বেগে বাহিরিল,
নয়নে তরল সুধা; কণ্ঠে মধুনাম!
নিত্যানন্দে কোল দিয়া কহিলা নিমাই,—
পদধূলি দেহ মোরে, ওহে ক্ষমাবীর,
তব গুণে আজ দেখ, অনুতাপ-বলে
পুরাতন পাপীদ্বয় পাইল নিস্তার!

অবতার! অবতার!—নবদ্বীপধামে;
ভগবান অবতীর্ণ, শচীসুতরূপে!—
পড়ে' গেছে এই রব দূর দূরান্তরে।
দলে দলে কত লোক ল'য়ে রোগ শোক
'হত্যা' দিত দ্বারে আসি'; কহিত,—ঠাকুর,

তুমিই সাক্ষাৎ হরি, অধমতারণ ;
কৃপা কর এই সব কাঙ্গালের প্রতি !—
যথোচিত সেবা করি' রোগী-দুঃখীদলে
কহিতেন গোরা,—বন্ধুগণ, ভ্রান্তগণ,
আমি শুধু তাঁর এক তুচ্ছতম দাস ;
সে রাঙ্গা-চরণ শুধু দীনের শরণ !—
এ প্রবোধে অবোধেরা ক্ষান্ত নাহি হ'ত ;
বিদায়ের কালে, সহসা পদান্তে পড়ি'
অঙ্গুলি চুম্বিয়া, পদধূলি শিরে দিত।
শশব্যস্তে গোরা সবে করি' নিবারণ
উদ্দেশে তাদের পদে করিতা প্রণাম ;
বিনয়ের অবতার, অবতার-গোরা !

একদিন সুবিশ্বস্ত শিষ্য একজন
গোরার চরণে পড়ি' গদ গদ ভাষে
'পূর্ণব্রহ্ম' বলি' তাঁর আরম্ভিল স্তুতি ;
চমকি' উঠিলা গোরা ! তীব্র তিরস্কারে
ব্যথিয়া তাহারে, কহিলেন,—অজ্ঞানেরা
যাহা বলে, ধৈর্য্য ধরি' হাসিয়া উড়াই ;
তোমার ত ক্ষমা নাই এই অপরাধে ;

ত্যাজ্য তুমি মোর !—করিল মিনতি সবে,
গোরা তার মুখ আর হেরিলা না কভু।

আর একদিন, কৌতূহলী শিষ্য এক
নিকটের কোন এক ধনীর ভবনে,
আশ্বিনের সপ্তমীতে ছদ্মবেশ ধরি'
গিয়াছিল দেখিবারে বলিদানঘটা।
হেনকালে প্রভঞ্জনবেগে গোরা আসি'
উপস্থিত সেথা! ক্ষিপ্তবৎ ক্ষিপ্রকরে
উৎসৃষ্ট, যূপনিবদ্ধ বেপমান ছাগে
আসন্ন-অকাল-ধৃতমৃত্যু-পাশ হ'তে
মুক্ত করি', যূপকাষ্ঠে রাখি' নিজ শির,
কহিলা,—ঘাতক, বধ কর্ আগে মোরে!—
খাঁড়াতীর হাত হ'তে খড়্গ প'ল খসি';
বিপ্র ফেলি' দিল কোশী পূতোদক সনে;
থামিল বলির বাদ্য; জনতার মাঝে
উঠে' গেল গণ্ডগোল! নিমীলিত-আঁখি,
গলবস্ত্রে করযোড়ে, গৃহকর্ত্তা ছিলা
ভবানীর ধ্যানে মগ্ন; গোলযোগ শুনি'
জাগিয়া, উঠিলা তর্জ্জি'! তখন নিমাই

নির্দ্দয় ভাস্বর আস্য উত্তোলিয়া ধীরে
কহিলেন মেঘমন্দ্রে গৃহস্থে,—নিষ্ঠুর,
এ নিরীহ ছাগশিশু কি করেছে তব ?
বলিতে পারে না কথা, ভাবিয়াছ তাই,
বক্ষে তার নাহি বাজে অস্ত্রের আঘাত !
অসহায় নিরুপায় জানি', ভেবেছ কি,
ঘাতকের হিংস্র-হস্তে প্রাণদান ছাড়া
বিশ্বে ওর নাই মূল্য, নাই মুক্তি-গতি ?
প্রতিমার মুখপানে দেখ দেখি চেয়ে,
কি বিষাদে ছেয়ে গেছে মূকমুখশশী !
দেবী কি রাক্ষসী ?—তাই লইবেন তুলে'
ছিন্নমুণ্ড-উপহার, নিবেদন বলি' ?
সন্তানের রক্তে আজ করিবেন স্নান
দয়াময়ী বিশ্বমাতা ? ধিক্ !—তুমি ধনী ;
তুমি মানী ; নিজে উঠি' উদ্ধার' সকলে ;
দিও না চলিতে পাপ দেবতার নামে !
সুন্দর সুস্নাত দিনে ধৌত করি' মন
প্রণম' প্রসন্নমূর্ত্তি শরৎ-লক্ষ্মীরে।
মাথার উপরে বিমল মেদুর নভ
প্রীতহাস্যে উদ্ভাসিত ; নিম্নে বসুন্ধরা

শস্যে স্ফীত, রসে গন্ধে উচ্ছলিত, হের।
শুন কাণ পাতি' বিহঙ্গ কাকলি করি'
পাঠাইছে তাঁর দ্বারে শারদ-বন্দনা।
চরাচরে আজি শুধু সুধানিবেদন!
আনন্দের উদ্বোধন হোক্ ঘরে ঘরে!
আজিকার এই শুভ্র স্মিত দিবসেরে
ক'রো না বিষাদতিক্ত, রক্তকলঙ্কিত।—
চাহিয়া রহিলা ধনী জড়মূর্ত্তি যেন!
দুষ্কৃতি খণ্ডিল তাঁর—সংশয় ভঙ্গিল,
বৈরাগ্য জাগিল ধীরে, অবনতশিরে
গোরার চরণে নিলা শরণ তখনি!
সদ্য অনুতপ্তে গোরা ধরিলেন বুকে;
যত্নে প্রবোধিয়া তাঁরে, নাম-স্পর্শমণি
ছোঁয়াইলা লৌহ-প্রাণে; দিলেন আশ্রয়
হিংসাদ্বেষবিরহিত সৌম্যধর্ম্মছায়ে!
এতক্ষণ সেই শিষ্য হতবুদ্ধি হ'য়ে
দেখিতেছিল এ দৃশ্য; শেষে পারিল না
বিশ্বাসঘাতক সম আপনারে আর
রাখিতে গোপন; অকস্মাৎ বাহিরিয়া
গোরার চরণে পড়ি' করিল প্রকাশ

অকপটে সব কথা! করিলা গ্রহণ
ব্রতভ্রষ্টে গোরা দীর্ঘপরীক্ষার পরে।

নবীন-বয়সে হেন তপস্যার ক্লেশ
সহিছেন গৌরচন্দ্র,—ভক্তগণে তাহা
বিঁধিতেছে শেলসম। শ্রদ্ধায় যতনে
গুরু লাগি' শিষ্যগণ গোপনে যোগায়
আরামের শত ক্ষুদ্র মিষ্ট উপচার,
এড়া'তে পারে না কিছু গোরার নয়নে;
কখনো গোপনে, কভু সবার সাক্ষাতে
বিলাইয়া দেন তাহা অনাথ-আতুরে;
কভু রুষ্ট হ'য়ে সবে করেন ভর্ৎসনা
এই সব সেবাযত্ন-আড়ম্বর দেখি';
কখনো বলেন হাসি' পরিহাসবশে,—
তোমরা কি মোরে শেষে বানা'বে নবাব!—
বুঝিয়া, থামিল সবে। সংসারে মিশিয়া,
ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যে রহিলা অটল!

মহাপ্রচারের তরে হইলা ব্যাকুল
গৌরচন্দ্র; নবদ্বীপে নাহি বসে মন!
দিকে দিকে যেন দীনের ক্রন্দনধ্বনি

হতেছে ধ্বনিত ! নিত্যানন্দে পাঠাইলা
গৌড়ের বিজয়ে ; হরিনামাঙ্কিত ধ্বজা
দিয়ে তাঁর হাতে, কহিলেন,—হে নিতাই,
প্রেমে বন্দী করে' আন পলাতক সবে !—
অদ্বৈতাদি কৃতী শিষ্যে সেনাপত্যে বরি'
পাঠাইলা দিগ্বিদিকে ধর্ম্ম-অভিযান !
সপার্ষদ, গেলা নিজে নীলাচলমুখে ;
যাত্রাকালে, দামোদরে নিভৃতে লইয়া
কহিলেন,—নবদ্বীপে থাক তুমি ভাই,
মোর মাতা বনিতারে দেখে, কেহ নাই !
তোমা ছাড়া হেন ভার কে লইতে পারে !—
হরিষে-বিষাদে ভক্ত গরবে-বিনয়ে
তুলি' নিলা গুরুভার অবনতশিরে।

দামোদর ক্ষুণ্ণমনে ফিরি' সেইক্ষণে,
জননীরে জানাইলা পুত্রের মানস।
প্রতিবেশী একজন ছিলা বসি' কাছে,
কহিলা আশ্বাসভরে,—তবে চিন্তা নাই,
মায়া-দয়া একেবারে ছাড়ে নি গোরারে !
গৃহিণী গো, উদাসীন পুত্রে পাবে ফিরে।—

ক্ষিপ্তবৎ দৃষ্টি হানি' অকস্মাৎ শচী,
যাতনায় হস্তে হস্ত করি' নিষ্পেষণ
উঠিলা প্রলাপ বকি',—বঞ্চকের দল,
অবশেষে, মোরে সবে করিবে পাগল!
করিতেছ পরিহাস অসহায়া পেয়ে?
করিয়াছে ষড়যন্ত্র সমস্ত নদীয়া,
এদেশে তিষ্ঠিতে আর দিবে না আমারে!
চাহি না কা'কেও আমি; দূর হ' সকলে!—
অশ্রু মুছি' দামোদর আসিলা বাহিরে।
বিষ্ণুপ্রিয়া অভ্যাগত পতিবন্ধু তরে
বাসের ব্যবস্থা মৌনে লাগিলা করিতে।

এদিকে, পথের যত নিদারুণ ক্লেশ
অক্লেশে অগ্রাহ্য করি' আইলেন গোরা
প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরে।—দেখা দিল দূরে
ভুবনমোহন দৃশ্য, মন্দিরের মেলা;
দেবভক্তি, পুরাকীর্ত্তি করায়ে স্মরণ,
ডাকিছে পথিকে মৌনে বিচিত্র ইঙ্গিতে!
স্থাপিত 'ভুবনেশ্বর' সর্ব্বোচ্চ মণ্ডপে,
গঠন-সৌষ্ঠব যার সবার উপর;

তাহারে ঘিরিয়া, ঘন-বনাকারে ঘেরা
নিভৃত প্রদেশে, অভিরাম ছোট-বড়
দেবগৃহসারি ; তপোবন মাঝে যেন
গুরুরে বেড়িয়া অবস্থিত, অবহিত
ধ্যানস্থ শিষ্যেরা !—করিতেছে তক্ তক্
মনোহর বিন্দুসরোবর, বক্ষে ধরি'
চারু কারুচিত্রলেখা মন্দির একটি ;
কাঁপিছে তাহার ছায়া স্বচ্ছ জলতলে ;
সলিলবিহারশ্রান্ত বলাকার ঝাঁক
বসিয়াছে থাকে থাকে সে দেউল ছেয়ে ;
কেহ স্থির, গাত্রকণ্ডূয়নে রত কেহ ;
তাহাদেরো বহুরূপী প্রতিবিম্ব পড়ি'
নাচিছে হিল্লোলে ধীরে তালে তালে তালে
শুভ্রতোয়া সরসীরে শুভ্রতর করি' ;
খেলিছে মরালযূথ, ভাসিছে সারস।
হরষে ভাসিলা গোরা হেরিয়া সে সব ;
ভুলিয়া যাত্রীর ভিড় পবিত্র আশ্রমে
রহিল সে ভোলা প্রাণ ভাবে ভোর হ'য়ে !
উত্তরি' পুরুষোত্তমে, রথযাত্রাদিনে,
নামসংকীর্ত্তন করি' করিলা স্তম্ভিত

জল-সমুদ্রের পারে কলকল্লোলিত,
সে জন-সমুদ্র !—সবে ঠাকুর ভুলিয়া
হরিনামে মত্ত হ'ল, বিকাইল প্রাণ !
আপনি প্রতাপরুদ্র, পুরী-অধিপতি,
মূর্ত্তিমান পুরুষত্ব প্রতাপে প্রভাবে,
দেশবৈরী-বিতাড়ক, গুণী, সহৃদয়,
উগ্র কর্ম্মনেশা হ'তে জাগি' একদিন,
মাতিলেন নামগানে ! ভেটিলা গোরারে
বহুমূল্য ভেট ল'য়ে। গৌরচন্দ্র হাসি',
বিলা'য়ে দিলেন সব কাঙ্গালীর দলে ;
হইলেন অপ্রসন্ন প্রতাপের প্রতি।
বিনয়ে দাঁড়া'ল ভূপ ক্ষমাভিক্ষা মাগি'।
দীন-ভাব এল যবে রাজার অন্তরে,
করিলেন ভাবধর্ম্মে দীক্ষিত তাঁহারে।
গদগদ-প্রাণ নৃপ, সরে না বচন,
বিনামূলে বিকাইলা গোরার চরণে।
সমগ্র উৎকলে এল প্রেমের প্লাবন !

গেলা শেষে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে।
রহি' সেথা, কাশীবাসী বহু অজ্ঞানের,

দুষ্ট বিদ্বেষীর আর ধৃষ্ট নাস্তিকের,
অতিকায় ভীমস্কন্ধ বন্ধ্যবৃক্ষ-হেন
বিতণ্ডাসর্ব্বস্ব দম্ভী জ্ঞানশৌণ্ডদের
ফুটায়ে নয়ন ; বহু ভক্ত-চাতকের
মিটায়ে পিপাসা ; বিনম্র-বিজয় বহি'
হইলেন অগ্রসর প্রয়াগের পথে।

গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে শোভিছে প্রয়াগ,
দেবহীন তীর্থরাজ!—আপন গৌরবে
চিরদিন আকর্ষিছে অনুরক্তদলে !
তখন মকরযাত্রা, শুভ পুণ্যযোগ ;
মিলেছে প্রকাণ্ড মেলা যমুনার তীরে ;
নীরে ভাসে তরীশ্রেণী উড়ায়ে নিশান ;
যেথা হরি-হর সম, নীলে মিশি' শ্বেত,
যুগল সলিলী-আত্মা গলাগলি ধরি'
(অন্তর্নীরা সরস্বতী বহিছে মিশিয়া
ভক্তের বিশ্বাস-তট অভিষিক্ত করি' !)
চলেছে কাকলি করি',—তরী আরোহিয়া
যাইতেছে যাত্রীসঙ্ঘ সে সঙ্গম-স্নানে।
ফুলে ফুলে ঢাকা জল ;—মনে হয়, পাতা

পঞ্চম সর্গ

সুবিস্তীর্ণ ভাসমান পুষ্প-আস্তরণ !
তার সাথে মিশা নভ-প্রতিবিম্ব ; না, ও
অভ্র-আস্তরণ ? কোথা, পুষ্পাচ্ছাদ ঠেলি'
দীপক নভের খণ্ড উঠে হাসি' ভাসি' ;
বক্ষে ধরি' ঝক্‌মক্‌ রজত-তপন
নাচে রে তরল নীলে অচপল নীল !
এদিকে অঘাটে, ঘাটে আসিছে, যাইছে
কত যে স্নানার্থী, তার নাহি লেখা-জোখা !
আবক্ষ নিমজ্জি' নীরে কেহ মগ্ন ধ্যানে ;
কেহ ভাগীরথী-স্তব পড়ে তারস্বরে ;
'ববম্‌ ববম্‌ বম্‌' গালবাদ্য করি'
কেহ আরাধিছে হরে। চলিছে সবেগে
তীরে তীরে যাত্রীদের দানধ্যান-ঘটা ;
কোথাও সন্ন্যাসী সব বসি' ভস্ম মাখি' ;
কোথা' উর্দ্ধবাহু কেহ, আছে দাঁড়াইয়া ;
কোথা দণ্ডী, প্রতি অগ্র-গমনের বেলা,
দণ্ডবৎ পড়ি' ভূমে যত্নে চুমি' ধূলি
করিয়াছে দীর্ঘযাত্রা ভূমি মাপি' মাপি' ;
কোথা অন্ধ-আতুরেরা ভিক্ষা মাগিতেছে
করুণ কাহিনী কহি'। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে

বসেছে বিপণীশ্রেণী ; ক্রেতার কাতার
হাসিছে, ঘুরিছে সুখে কোলাহল করি'।
'আতসে'-'ফানুসে'-চিত্রে ছেয়ে গেছে মেলা ;
সঙ্-রঙ্-তামাসার চলিতেছে ধুম ;
নাচিছে নর্ত্তকী ; কোথা গাইছে গায়ক ;
কোথাও বা যাদুকর ভেল্কী দেখাইছে ;
কোথা বা দৈবজ্ঞে ঘিরি' কৌতূহলীদল
গণাইছে ভাগ্যফল ; দুলিতেছে কেহ
হিন্দোলায়, কেহ দোলাইছে ; দেখিতেছে
কেহ ; কদাচিৎ কেহ বা পড়িছে ছুটি'
দোলা হ'তে—দর্শকের হাস্য জাগাইয়া !
ধাইছে বৃষভ-রথ পট্টবস্ত্রে সাজি',
ঘন ঘণ্টাধ্বনি করি' সন্ত্রস্ত দর্শকে
আপনার আগমন ঘোষিয়া গরবে !

নগরের আড়ম্বর, কলরব ছাড়ি'
ওপারে ঝুঁসির মঠে উত্তরিলা গোরা।
পাহাড়ের গা'য়, হেরিলেন, সারি সারি
যতিদের গুহাগৃহ রয়েছে খোদিত ;
মহতের সহবাসে মহৎ-অন্তর,

আশ্রমের দ্বারপাল বিটপীসংহতি
কেহ ফলে, কেহ ফুলে, কেহ বা পল্লবে
সেবা-অর্ঘ্য বিরচিয়া, নীরবে নির্জ্জনে,
দীর্ঘছায়া বাড়াইয়া, নতনম্রশিরে
করিছে সাদরে তাঁরে দ্বারে সম্ভাষণ !
সাধুসঙ্গ লভি' আরো পুলকিত মন,
সদালাপে হইলেন গোরা মাতোয়ারা।
কথাচ্ছলে ভাবধর্ম্ম করিলা ব্যাখ্যান ;
সুলগ্নে সে কথামৃত সবার পরাণে
মৃতসঞ্জীবনী সম করিল প্রবেশ !
বহু সন্ন্যাসীর চক্ষু খুলে' গেল তাহে ;
—ঊষর ধূসর ক্ষেত্র সহসা ভরিল
সুন্দর সরস স্নিগ্ধ সবুজে শ্যামলে !
তার পর সেই সব সজ্জনেরে ল'য়ে
ঘরে ঘরে অকাতরে ফিরিলা প্রচারি'
স্বর্গবার্ত্তা ! জুড়াইল শত শত প্রাণ !
কাঁদায়ে প্রয়াগীগণে ছাড়িলা প্রয়াগ।

ব্রজপানে ফুল্লপ্রাণে করিলা প্রয়াণ ;
গোকুলের নামে গোরা উন্মত্ত, আকুল !

—সেই আদি সনাতন লীলা-নিকেতন ;
প্রেমের জাগ্রত তীর্থ স্বর্গের, মর্ত্তের ;
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রিয় কবি যার ;
অক্রুর, উদ্ধব আদি ভাবুক যাহার ;
'মাধুর্য্য রসের সার !'—ভাব যেখানের ;
সেইখানে চলেছেন,—ভেবে আত্মহারা ;
পুলকসঞ্চার দেহে ! সে চির-ঈপ্সিত
ব্রজপুরে উত্তরিলা, গদগদ প্রাণ !

মথুরানগরে, পশি' মাধবমন্দিরে
হেরিলেন সান্ধ্যারতি,—শুনিলা ভজন,
মিশিছে মৃদঙ্গনাদে মন্দিরানিক্বণে ;
ঘুরাইয়া পঞ্চদীপ নাচিছে পূজারী
তালে তালে ; অঙ্গের উত্তরী নামাবলী
খসিতেছে ; দোলে গলে তুলসীর মালা !
বালবৃদ্ধযুবানারী দল বাঁধি' বাঁধি'
পাদপদ্মে অর্ঘ্য দিয়া, করি' প্রদক্ষিণ
শ্রীমন্দির, ফিরে ঘরে ; কেহ করিতেছে
ভক্তপদধূলিলিপ্ত মন্দির মার্জ্জনা।
গা জাগা'য়ে তীর পানে, যমুনার নীরে

সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে তুলিয়া বুদ্বুদ
নিশ্চিন্ত আবিষ্ট হৃষ্ট মৎস্য কূর্ম্মসারি ;
জানাইছে ভক্তি যেন আরতিবন্দনে !
পর মাসে, দোলযাত্রা হেরিলেন গোরা ;
বিচিত্র 'শিঙ্গারে' শোভে বিগ্রহ সুন্দর,
মন্দির সেজেছে কিবা, কুসুমে পল্লবে !
ব্রজবাসী নরনারী উৎসবে মাতাল !
হেরিলা,—কঙ্কালসার অনুষ্ঠান'পরে
ধর্ম্মের মুখোস্ ! পুণ্য উৎসবের মাঝে
লালসার বিলাসের আবিল প্রবাহ !
ভণ্ড ভ্রষ্ট বৈষ্ণবের ভাবুকতা-ভাণ !
কাঁদিলা অন্তরে ; ফিরাইলা বহুজনে
বিনাশের মুখ হ'তে বিশ্বাসের বুকে।

প্রিয়ধাম বৃন্দাবনে হেরিলেন আসি',
বহিছে কালিন্দী সেই কুলু কুলু গাহি' ;
মুঞ্জরিছে নীপকুঞ্জ ; ডাকিছে কোকিলা
নিধুবনে !—শুনিলেন লুব্ধকর্ণে গোরা
ব্রজের বালকদল গাহিছে মধুরে,—
'রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন ;

মধুর্-মধুর্ বংশী বাজে এই ত বৃন্দাবন !'
—সত্য সত্য, কাণে যেন এল বংশীধ্বনি ;
ব্রজরাখালের সেই হাস্যকলরব ;
বনমালিকার ঘ্রাণ এল সাথে বহি' !
—সাধ্বসে রভসে হৃষ্ট তনুমনপ্রাণ,
নাচিতে লাগিলা গোরা উন্মত্তের মত,
ঊর্দ্ধমুখে বাহু তুলি', ঘুরি' ঘুরি' ঘুরি' ।
শঙ্কাকুল শিষ্যকুল সে নৃত্য দেখিয়া,
ভাবিছেন, প্রাণপাখী এ মহা উচ্ছ্বাসে
এখনি বা ভূমানন্দে অনন্তে পলায় !
থামিল নর্ত্তন যবে,—শ্রী-অঙ্গ অবশ,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভক্তবাহুপাশে ।
বহুক্ষণে এল সংজ্ঞা ; যুড়িলা কীর্ত্তন
ভক্তগণ ; যোগ দিলা গোরা নামগানে ;
উন্মার্গ শ্রীধামবাসী ধেয়ে এল শুনি',
সমস্ত মথুরা ভাঙ্গি' আসিল সে হাটে !
বিকায় মধুর রস আনন্দবাজারে,
দলে দলে ক্রেতা আসি লুটে বিনামূলে !
অক্ষয়-ভাণ্ডার হ'তে সুধা উড়িতেছে,
অনাহূত, রবাহূত ফিরিছে না কেহ !

পঞ্চম সর্গ

কিছুদিন যাপি' গোরা মধু বৃন্দাবনে,
দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে ফিরাইলা গতি।

দেশ হ'তে দেশান্তরে লাগিলা ফিরিতে।
মঙ্গল-ভর্ৎসনাভরা, সাবধান-করা
বিধাতৃপ্রেরিত জাগরণী প্রচারিয়া,
ক্ষিপ্তধূর্জ্জটির মত ভাবের তাণ্ডবে
প্রমত্ত প্রচণ্ড হ'য়ে, হরিনামে সাধা
যুগান্তের বিজ্ঞাপক বিষাণ বাজায়ে,
গৈরিকনিঃস্রব সম জ্বলন্ত তরল
উদগ্র উৎসাহধারা ছড়ায়ে ছিটায়ে,
কর্ম্মযোগী গৌরচন্দ্র যেথা যেথা গেলা
যাহাদের সহবাসে বারেকের তরে,
আগুন জ্বলিল সেথা—বহিল তুফান,
উঠিল সভয়ে সবে উচ্চতর স্তরে!

ষষ্ঠ সর্গ

সিদ্ধ

ভ্রমিতে লাগিলা গোরা অতৃপ্তহৃদয়ে
পরমার্থ বিলাইয়া ;—কবি যথা ফিরে,
কভু দিব্যভাবাবেশে আপনাবিস্মৃত,
কভু মহাঘোষকের মহাব্রত স্মরি'
প্রচারি' অপূর্ব্ব সত্য, তত্ত্ব অভিনব
ভক্ত শ্রোতৃবর্গমাঝে !

বারাঙ্গনা হ'তে
বীরাচারী কাপালিক ; ক্রুর কদাচারী
অঘোরপন্থীরা আর বন্য বর্ব্বরেরা ;
সভ্যতাভিমানী, ভগবানে উদাসীন,
কঠোর বিবেকবাদী বৌদ্ধভিক্ষুদল ;
শঙ্করের মায়াবাদী শিষ্যেরা অবধি,—
পেল ত্রাণ গোরার কৃপায়। ঘৃণা ত্যজি'

ছোট-বড় অসাফল্যে না করি' দৃক্‌পাত,
সঙ্কটসঙ্কুল বর্ত্মে করি' বিচরণ,
দস্যু-তস্করের হাতে, হিংস্রজন্তুমুখে
বার বার জীবন বিপন্ন করি', সেই
করুণা-পাগল সংসারের অভিশপ্ত
ত্যাজ্যগণে, আর তার প্রসাদপোষিত
পূজ্যজনে মোহকূপ হ'তে কেশে ধরি'
তুলিতে লাগিলা টানি'। কুড়া'তে কুড়া'তে
বহুল উপলরাশি পায় যথা কেহ
একটি অমূল্যনিধি,—পাইলা তেমতি
রায় রামানন্দে গোরা ; বাছি' নিলা তারে !
রামানন্দ ধন, মান, পরিজন ছাড়ি'
গোরার প্রণয়ে পড়ি' হইলা ভিখারী।

আরোহিলা রামগিরি একদিন গোরা
শিষ্য রামানন্দে ল'য়ে। নিম্নে প্রবাহিতা
'পয়স্বিনী' স্রোতস্বিনী,—মনে হ'ল, যেন
আনীল বসনখণ্ড রহিয়াছে পাতা !
তখনো উঠে নি রবি ; পূর্ব্বদিগ্বধূর
লজ্জায় রক্তিমগণ্ড পড়িতেছে ফাটি',

পূর্ব্বরাগে শুধু! বহিছে শীতল বায়ু;
ঝর্ঝর-ঝঙ্কার তুলি' ঝরিছে নির্ঝর;
শৈল-পক্ষী কলকণ্ঠে করিছে কাকলি;
সানুদেশে কুসুমিত কর্ণিকারমালা।
মেলিয়া পলাশনিভ অলস নয়ন
অরুণ আসিল উঠে'; শৃঙ্গে শৃঙ্গে, ক্রমে,
গুপ্ত হীরকের স্তর লাগিল জ্বলিতে!
বাহিরিল হেথা হোথা হরিণ হরিণী
শাবকের সনে,—ময়ুর ময়ুরী তুলি'
কেকাকলরব। হেরি' নিসর্গের শোভা,
জাগিল স্মরণে,—নির্ব্বাসিত রামভদ্র
করেছিলা এইখানে প্রথম প্রবাস!
—মনে এল, সেদিনের লীলাস্মৃতি যত;
গোরার ভাবুক-প্রাণ হ'ল মুখরিত!
চিত্রকূটে সম্বোধিয়া আরম্ভিলা স্তুতি,—
ধন্য, ধন্য, গিরিবর! কতকাল ধরি'
কি ধ্যানে দাঁড়ায়ে আছ উচ্চ করি' শির?
আসিতেছে যুগে যুগে বিশ্বরঙ্গভূমে
আবর্ত্ত বিবর্ত্ত কত বিগ্রহ বিপ্লব;
তুমি বসি' চিরদিন শান্তির নেপথ্যে!

তপোধন, তোমার সে নিশ্চল সমাধি
ভাঙ্গাইনু বুঝি মোরা ছার কৌতূহলে !
কিন্তু তুমি মহাভাগ ; না করি' ভ্রূক্ষেপ
ক্ষুদ্রের সে অত্যাচারে, প্রসন্ন হৃদয়ে
উদাসীন অভ্যাগতে ডাকিলে বিরলে !—
যেথা চির-নিরাশ্রয় শ্বাপদনিকরে
পালিতেছ, লতাগুল্মে বিটপীতে দিয়া
খাদ্য, ছায়া ; প্রস্রবণে স্বাদুবারি ; গুহ্য
গুহায় আরাম-বাস, রম্য নিরাপদ ;
—সেই 'সদাব্রত'-দ্বারে ! কে বলে তোমারে
শুধুই পাষাণ ? বিকট বন্ধুর কায়,
উলঙ্গ শিশুর মত, সমাজ-প্রথার
সূক্ষ্ম শ্লীল আবরণ-আভরণহীন।
ক্ষত যেথা, সেথাই ত প্রলেপ-আস্তর !
স্বভাব-সাধুরা ধরি' অন্তরে অমিয়,
তাই নারিকেলসম বাহিরে নীরস !
রুক্ষ আচ্ছাদন এ কি অক্ষয়-কবচ,
রক্ষিতে অন্তর-সুধা বহির্দ্বন্দ্ব মাঝে ?
হে মহর্ষি নিসর্গের, সার সান্দ্রীভূত
মর্ত্তের উত্থিত আত্মা, শিখাও অধমে

কঠিন অটল তব যোগের নিয়ম ;
ওই অভ্রভেদী তৃষা উঠাও এ হৃদে ;
ওই ত্যাগ, ও তিতিক্ষা দাও সঞ্চারিয়া !
—এত বলি' করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে
বহুক্ষণ রহিলেন গোরা আত্মহারা।
প্রিয় রামানন্দে ল'য়ে পক্ষকাল ধরি'
বসি' স্বভাবের শিশু স্বভাবের কোলে,
পরমার্থ আলোচনে রহিলা বিভোর।
শেষে, সে দেশের কাছে লইয়া বিদায়
গেলা দেশান্তরে। এইরূপে বহুদিন
ছুটি' ক্ষিপ্র কর্ম্মরথে, বিশ্রাম না জানি',
সহি' বহিঃপ্রকৃতির শত উপদ্রব,
অনশনে অনিদ্রায় সাধন-ভজনে
দিন দিন গৌরচন্দ্র ম্লান, পরিক্ষীণ !
একদিন এল এক পঙ্গু কুষ্ঠরোগী ;
কোল দিতে উঠিলেন গোরা যবে তারে,
শিষ্য একজন কহিলা, রোধিয়া পথ,—
যাঁদের বাঁচনে বাঁচে সহস্রের প্রাণ,
লক্ষ লক্ষ জীবনের আদর্শ যাঁহারা,
দূরব্যাপ্ত ভবিষ্যের যাঁরা শিক্ষাগুরু,

তাঁদের জীবনে হেলা,—বিশ্বেরে বঞ্চনা !—
নিবারি' শিষ্যেরে গোরা করিলা উত্তর,—
যাহাদের দয়া-মায়া পাত্রাপাত্র খুঁজি'
সতর্ক সশঙ্ক হ'য়ে বিতর্ক-বিচারে
সতত দোদুল্যমান,—তাহাদের কাছে
নিখিল চায় না কিছু, নাহি পায় কিছু।
সিদ্ধির দুর্গম মার্গ—নহে রাজপথ !
শেষে, সেই রোগতপ্ত রোগীর পরাণে
সেবায় আনিলা শান্তি,—স্বস্তি, সান্ত্বনায়।
  আর দিন, দুই দিন রহিয়া সংযমে,
পারণে বসিবা যবে উপবাসী গোরা,
এল অনশনক্লিষ্টা ভিখারিণী এক
রুগ্ন শীর্ণ পুত্রে ল'য়ে ; মাগিল আহার।
গোরা সেইক্ষণে গিয়ে নিজ অন্ন দিয়া
তুষিলেন ক্ষুধাতুরে তৃপ্তি সহকারে !
কিন্তু, তার ফলে, সঞ্চয়-অভাবে নিজে
রহিলেন অনাহারী আরো একদিন।

  শিষ্যেরা এ সব দেখি' হইলা চিন্তিত ;
বুঝাইলা বিধিমতে রহিতে গোরারে

সাবধান। শুনি' গোরা উঠিলেন হাসি';
উত্তরিলা রঙ্গভরে,—সাবধান?—হাঁ, হাঁ,
আছি সাবধান! সজাগচকিত আছি
প্রতিক্ষণে সে বিরাট্ নীরবতা লাগি'।
যাত্রার তরণী ঘাটে রেখেছি প্রস্তুত;
একটী অশ্রুতপূর্ব্ব বিশদ আহ্বান
রহিয়াছি প্রতীক্ষিয়া উন্মুখ শ্রবণে।
—চেও না অমন ক'রে বিস্ময়ে সংশয়ে,
মৃত্যু নহে ভয়ঙ্কর; মৃত্যু মনোহর।
উহারি অদৃশ্য এক তর্জ্জনীসঙ্কেতে
ঘননীল যবনিকা হবে অপস্থত;
মেঘের নেপথ্য হ'তে হইবে বাহির
রহস্যের দলবল অভিনেতৃবেশে!
যত গত-জনমের লুপ্ত ইতিহাস
আমিত্বের, ভাত হবে উহারি আলোকে।
মৃত্যু নহে বিভীষিকা; মৃত্যু আশাময়।
অমর আত্মার মুখ্য শোধন-আগার
তারি অধিকারে। সে সেথায় নিজ হাতে
আত্মার দৈহিক শেষ-প্রবৃত্তি-স্ফুলিঙ্গ
নিঃশেষে নিভা'য়ে, আপনার হিমনীরে

মুক্তিস্নান করাইয়া, নিয়ে যায় তারে
নব ঐশ্বর্য্যের দ্বারে শান্তিমন্ত্র জপি'।
কিসের ভাবনা তবে, কিসের শোচনা ?
নূতনজীবনধারা আসে যবে বহি',
তখনি ত পুরাতন ছাড়ে তারে পথ !
বিকারবেদনাতিক্ত সুদীর্ঘ অস্তিত্বে
হ'ত যে অরুচি,—যদি না থাকিত, সেই
বোঝা রাখি', লোকান্তরে বিশ্রামের বিধি !—
বাধা দিয়া সবিনয়ে সুধাইলা রূপ,—
কি তাৎপর্য্য বর্ত্তমানে হেন প্রসঙ্গের ?—
উত্তরিলা গোরা,—নিদানের আলোচনা
নহে অসার্থক ; সকলেরি আছে শেষ !
ছেদ ভাল শ্রান্তিজীর্ণ অবিচ্ছেদ চেয়ে।
কৌতূহলী বিশ্ব বৈচিত্র্যের অভিলাষী।
জীবনে যৌবন যদি না হ'ত বিকাশ,
সোণার শৈশব হ'ত শুধু বিড়ম্বনা !
সেই দৃপ্ত যৌবনের উষ্মা শীতলিতে,
চাই হিমহস্তস্পর্শ—শাসন-ইঙ্গিত !
তাই আধি-ব্যাধি তারে বার বার ধরে।
সব শেষে দেখা দেয় শুভ্রকেশ জরা,

পঙ্কহস্তে ল'য়ে পূর্ণশোধনের ভার
পরিশুদ্ধ, প্রকৃতিস্থ করে প্রকৃতিরে।

কহিতে লাগিলা গোরা আবেগে উল্লাসে,—
দ্বিতীয় শৈশব জরা,—নহে অতিবাদ।
জন্মক্ষণে জরা সম অসাড় শরীরে
সবল চেতন আত্মা ল'য়ে মর্ত্ত্যে আসি।
স্বর্গের সংস্কার বুঝি জাগে ছায়া-ছায়া,
সদ্য-কায়াগ্রস্ত মুক্ত-আত্মার স্মৃতিতে,
আধ ঘুম-জাগরণে স্বপ্নাবেশ সম!
দেখে' শুনে' ওপারের তরঙ্গ-উৎসব,
শুয়ে মাতৃধাত্রীক্রোড়ে, তাই কাঁদি হাসি।
শিক্ষায় স্বভাব শেষে পড়ে' যায় ঢাকা;
অহোরাত্র সুরক্ষিত সূতিকাগৃহের
পূত দীপালোক যথা দিবালোক মাঝে!
তাই আদি সনাতন সার সত্যগুলি
প্রহেলিকা সম লাগে। জ্যোৎস্না যথা জাগে
গৃহে দীপ নিভে গেলে,—সংহৃত-উত্তাপ
জীবন-সন্ধ্যায় পুন হয় উদ্দীপিত,
সেই নির্ব্বাপিত জ্যোতি জন্ম-প্রভাতের

পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ; একটী নির্ম্মল স্থির
প্রাণের দর্পণে ভাসে নিখিলের ছায়া !
—এও নহে শেষ ; আছে এরো পরিণতি।
প্রতীক্ষিয়া আছি সেই পূর্ণ পরিণাম।

কহিলা, বিষণ্ণ হেরি' ভক্তদের মুখ,—
দুঃখ ত্যজি', বন্ধুগণ, ভাব' মোর তরে,
করহ প্রার্থনা ;—এইবার, এই শেষ
হয় যেন এ ক্লান্তের চূড়ান্ত-সমাধা।
—যথা তীর্থযাত্রীদল গমনের মুখে,
কভু পথে পথে ঘুরি' অনন্যগতিক,
কভু ধর্ম্মশালা হ'তে ধর্ম্মশালান্তরে
আশ্রয় বিশ্রাম লভি', হয় অগ্রসর ;
জান না কি, আমরাও স্বষ্টির প্রত্যুষে
জীবজন্মতীর্থযাত্রী হয়েছি বাহির
(নিরাশ্রয় নিরালম্ব—শূন্যে শূন্যে কভু,)
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে ঘুরি', ধাইতেছি
যাপিয়া অজ্ঞাতবাস, চিরগৃহপানে ;
ক্রমোন্নতি মধ্য দিয়া পূর্ণোন্নতি তরে।
এমনি চলিতে হবে আশ্বাসে বিশ্বাসে,

শুভ মানি', ধ্রুব জানি' সেই পরিণাম।
হোক্ তাহা শান্তিব্যাপ্ত, সুপ্তি নহে তাহা ;
জন্ম যা'ক্, মৃত্যু যা'ক্, লয় নহে তাহা।
সে মুক্তির ভাব, সংজ্ঞা, স্বরূপ, প্রকৃতি,—
আমিত্বসত্তায় পূর্ণ, স্বতন্ত্র স্বাধীন,
তাঁর দর্শ-স্পর্শ-ধ্যানে আকণ্ঠমগন
প্রাণের সর্ব্বাঙ্গভরা আনন্দ-চেতনা।
পাব কি সে শুভযোগ ? হায় রে দুরাশা !
ওপারে এপারে শুধু পড়ে' গেছে সেতু ;
তাই বুঝিতেছি, যাত্রা এসেছে ফুরায়ে !
অবাধে করিতে দিও মোরে সমাপন।
হেনকালে ভক্তদের বিয়োগ-হুতাশ
বাড়িয়া উঠিল মৌনে ;—জানিয়া তা গোরা
কহিলা প্রবোধবাক্যে,—যদি এত মোহ
বিদায়ের অনুবন্ধে, যবে সত্য সত্য,
হবে আপনার জন আঁখির আড়াল,
কি করিবে ?—তখন কি শোকভারে তারে
আকর্ষি' নামা'বে নীচে—নামিবে আপনি !—
কহিলেন সনাতন,—হোক্ সুখময়
মরণের হিমবুক,—প্রাণাধিক জনে

যে পারে স্বচ্ছন্দে দিতে অনন্ত-বিদায়,
হয় সে উন্মাদ,—নয়, মনুষ্য-অধম !—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—কে, স্বার্থান্ধ হ'য়ে
পারে অন্তরঙ্গে, নীচে রাখিতে চাপিয়া ;
প্রেমদেবতার কোলে দিয়ে প্রিয়জনে,
কে না ইচ্ছে, পরিণামে উত্থান তাহার ?
যখন পড়িবে ডাক গৃহহারা তরে,
আগ্রহে করা'য়ে দিও যাত্রা প্রবাসীরে।
—তার পর, একদিন কহিলেন সবে,—
আবার পুরুষোত্তম দেখিব, বাসনা !
—ফিরিলেন পুরী-পথে মহাযাত্রা করি'।
চলিতে শকতি নাই, তবু শিষ্যগণে
দেন না যোগা'তে যান। পথে যেতে যেতে,
অদূরে শুনিয়া কোলাহল, ক্ষীণবল,
তবু ছুটিলেন গোরা চঞ্চল চরণে।
দেখিলেন, হইতেছে আয়োজন সেথা
সহমরণের। বসি' মৃতপতি পাশে
অবদ্ধকুন্তলা সতী, উন্মাদিনী যেন !
চারিদিকে ঘিরে' শ্মশানবান্ধবগণ
করিতেছে হরিধ্বনি ; সে অমিয়নাম,

মনে হ'ল, প্রেতকণ্ঠে পরিহাস যেন,
উঠিতেছে শ্মশানের শান্তিভঙ্গ করি' !
সজ্জিত হয়েছে চিতা ; কুলপুরোহিত
মণ্ডিয়া ললাটতল লোহিত চন্দনে,
দোলা'য়ে রুদ্রাক্ষমালা, রক্তাম্বর পরি',
বসিয়াছে তন্ত্র খুলি' ; বাজিতেছে শাঁখ ;
হইতেছে পুষ্পবৃষ্টি। দেখিলেন গোরা,
পৈশাচিক সমারোহ বিকট শ্মশানে ;
উৎকট উৎসাহ-হর্ষ সবাকার মুখে !
কহিলেন স্তোকবাক্যে শোক-বিহ্বলারে,—
মা আমার, কোথা যাবে ? হায় অবোধিনী,
সত্য সত্য ভাবিয়াছ, মৃত্যু মিলাইবে
পতিরত্নে, সতী ? হেন মৃত্যু, আত্মনাশ,
প্রবল প্রকৃতি সনে বিদ্রোহ ঘোষণা !
মিলন ত হবে না, মা ! এ গমনে আরো,
পতি হ'তে বহুদূরে হ'বে নিপতিত ;
দীর্ঘ বিরহের নিশা হবে দীর্ঘতর।
পতির সদ্গতি করি' যাও, শুভে, ঘরে ;
বিধবা, পরার্থ-ব্রত সংসারে তোমার ;
সংসারেরে করিও না সে পুণ্যে বঞ্চিত !

ষষ্ঠ সর্গ

সরায়ে কুন্তলরাশি, তুলি' অতি ধীরে
বিষাদমলিন মুখ, কহিল মোহিতা,—
কে তুমি দেবতা ?—এসেছ কি ছলিবারে ?
এ কি কথা শুনাইলে !—জাগিছে আবার
বিস্বাদ জীবনে মায়া ; পড়িতেছে মনে
বিচ্ছিন্ন কর্ত্তব্যভার ; মনে হয় যেন,
যাব তব পথ ধরি' ! কিন্তু, বল, বল,
জ্ঞানহীনা বিবশারে কর নি ছলনা ?
সত্যই কি মৃত্যু নাহি মিলাবে তাঁহারে ?—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—অয়ি সহৃদয়ে,
অজ্ঞ আমি, সব কথা বুঝাব কি তোমা,
সে সর্ব্বজ্ঞ না বুঝা'লে ! আমি এই বলি,
অকালে জাগায়ে কালে ক'রো না দুর্ব্বল
তারে। একদা সে জাগিবে আপনি, যবে
নিয়মের ডঙ্কা করিবে আহ্বান তারে।
সেই সুস্থ সুপ্রসন্ন পরিপক্ক কাল
করিবে সকল দুঃখ সুখে পরিণত ;
পতি সনে সতী তব ঘটাবে মিলন।
তার আগে, চিত্ত শুদ্ধ, মোহমুক্ত করি'
যিনি অগতির গতি, অপতির পতি,

লও আজি পুত্র পাশে তাঁর পরিচয়।
—এত বলি', দিলা মন্ত্র ; নব বলে বলী,
দাঁড়াইল শোকাকুলা কর্ত্তব্যে অটল !

স্বজনেরা করিতে লাগিল কাণাকাণি ;
জিজ্ঞাসিল একজন বিরক্তি-বিস্ময়ে,—
কে তুমি, হে পান্থ, হেথা কোন্ প্রয়োজন ?—
চিরসম্মোহন কণ্ঠে যাদু করি' সবে,
নয়নে আননে জ্বালি' অলৌকিক বিভা,
কহিলা প্রশান্ত পান্থ,—যেই হই আমি,
হেথা আগমন মম যাঁর প্রয়োজনে,
তাঁর কার্য্যে নাহি দিও বাধা ; করিও না,
ঘটায়ো না পাপ, দিয়ে ধর্ম্মের দোহাই !
—সমীরণসমীরিত শুষ্কপত্রদলে
কে যেন ছোঁয়া'ল অগ্নি !—একে একে সবে
অনুতাপে তাপি' তূর্ণ আলোক লভিল !
কহিল,—কি দুষ্কার্য্যই হ'য়ে যেত আজ,
যদি তুমি, পরিত্রাতা, নাহি দিতে দেখা !—
প্রবোধি' সবারে, গোরা মাগিলা বিদায়।
—এতক্ষণ রুদ্ধরোষে কুলপুরোহিত,

অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন,—আছিল কাঁপিতে ;
অকস্মাৎ পৈতা ছিঁড়ি', হানিয়া ভ্রূকুটি,
ঘূর্ণিত আরক্ত নেত্রে, দন্ত কড়মড়ি'
উঠিল গর্জ্জন করি',—রে ভণ্ডতপস্বী,
যাও, যাও; ত্বরায় উচ্ছন্ন যাও তুমি !—
গোরা কহিলেন হাসি',—তথাস্তু, ব্রাহ্মণ,
শুভমস্তু !—অভিশাপ আশীর্ব্বাদ মোর !

গ্রামবাসীদের নিষেধ-নির্ব্বন্ধ ঠেলি'
'চোরানন্দী'-বনমুখে চলিলেন গোরা।
পেয়েছিলা সমাচার করুণা-পাগল,
সে বনে নিবসে এক দস্যুদলপতি
নিজ দলবল সনে, ক্ষণে ক্ষণে আসি'।
অলক্ষিত গতি-বিধি তার ; জাতি ভীল,
নারোজি তাহার নাম, দুর্দ্দান্ত, বড়ই
নিদারুণ !—হইলেন গোরা অগ্রসর
সাঙ্গোপাঙ্গে প্রবোধিয়া একা বন-পথে।
দেখা দিল বহুক্ষণে নিবিড় কান্তার ;
তখন মধ্যাহ্নকাল, শীতের সময় ;
রবিরশ্মি, তাও ভয়ে পশে না কি সেথা ?

ভৈরব, নীরব স্থান সমাধির প্রায় !
পাইলা অনেক ক্লেশে সঘন গহনে
যেথা দস্যুদের গুপ্ত আশ্রয় ; সেখানে,
মনে হ'ল, জটাধর ভীম দিগম্বর
অদ্ভুত-উদ্ভিদ্-আত্মা যত, রহস্যের
সূক্ষ্ম-তিমিরাবরণ জড়ায়ে কটীতে,
করিতেছে কোলাহল, প্রমোদ-ইঙ্গিত
সুদীর্ঘ লোমশ ক্ষীণ বাহুগুলি নাড়ি'
উত্তর-বাতাসে—কভু, হাঃ হাঃ হাসিতেছে !
অনন্তেরে রাখিতেছে অন্তরাল করি'।
দুষ্টবাষ্পে সমাচ্ছন্ন অপ্রশস্ত বায়ু
ছিটাইছে পূতিগন্ধ-আমোদে মাতিয়া।
মনে হ'ল, সেখানের করালী প্রকৃতি
নিত্য কুমন্ত্রণা দিয়ে রাখিছে উদ্যত
হিংসার শাণিত খড়গ ! দিতেছে প্রশ্রয়
নির্দ্দোষীর রক্তপাতে ; করিছে নির্ব্বাণ,
চেতনা-স্ফুলিঙ্গকণা জ্বলিছে যখন !

হেরিলা আড়ালে রহি', বসি' পিশাচেরা
কৃষ্ণকায়ে লেপি' গাঢ় লোহিত চন্দন।

শ্মশ্রু-গুম্ফ মাঝে বিকট দশনচ্ছটা !
লোল জটাজাল মাঝে জ্বলিছে নয়ন,
পৈশাচিক তেজে আরক্তিম ! শোভে পটে
কপালিনী-মূর্ত্তি ; ইতস্তত নৃকঙ্কাল।
রহিয়াছে ক্ষণস্থায়ী বিশ্রামের তরে
দু'চারিটী ছোট ছোট পাতার আচ্ছাদ।
জ্বলিতেছে অগ্নিকুণ্ড সারি সারি সারি ;
কেহ পোহাইছে অগ্নি, কেহ করিতেছে
অর্দ্ধদগ্ধ, আহরিত ভক্ষ্যদ্রব্যগুলি।
ঝুলিছে শাণিত খড়গ বর্শা, ধনু-তীর।
কেহ কেহ সুরা পিয়ে বীভৎস উল্লাসে
'জয় কালী !' বলি' ঘন হাঁকিছে, নাচিছে ;
প্রেতবৎ মৃদু তীব্র ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সুরে
কেহ কেহ করিতেছে জঘন্য বচসা।
দেখিলা, সবার ভালে লেখা 'নরঘাতী' ;
গিয়েছে অসাড় হ'য়ে হৃদয় সবার !
যে-ই বাহিরিলা গোরা অন্তরাল হ'তে,
সাঙ্কেতিক তূর্য্যনাদ হইল অমনি ;
—সচকিত দলপতি, আগন্তুকে হেরি'
হুঙ্কারি' আসিল ছুটি', উদ্যত-ছুরিকা !

কি যেন কুহকে পুন হটিল পশ্চাতে ;
দেখিতে লাগিল কার অম্লান মূরতি,
আয়ত্তের বহির্ভূত, হিংসার অতীত ;
করুণায় ছল ছল, প্রেমে ঢল ঢল !
কহিল,—কে তুমি ? হেথা কেন আগমন ?
কহ সত্য ; দস্যুপতি সুধায় তোমায় !—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—তুমি দস্যুপতি ?
তুমি সেই নরঘাতী ?—আমি বন্ধু তব !
আসিয়াছি জানাইতে, হয়েছে সময়
তোর ফিরিবার ; এ পথে কল্যাণ নাই !
বন্যপশুসম ঘৃণিত, তাড়িত তুই !
বল্, হিংসায় কি সুখ ? আসিয়াছি তাই,
নূতন পথের সন্ধি করিবারে দান ;
আপনি করুণাময় পাঠাইলা ভৃত্যে
দিতে এ বারতা তোরে !—টলিল পাষাণ !
কি যেন অভাবনীয় ভাবের তাড়নে
রহিল নিস্পন্দ, স্তব্ধ ;—গলিল পাষাণ !
প্রভুরে নিস্তেজ দেখি' দস্যু একজন
সহসা পশ্চাৎ হ'তে দীর্ঘ যষ্টি তুলি'
মারিল গোরার মাথে ; আহত মস্তক

ধরি', সেইক্ষণে বসি' পড়িলেন গোরা।
কি করিলি, কি করিলি ? কাঁহারে মারিলি ?
—বলি' দলপতি, আমূল বিঁধা'ল ছুরী
আঘাতকারীর বক্ষে চক্ষের নিমেষে।
এতক্ষণ ছিলা গোরা আঘাতে বিহ্বল ;
পদপ্রান্তে দস্যুপতি গদগদ ভাষে
রাখিয়া রক্তাক্ত অস্ত্র কহিল,—দেবতা,
পশু আমি, তবু নহি অন্ধ একেবারে ;
দেবতারে হিংসে যেই, এই গতি তার !
—এত বলি' মৃতদেহ দিল দেখাইয়া।
—গোরার লাগিল মনে, যেন সেইক্ষণে
আমূল বিঁধিল ছুরী তাঁরি নিজ বুকে।
ছাড়া'য়ে চরণ বেগে, দাঁড়াইলা দূরে ;
সভয়ে হেরিল দস্যু,—আয়ত্ত-অতীত,
তুঙ্গ গৌর-অচলের তুষারধবল,
উত্তাপতরল, স্নিগ্ধ করুণা-ঝরণা
মুহূর্ত্তে হইয়া গেছে হিম, সুকঠিন !
উঠিলা গর্জ্জিয়া গোরা,—ধিক্ ধিক্, ক্রূর,
আপনার অনুগতে করিলি বিনাশ ?
উহার কি অপরাধ ? তোর কাছে ওরা

যেমন পাইছে শিক্ষা, করিতেছে তা'ই!
আমারে মেরেছে দস্যু, কি হয়েছে তোর?—
সেইক্ষণে ছুটি' গিয়া শব পাশে গোরা
মৃতবন্ধু-চিত্র ল'য়ে বন্ধু যথা রহে
করুণ সতৃষ্ণ মৌন, রহিলা তেমনি!
এদিকে ধূলায় লুটি' কাঁদিছে নারোজি,—
ক্ষমা কর, কৃপাসিন্ধু, এ বন্যপশুরে!
কিছুক্ষণে, কৃপাসিন্ধু তুলিলা পতিতে;
নিলা প্রেমস্বর্গে; শান্তিবিনাশক হ'ল
শান্তি-উপাসক! লইল গোরার সঙ্গ
অপহৃত ধন-রত্ন পায়ে ঠেলি' সব;
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ ধন পাইল কাঙ্গাল!
অন্য দস্যুগণ ত্যজি' পূর্ব্বের স্বভাব
একে একে যূথবদ্ধ মেষপাল সম
হইল পশ্চাদ্গামী দলাধিপতির!
সে নিহত দস্যুটির সহোদর শুধু
চলিল বিভিন্ন পথে; কহিল সরোষে
গৌরচন্দ্রে লক্ষ্য করি',—থেকো সাবধান,
অরণ্যচরের ওহে শান্তিবিঘাতক,
বন্ধুবিচ্ছেদের মূল, ভাই দিয়ে ভা'য়ে

করা'লে নিধন!—প্রতিশোধ আছে তার!—
ধাইল দস্যুরা বিদ্রোহীরে ধরিবারে;
নিবারি' সবারে গোরা কহিলা গম্ভীরে,—
হিংসা দিয়া প্রতিহিংসা যেও না রোধিতে!
হেথা হ'তে পূর্ব্ব পথে চলিলেন গোরা।
একদা সাজিল মেঘ শারদ আকাশে;
সেই কৃষ্ণ খণ্ড-মেঘ দেখা গেল, যেন
রয়েছে যোজনব্যাপী অভ্রশয্যা যুড়ি'
ঘোরদরশনা এক নিদ্রিতা দানবী!
নভঃপ্রান্ত মুহুর্ম্মুহু লাগিল জ্বলিতে
বিনা শব্দে; উঠিল বজ্রাস্ত্রে ক্রমে খর
টঙ্কার হুঙ্কার ঘন! এদিকে, অচিরে
লঘুকৃষ্ণ মেঘমালা গাঢ়তর হ'য়ে
উন্মাদিনী ঝটিকারে দিল উড়াইয়া,
ভাঙ্গাইয়া নিদ্রা তার!—দেখিছেন গোরা,
উন্মুক্ত প্রান্তরপথে আসিতেছে ধেয়ে
রুক্ষ, মুক্তকেশী ভীমা শ্বাসিয়া সঘনে,
লক্ষ বাহু দিয়া ছিটাইয়া ধূলিজাল,
চ্যুত শুষ্ক পলায়িত পত্রসংহতিতে
করাঘাতে খরশব্দ তুলি', উচ্চ-শির

তরুদের স্কন্ধে ধরি' সবেগে নোঁয়ায়ে,
নদীর তরঙ্গগুলি আছাড়িয়া তটে,
বিজয়-তাণ্ডবে মাতি' !—দেখিতে দেখিতে
মাথার উপরে আসিল বাড়ন্ত ঝড়,
লাগিল দ্বিগুণবেগে ছাড়িতে নিঃশ্বাস !
চমকিতে লাগিল চপলা দ্রুততর ;
আরোহিল শেষগ্রামে বজ্রের নির্ঘোষ ;
খর—খরতর হইল করকাপাত।
ধরার উৎক্ষিপ্ত ধূলি লুকাইল ত্রাসে
নভধূলিকার কোলে ! ক্রমে ঘনীভূত,
নামিল মুষলধারে অবিশ্রাম ধারা।
কিছুক্ষণে, পরিশ্রান্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি
পড়িল ঘুমায়ে, শিষ্ট শিশুটির মত !
নবধারাস্নাত ধূম্র তরুপংক্তি হ'তে
তখন পাণ্ডুর চন্দ্র মারিতেছে উঁকি।
শিষ্যদের অনুনয়-নিষেধ না মানি'
ত্যজি' ঘনপত্রে-রচা সহকারমূল
এতক্ষণ ছিলা গোরা দাঁড়ায়ে বাহিরে
সিক্তচীরে, ক্ষিপ্ত সম ; উৎফুল্ল অন্তরে
উল্লাস দেখিতেছিলা চণ্ড প্রকৃতির ;

কহিলেন শিষ্যগণে সম্বোধি' সহসা,—
বুঝিবে না এখনও ? আর কেন মিছে
মজায়ে রাখিতে মোরে করিছ যতন ?
ঘুম আসিতেছে ছেয়ে আত্মার শরীরে ;
তার জাগরণ চাই !—মিছে ধরে' রাখা ;
প্রভু ডাকিছেন দাসে নূতন জগতে,
নূতন আদেশ তাঁর করিতে বহন।
কহিলা শিষ্যেরা,—ব'লো না ও কথা ; প্রভু.
বক্ষ বিদরিয়া যায় ভাবিলেও তাহা।
রাখিতে নারিব প্রাণ তোমার বিহনে,
সর্ব্বনাশ হবে যবে, জানিও নিশ্চিত,
চিরসঙ্গী আমরাও সঙ্গ নিব তব।
শুনিয়া ব্যাকুল হ'য়ে উঠিলেন গোরা ;
জানিতেন ভালমতে, তাঁর প্রতি এই
অনুরক্ত ভক্তদের কি প্রগাঢ় প্রীতি !
হাতে ধরি' প্রতিজনে কহিলা বুঝা'য়ে,—
প্রিয়গণ, সাধুগণ, সর্ব্বস্ব আমার,
মোর অতীতের বল, ভবিষ্যের আশা,
ভুলে' গেলে, তোমরা যে বিশ্বাসী বৈষ্ণব !
মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্ব কাহাদের লাগি'

বুঝায়েছি এত করি' ?—তোমাদেরি চাহি' !
মহাযাত্রা তরে, প্রিয়েরে বিদায় দিতে,
প্রিয় পাশে অনায়াসে লইতে বিদায়,
তোমাদের শক্তি যা'তে পূর্ণরূপে জাগে !
এবে বুঝিতেছি, যত্ন হয়েছে নিষ্ফল।
স্পর্শ করি' মোরে সবে করহ শপথ,
করিবে না হেন কাজ শোকমোহে ভুলে' ;
নহিলে, মরণ মোর হবে দুঃখময় ;
বুঝিয়া, যা হয়, কর !—আপনাবিস্মৃত,
শ্রী-অঙ্গ পরশি' সবে করিলা শপথ।
সন্তুষ্ট হইয়া গোরা কহিলা তখন,—
প্রিয়বিরহের স্মৃতি, পবিত্রবিষাদ
ভুলিতে চেও না কিন্তু ; রক্ষা ক'রো তারে
তপস্যার অগ্নিসম, নীরবে নিভৃতে !
—তাই ভাবি' আরো এক কর অঙ্গীকার,
আমরণ ঐশ কার্য্য প্রাণপণ করি'
রহিবে সাধিতে সবে !—আসিল উত্তর,—
তুমি গেলে, কোন্ কার্য্য হবে তার পর ?
কাণ্ডারীবিহীন তরী ডুবিবে না স্রোতে ?—
কহিলেন গৌরচন্দ্র,—সে কি কোন কথা ?

কে আমি, কি শক্তি মোর ? যাঁর কার্য্য, ভাই,
ছিনু বলী এতকাল তাঁহারি ত বলে !
তাঁর আশীর্ব্বাদে সঙ্কটে হইবে পার।
মোর ক্ষুদ্র শক্তি সাথে রহিবে জাগিয়া ;
তোমাদের সঙ্গ-ছাড়া নহিব কদাপি ;
মরণেও বেঁচে র'ব তোমাদের মাঝে
শোকপূত স্মৃতি-স্বর্গে, তরুণ জীবনে।
আমার বিহনে, লক্ষ্যভ্রষ্ট নাহি হ'য়ো ;
এই শেষকথা মোর, রাখিও স্মরণ !
আমা হ'তে হয় নাই ব্রত উদযাপন,
এ জনম, এ জীবন গেছে রে বৃথায় ;
তোমরা করিও সেই সূচনার শেষ !—
যন্ত্রের চালিত-প্রায়, পুন একে একে
শ্রী-অঙ্গ পরশি' সবে করিলা শপথ,—
প্রাণপণে ঐশ কার্য্য করিব সাধন !—
দ্বিগুণ আশ্বাসে গোরা উঠিলেন মাতি',
বার বার আশীর্ব্বাদ করিলেন সবে।

নীলাচল সন্নিকটে আসিলা যখন,
দামোদর পণ্ডিতের পাইলা সাক্ষাৎ ;

ছেড়েছেন নবদ্বীপ তাঁহারি সন্ধানে।
তাঁর মুখে শুনিলেন সব সমাচার,—
মাতা আর বনিতার শোচনীয় দশা ;
ম্রিয়মাণ নদেবাসী তাঁহার বিহনে ;
যশোধন নিত্যানন্দ রোগে শয্যাগত ;
তেজস্বী অদ্বৈত এবে জরায় জর্জ্জর ;
কতিপয় সাধু শিষ্য পরলোকগত !
—ধৈর্য্য গেল ক্ষণতরে ; ঊর্দ্ধপানে চাহি'
কহিলেন,—হে তারণ, কত দেরী আর ?—
শুনিলেন, অন্তরীক্ষে অশরীরীবাণী
অন্যের অশ্রুত স্বরে তাঁর কর্ণমূলে
স্তনিত ধ্বনিত হ'ল,—এস, জয়ী, এস,
সাঙ্গ ভবলীলা তব ; এস এস, শ্রান্ত,
শান্তির অখণ্ডরাজ্যে সিংহাসন'পরে !
—পলকে মিলা'ল বাণী মেঘস্তর দিয়া
তরঙ্গিয়া প্রতিধ্বনি অশরীরীসম,
সূক্ষ্মতম-ধারণার অগোচর-লোকে !
শীতের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য উঠিল জ্বলিয়া ;
হাসিল দ্যুলোক মৌনে নিশ্চিন্তের হাসি ;
আলোকিত পুলকিত গোরার হৃদয় !

ষষ্ঠ সর্গ

পুরীতীর্থে, সিন্ধুতীরে আসিলা সদলে।
উল্লাস উচ্ছ্বাস সেই উত্তাল সিন্ধুর
প্রাণের সুড়ঙ্গে পশি' তরঙ্গ তুলিল ;
ফেলিল ভাঙ্গিয়া জীর্ণ মৃণ্ময় জাঙ্গাল !
ক্লান্ত ভক্তদের দৃষ্টি এড়ায়ে নিশীথে
বসিলা সৈকতে আসি' জাগরিত গোরা
নিভৃতে নিহিত ধ্যানে যোগাসন করি'।
সেই দিন মাঘী-পৌর্ণমাসী। চন্দ্র যেন
ত্রিদশের তুহিন-অচল, মর্ত্ত্যোপরে
বর্ষিছে হিমানীকণা ! তীরে, ঘরে ঘরে
দ্বার রুদ্ধ ; নরনারী নিদ্রা-অচেতন।
শুধু, আকাশের কোটি অনিমেষ আঁখি
ধীর স্থির দৃষ্টিপাতে মায়া-পাতালের
মণিখনি খুঁজিছে কি আবিল অতলে ?
এদিকে তরঙ্গায়িত, জ্যোৎস্না-ঠিকরিত
ঝল্‌মল্‌-সাগরের সহস্র নয়ন
হানিছে কটাক্ষ তীক্ষ্ণ পলে শতবার
নিথর নভোধি পানে ; সে অতলে লীন
নীহারিকা-মতিমালা চাহে বা লক্ষিতে !
ঊর্দ্ধে অধে দুই সিন্ধু, দোঁহাকার মাঝে,

দেখি' নিজ নিজ ছায়া শ্রান্ত হইতেছে !
অম্বর, গম্ভীর তাই প্রশান্ত বিষাদে ;
সাগর, অধীর বুঝি উদ্ভ্রান্ত হুতাশে !
হেরিতে লাগিলা গোরা সাগরের লীলা ;
ফিরে' ফিরে' যায়, পুন আস্ফালি' দ্বিগুণ
দূর ওপারের ঊর্ম্মি শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া
ছুটে' এসে বালুতটে পড়িতেছে ভাঙ্গি' ;
এ পারের মায়া-কারা এমনি কঠিন ;
শিথিল সিকতা-গ্রন্থি এতই নিবিড় !
ক্রমে রাত্রি গাঢ় হ'ল ; তখন বিভোরে
উদ্বেল-সমুদ্রতটে ঘুমাইছে ধরা !
শুধু এই নিশাকালে, হেন আলোড়িত
চক্রীর কলুষকৃষ্ণ বিক্ষুব্ধ ভাবনা !
আরতির শুভশঙ্খ উচ্চারি' কখন
ধ্বনিপীন শান্তিবাণী, ফিরে' গেছে ঘরে ;
প্রতিধ্বনি অনন্তের কুহরে জাগিয়া
সে তানের স্মৃতিরেশ বহুক্ষণ ধরি'
আপনি গুঞ্জিল বসি', ভুঞ্জিল আপনি ;
কবে সেও শ্রান্তিভরে পড়েছে ঘুমায়ে ;
ঝঙ্কৃত সে স্বর-সূত্র বিচ্ছিন্ন এখন !

গাঢ়তর—গাঢ়তম হ'য়ে নিশীথিনী
নামিল গাহনে ; বিছাইল কাল নীরে
বিরল শয়ন ধীরে ; যুগ-যুগান্তের
সে দিব্য অনন্তশয্যা হ'ল প্রতিভাত
অন্তশয্যা সম ! আঁধার অকূল হ'তে
আসিল অস্ফুট-স্বরে মৃত্যুর আহ্বান !
শীতের শীতল সৌম্য মহানিশা সনে
এদিকে গোরার প্রাণে একান্তে কখন
বিকারের রৌদ্র সুর নেমেছে নিখাদে !
—গেল বাহিরের ক্ষুদ্র খর কোলাহল ;
উঠিল জোয়ার নবভাবস্পর্শে স্ফীত
স্তম্ভিত অন্তর ছাপি', গম্ভীর আবেগে।
মনে হ'ল, সাগরের দোললীলা সনে
দোলায়িত প্রাণ যেন এক হ'য়ে গেছে !
চাহিয়া চাহিয়া সেই ক্ষিপ্ত সিন্ধু পানে
হৃদয়ের মত্ত সিন্ধু লাগিল ডাকিতে !
অদ্ভুত-মানসস্পৃষ্ট উল্লসিত-নেত্রে
দেখিলেন গোরা, সলিলে অপূর্ব্ব দৃশ্য,—
মিলি' ব্রজবালাকুল যেন যমুনার
তরল চঞ্চল নীলে মেলি' নীলাঞ্চল,

জলকেলি করিতেছে কলহাস্য সনে।
দেখিলা সেথায়,—হাসিছেন তরী'পরে
আপনি গোকুলচন্দ্র কাণ্ডারীর বেশে!
—ত্রিভঙ্গবঙ্কিম ঠাম, অধরে মুরলী;
শিরে শিখীপুচ্ছশোভা, গলে বনমালা,
কটীতটে পীতধড়া, চরণে নূপুর।
—মোরে লহ! মোরে লহ!—বলি' অকস্মাৎ,
অধীর হইলা গোরা পড়িতে শ্রীপদে।
ঠিক সেইক্ষণে, প্রলয়-আবর্ত্ত রচি'
লক্ষ বাহু বাড়াইয়া উদ্দাম তাণ্ডবে,
দুলিয়া উঠিল সিন্ধু বারেকের তরে;
অট্ট হাসি' এল এক ঝঞ্ঝার তাড়না
ক্ষণতরে খরবেগে! বেদনাচপল
প্রবল কম্পন ধরা সম্বরিল বুকে!
আচম্বিতে গ্রহণে যেমতি প্রভাহীন,
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হ'ল অন্তরিত!
অন্ধকারে গণ্ডগোলে মরতের কাছে
স্বর্গ মাগি' নিল কোন্ শিরোমণি তার!
দ্যুলোকে উদিবে বলি' দীপ্ততর জ্যোতি,
আলোকিত ভূলোক কি হারা'ল আলোক?

ষষ্ঠ সর্গ

প্রাতে, কালনিদ্রা হ'তে জাগি' শিষ্যগণ
না পেয়ে গুরুর দেখা, গণিল প্রমাদ ;
ধিক্কারিল অদৃষ্টেরে, আপন বুদ্ধিরে।
—স্মরি' তাঁর সিন্ধুপ্রীতি—উপেক্ষা জীবনে,
নানা অমঙ্গল-ছবি উদিল মানসে !—
দিশাহারা, অনুদ্দেশে লাগিল খুঁজিতে ;
অচিরে জানিল, সবি গেছে ফুরাইয়া।
দারুণ শপথ স্মরি' বাঁধিল ত বুক,
তুষানলে কিন্তু সবে লাগিল দহিতে।
চৈতন্যবিহীন শক্তি পারে না যুজিতে ;
আপন অস্তিত্বে আর হয় না প্রত্যয় ;
ভাঙ্গা-বুক আর কারো লাগিল না জোড়া।
গুরুর অন্তিমবাণী স্মরি' শিষ্যগণ
তাঁর মহাছায়া মাঝে অবলুপ্ত হ'য়ে,
নিজ নিজ দৈন্য ভাবি' হুতাশে উদাস,
সংশয়ে আকুল, শঙ্কায় কম্পিত, আর্ত্ত,
কর্ত্তব্যে ফিরা'ল মন দৃঢ়তর করি'।
সেই অভিরামমূর্ত্তি লাগিল হেরিতে ;
সেই সঞ্জীবনকণ্ঠ লাগিল শুনিতে ;—
আমা হ'তে হয় নাই ব্রত উদ্যাপন ;

এ জনম, এ জীবন গেছে রে বৃথায় ;
তোমরা করিও সেই সূচনার শেষ !

সত্যই কি হয় নাই ব্রত উদযাপিত ?
ঐশ কার্য্য হয় নাই পূর্ণ সমাধান ?
কে বুঝে রহস্য তার !—কি প্রকাণ্ড তৃষা
বৃহতের—কর্ত্তব্য কি অখণ্ড কঠিন !
কে করিবে পরিমাণ সেই অতলের ?
চিরদিন মহাজন আপনাবিস্মৃত ;
যত করে, যত ভরে,—ভাবে সবি বাকী !
শেষদিনে সাঙ্গ হয় প্রাণের উত্তাপ !
কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত ;—কৃতার্থ হ'য়েছে
ধরা পেয়ে গৌরচন্দ্রে, পূর্ণচন্দ্র-হেন ;
আর, তাঁর প্রবর্ত্তিত ভাবধর্ম্ম লভি' ;—
ভক্তি যার ভর-ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ।